সাপ্তাহিক
# আরাফাত
১৩ আগস্ট ২০১৮ সোমবার
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

# عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী
বর্ষ: ৬০ সংখ্যা: ০১-০২

প্রাকৃতিক আবহে নির্মিত মাসজিদ, তুরস্ক (মাসজিদের ভিতরের ছবি)

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সাপ্তাহিক | প্রতিষ্ঠাকাল – ১৯৫৭

# আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহবায়ক

# عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

## বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক পত্রিকা

### ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

৬০ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ॥ সোমবার
১৬ জিলহজ্জ- ১৪৩৯ হিজরী
২৯ শ্রাবণ- ১৪২৫ বাংলা
১৩ আগস্ট- ২০১৮ ঈসায়ী

রেজি নং ডি. এ. ৬০
প্রকাশ মহল :
৯৮, নবাবপুর রোড
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।



**সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি**
অধ্যাপক শাইখ মুহাম্মদ মোবারক আলী

**সম্পাদক**
অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

**নির্বাহী সম্পাদক**
শাইখ মুহাম্মদ হারুন হুসাইন

**সহকারী সম্পাদক**
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

**প্রবাস সম্পাদক**
অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম

**ব্যবস্থাপনায়**
আব্দুল্লাহ আল মামুন

**উপদেষ্টামণ্ডলী**
প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলম
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী
প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামসুর রহমান
আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন
মোঃ রুহুল আমীন [সাবেক আইজিপি]
প্রফেসর ডা. দেওয়ান আব্দুর রহীম
অধ্যাপক মীর আব্দুল ওয়াহ্হাব লাবীব
প্রফেসর ড. আ.ব.ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী

**সম্পাদনা পরিষদ**
অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক
অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
উপাধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ
শাইখ মুহাম্মাদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম



যোগাযোগ

**সাপ্তাহিক আরাফাত**

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক : ০১৭১১ ৫৪৭ ১২৫
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৬১ ৮৯৭ ০৭৬
সহকারী সম্পাদক : ০১৭১৬ ৯০৬ ৪৮৭
ব্যবস্থাপক : ০১৯৯৮ ৮০০ ১৩০
বিপণন : ০১৭২৪ ৬২১ ৮৬৯
**অভিযোগ/পরামর্শ : ০১৭১৬ ৯০ ৬৪ ৮৭**

**E-mail** : weeklyarafat@gmail.com
: jamiyat1946.bd@gmail.com
**Website** : www.jamiyat.org.bd
**Phone** : 02-7542434
**Bkash No.:** 01768-222056 (Personal)



মূল্য : ২০/- (বিশ) টাকা মাত্র ॥

# عرفات أسبوعية

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث بنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا- ١١٠٠ الهاتف : ٠٢٩٥١٢٤٣٤، الجوال : ٠١٧١٣٣٢٨٢٩٨

المؤ سس : العلامة محمد عبد الله الكافى القريشي رحمه الله، الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة : الفقيد العلامة الدكتورمحمد عبد الباري رحمه الله، الرئيس الحالى لمجلس الإدارة : بروفيسر محمد مبارك علي، رئيس التحرير : الأ ستاذ الدكتورمحمد رئيس الدين.


## গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য **অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা)** পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা **"বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্লে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা**, ঢাকায় (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

## গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

| দেশ | বার্ষিক চাঁদার হার | ষান্মাষিক চাঁদার হার |
|---|---|---|
| বাংলাদেশ (রেজি: ডাকমাশুলসহ) | ৬০০/- | ৩০০/- |
| পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার | ২৮ ইউ.এস. ডলার | ১৪ ইউ.এস. ডলার |
| সৌদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর | ৩৫ ইউ.এস. ডলার | ১৫ ইউ.এস. ডলার |
| ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ | ৩০ ইউ.এস. ডলার | ১৫ ইউ.এস. ডলার |
| আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ পশ্চিমা দেশসমূহ | ৫০ ইউ.এস. ডলার | ২৬ ইউ.এস. ডলার |
| ইউরোপ ও আফ্রিকা | ৪০ ইউ.এস.ডলার | ২০ ইউ.এস. ডলার |

## দৃষ্টি আকর্ষণ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্লে হাদীস-এর সকল স্তরের নেতা-কর্মী ও শুভাকাঙ্খীদের জানানো যাচ্ছে যে, জমঈয়ত, আরাফাত এবং অন্য সকলপ্রকার আর্থিক লেনদেন–

**"বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্লে হাদীস"**
**ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড**
**নবাবপুর শাখা (একাউন্ট নম্বর- এমএসএ/২৮৫৬)**

অনুকূলে জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে প্রেরণ করা যাবে। অথবা জমঈয়ত অফিসের নিম্নবর্ণিত মোবাইল নম্বরে বিকাশ করা যাবে–

**বিকাশ নম্বর (পার্সোনাল) : ০১৭৬৮ ২২২ ০৫৬।**

**–সেক্রেটারী জেনারেল**

*বি. দ্র. অর্থ প্রেরণের পর উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।*

## সাপ্তাহিক আরাফাত : সূচীপত্র


☞ **আল কুরআনুল হাকীম :**
- **মুহার্‌রাম মাসের ঐতিহ্য ও আমাদের করণীয়**
  শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন- ০৩

☞ **হাদীসুর রাসূল :**
- **মু'মিনগণের পারস্পরিক ভালবাসা ঈমানী বন্ধন**
  শাইখ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ- ০৭

☞ **সম্পাদকীয়- ১০**

☞ **প্রবন্ধ :**
- **গণক ও জ্যোতিষের কথা বিশ্বাস করা সম্পর্কিত শরয়ী বিধান**
  অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন- ১১
- **সমকালীন বিভ্রান্তির নিরসন মুসলিম জাতির বয়স ও কিয়ামত প্রসঙ্গ**
  শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী- ১৮
- **সালাতের কাফ্‌ফারা ও উমরী কাযার শর'ঈ বিধান**
  মো: আব্দুল জলিল খান- ২৪
- **মাসজিদে নববীর মর্যাদা, যিয়ারতের আদব এবং সালাতের ফযীলত**
  শাইখ মুহাম্মাদ আমিনুল ইসলাম- ২৬

☞ **কাসাসুল হাদীস :**
- **"বিপদাপদে সৎ কর্মের দ্বারা মুক্তি পাওয়া যায়"**
  শাইখ মুহাম্মদ আবদুশ্ শাকুর- ৩১

☞ **মাসায়েল :**
- **কবর পাকা করার শর'ঈ বিধান**
  আরাফাত ডেস্ক- ৩২

☞ **মহিলা জগত :**
- **সন্তান প্রতিপালনে নারীর ভূমিকা অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত**
  মোহাম্মাদ আলী- ৩৫

☞ **নিভৃত ভাবনা :**
- **আসুন আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হই**
  সৈয়দ এম. আর. জুলফিকার- ৩৭

☞ **কবিতা- ৪০**
☞ **জমঈয়ত সংবাদ- ৪১**
☞ **পরামর্শ- ৪৫**
☞ **বিজ্ঞান-বিস্ময়- ৪৭**
☞ **অন্য খবর- ৪৮**
☞ **আপনার স্বাস্থ্য- ৫০**
☞ **ফাতাওয়া ও মাসায়েল- ৫২**
☞ **প্রচ্ছদ পরিচিতি- ৫৫**

القران الحكيم ॥ আল কুরআনুল হাকীম

# মুহার্‌রাম মাসের ঐতিহ্য ও আমাদের করণীয়

**–শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন***

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○ إِنَّمَا النَّسِيْءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُوْنَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوْءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللهُ لَا يَهْدِيْ الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ﴾

**সরল বঙ্গানুবাদ :** "নিশ্চয় মাসসমূহের সংখ্যা হচ্ছে আল্লাহর নিকট বারো মাস আল্লাহর কিতাবে (লাওহে মাহফুযে), আল্লাহর জমিনে ও আসমানসমূহ সৃষ্টি করার দিন হতেই, এর মধ্যে বিশেষরূপে চারটি মাস হচ্ছে সম্মানিত, এটাই হচ্ছে– সুপ্রতিষ্ঠিত দীন। অতএব তোমরা এ মাসগুলোতে (দীনের বিরুদ্ধাচরণ ও এই মাসগুলোর সম্মানহানী করে) নিজেদের ক্ষতিসাধন করো না। আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ মুত্তাক্বীদের সাথে রয়েছেন ('ইল্‌ম ও সাহায্যের দিক দিয়ে)। নিশ্চয় মাসগুলো পিছিয়ে দেয়া কুফরের মাত্রাকে আরোও বাড়িয়ে দেয়, যা দ্বারা কাফিরদেরকে পথভ্রষ্ট করা হয় (এইরূপে) যে, তারা সেই হারাম মাসকে কোন বছর হালাল করে নেয় এবং কোন বছর হারাম করে, আল্লাহ যেই মাসগুলোকে হারাম করেছেন, যেন তারা সেগুলো সংখ্যা পূর্ণ করে নিতে পারে, অতঃপর তারা আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসগুলোকে হালাল করে নেয়, তাদের দুষ্কর্মগুলো তাদের কাছে ভাল মনে হয়, আর আল্লাহ এইরূপ কাফিরদেরকে হিদায়াত (এর তাওফীক্ব দান) করেন না।"[১]

**দারসের বিষয়বস্তু :** আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, পৃথিবীতে বসবাসকারীদের জন্য সময় পঞ্জিকা কেবল তিনিই নির্ধারণ করে থাকেন। এ ব্যাপারে তার কোন সৃষ্টির হাত নেই। মহান আল্লাহর অমোঘ বিধি অনুসারে মানুষ কেবল তা প্রচার ও প্রকাশ করে এবং সে অনুযায়ী কর্মের সময় বন্টন করে। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ প্রদত্ত চাঁদের পরিভ্রমনকে কেন্দ্র করে তিনি দিন, মাস ও বছর নির্ধারণ করেন। সে হিসেবে পৃথিবীর সৃষ্টির সূচনা হতে ১২ মাসেই বছর পূর্ণ হচ্ছে। এর ব্যত্যয় কোন সময় ঘটেনি এবং ভবিষ্যতে কখনো ঘটবে না। কেননা এর নিয়ন্ত্রক ও নিয়ামক মহামহিম আল্লাহ। আর মহান আল্লাহর রীতিতে কোন পরিবর্তন হয় না।

এ ১২ মাসের মধ্যে ৪টি মাস বিশেষভাবে সম্মানিত। এ মাসসমূহ হচ্ছে– মুহার্‌রাম, রজব, যুলকা'দাহ ও যুলহিজ্জাহ। এ মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম। তবে কাফির-মুশরিকরা মহান আল্লাহর এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে উক্ত মাসসমূহের ফাসাদে জড়িয়ে পড়ে। তারা নিজেদের পার্থিব স্বার্থে এ পবিত্র মাসের গণনা ও মর্যাদা রক্ষায় হেরফের করে থাকে এবং পবিত্র মাসেও তারা পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হয়ে নিজেরা ক্ষতিতে নিপতিত হয়। উক্ত আয়াতদ্বয়ে এ বিষয়টিই অতি সুন্দরভাবে ফুটে ওঠেছে।

**ইসলামে বর্ষ গণনা :** আমরা আগেই বলেছি যে, দিন, মাস ও বছর গণনার একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ তা'আলা। সে কথাই তিনি উপর্যুক্ত আয়াতে পেশ করেছেন। তাছাড়া বিশ্ব নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বিদায় হাজ্জের ভাষণে স্পষ্ট করে বর্ণনা দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

أَلا إِن الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ

* *নির্বাহী সম্পাদক- সাপ্তাহিক আরাফাত, ঢাকা ও প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস। অধ্যক্ষ- জামি'আ দারুল হাদীস আল-আরাবিয়া, গাজীপুর।*

[১] *আল কুরআন : সূরা আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৩৬ ও ৩৭।*

حُرُمٌ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ : ذُوْ الْقَعْدَةِ وَذُوْ الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِىْ بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ.

“অবহিত হও! কাল বা যুগ তার নিজ গতিতে ঘুর্ণায়মান যে দিন থেকে আল্লাহ তা‘আলা আসমানসমূহ ও যমীনসমূহ সৃষ্টি করেছেন। বছর ১২ মাসে অতিবাহিত হয়। তন্মধ্যে ৪টি মাস সম্মানিত। তিনটি পরপর। যথা- যুলক্বা‘দাহ, যুলহিজ্জাহ ও মুহার্‌রাম। আর ৪র্থটি হচ্ছে মুজার গোত্রের হিসেব অনুযায়ী ‘রজব’ মাস, যা জুমাদাল উলা ও শা‘বান মাসের মাঝে অবস্থিত.....।”[২]

**হারাম বা সম্মানিত মাস :**

**মহান আল্লাহর বাণী :** ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾

অর্থাৎ- “তন্মধ্যে ৪ মাস সম্মানিত।”

এখানে সম্মানিত ৪ মাস বলতে মুহার্‌রাম, রজব, যুলক্বা‘দাহ ও যুলহিজ্জাহ উদ্দেশ্য। এ মাসগুলোকে আরবরা অতি সম্মানের সাথে দেখতো। বিশেষতঃ জাহেলী যুগেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। বেশীরভাগ মানুষ এ ৪ মাসের মর্যাদার ব্যাপারে একমত ছিল। তবে ‘আল-বাসাল’ নামীয় একটি গোষ্ঠি বছরের ৮ মাসকে সম্মানিত মাস বলে পালন করত। উল্লেখ্য যে, রজব মাস নির্ণয়ের জন্য রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুজার গোত্রের প্রসঙ্গ টেনে আনলেন। কারণ ‘রাবি‘আ’ গোত্র শা‘বান মাসকে সম্মানিত মাস বলে আখ্যা দিত। আর মুজার গোত্র রজবকে সম্মানিত মাস হিসেবে জানত। তাই রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুজার গোত্রের রজব বলে তা স্পষ্ট করে দিলেন যে, রাবি‘আ গোত্রের লোকেরা যে মাসকে সম্মানিত বলে সেটি সঠিক নয়; বরং মুজার গোত্র কর্তৃক সম্মানিত মাস রজবই সম্মানিত মাস চতুষ্টয়ের একটি।[৩]

**মহান আল্লাহর বাণী :** ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾

“অতএব তোমরা এ মাসগুলোতে (দীনের বিরুদ্ধাচরণ ও এই মাসগুলোর সম্মানহানী করে) নিজেদের ক্ষতিসাধন করো না.....।”

[২] *মুসনাদে আহমাদ- হা: ২০৪০২।*
[৩] *আল মিসবাহুল মুনীর ফী তাহযীবি তাফসীর ইবনু কাসীর ‘দারুস সালাম’- রিয়াদ/৫৬৭।*

এ সম্মানিত মাসগুলোতে তোমরা শরীয়ত লঙ্ঘন করে নিজেদের ক্ষতি সাধন করো না। এ মাসসমূহের মর্যাদা যেমন বেশি, ঠিক তেমনি এ মাসগুলোতে নাফরমানী করলে এর পরিণাম হবে অধিক ভায়াবহ।

ইমাম ইবনু জারীর (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন : “আল্লাহ তা‘আলা এ মাসগুলোকে অধিক সম্মানিত করেছেন এবং এ সময়ে পাপ করলে তার পরিণতিও মর্মান্তিক বলে স্থির করেছেন। আর এ মাসগুলোতে নেক ‘আমল করলে এর ফযীলত ও মর্যাদা সবচেয়ে বেশি বলে জানিয়েছেন।[৪]

**মহান আল্লাহর বাণী :** ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾

“নিশ্চয় মাসগুলো পিছিয়ে দেয়া কুফরের মাত্রাকে আরো বাড়িয়ে দেয়।”

এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা দুষ্টমতি কতিপয় মুশরিক নেতার চরিত্রের কথা বিধৃত করেছেন। এরা এমন ছিল যে, দুনিয়ার সামান্য স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে নিষিদ্ধ বা সম্মানিত মাসসমূহে পরিবর্তন করতো। হারাম মাসকে হালাল মাস বানিয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করত। এক বছর এই মাসকে সম্মানিত এবং আরেক বছর ঐ মাসকে সম্মানিত বলে অভিমত দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করত। সাহাবী ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) এমনটি বলেছেন।[৫] ইবনু হিশাম বলেন : তারা এর মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা যা হালাল করেছেন, তা তারা হারাম করত এবং আল্লাহ তা‘আলা যা হারাম করেছেন তারা তা হালাল করত। কখনও নিষিদ্ধ মাস মুহার্‌রামকে পিছিয়ে ‘সফর’ মাসে নিয়ে যেত। এটি ছিল মুশরিকদের বিভ্রান্তির কুটকৌশল।[৬]

**মুহার্‌রাম মাস প্রসঙ্গ :** ইমাম সাখাভী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন : মুহার্‌রামকে অধিক সম্মানিত মাস হেতু মুহার্‌রাম বলা হয়। এ মাসের মর্যাদা অনেক বেশি। আরবরা এ মাসকে অধিক গুরুত্ব দিত। আবার কখনও অসৎ উদ্দেশ্যে এ মাসে সর্বপ্রকার বৈধ-অবৈধ কাজের সমাবেশ ঘটাত।[৭]

[৪] *ইমাম ইবনু জারীর ‘তাফসীর আত্ তাবারী’- ১৪/২৩৮।*
[৫] *ইমাম ইবনু জারীর ‘তাফসীর আত্ তাবারী’- ১৪/২৩৭।*
[৬] *ইবনু হিশাম- ১/৪৫, গৃহীত- আল মিসবাহুল মুনীর ফী তাহযীবি তাফসীর ইবনু কাসীর ‘দারুস সালাম’- রিয়াদ : ৫৬৮ ও ৫৬৯।*
[৭] *‘আল-মাশহুর ফী আসমা-ইল আইয়্যামি ওয়াশ শুহুর’- গৃহীত : প্রাগুক্ত- ৫৬৬।*

কিন্তু ইসলাম সর্বাবস্থায় মুহার্‌রাম মাসের যথাযথ মর্যাদা দিয়ে এসেছে। যতক্ষণ না কাফির-মুশরিকরা ঐ নিষিদ্ধ মাসে আক্রমণ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ﴾

"নিষিদ্ধ মাসের পরিবর্তে নিষিদ্ধ মাস এবং নিষিদ্ধ মাসেও বদলার ব্যবস্থা বের হবে ঐ অবস্থায় যদি কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করে, তোমরাও তার প্রতি সেরূপ অত্যাচার করো এবং আল্লাহকে ভয় করো। আর জেনে রেখ, আল্লাহ মুত্তাক্বীদের সাথে আছেন।"[৮]

**ইসলামে মুহার্‌রাম :** ইসলামে মুহার্‌রাম বিশেষ 'ইবাদতের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কায় একাকী মুহার্‌রামের সিয়াম রাখতেন। মদীনায় হিজরাত করার পর দেখতে পেলেন ইহুদীরা ১০ই মুহার্‌রাম সিয়াম পালন করছে। তিনি তাদেরকে এ দিনে সিয়াম পালনের হেতু জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল : এ দিনে আল্লাহ তা'আলা তার নাবী মূসা ('আলাইহিস্ সালাম)-কে ফিরাউনের নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন এবং দাম্ভিক ফিরাউনকে সাগরে ডুবিয়ে মেরে ছিলেন। সে জন্য মূসা ('আলাইহিস্ সালাম) মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের নিমিত্তে ঐ দিন সিয়াম পালন করে ছিলেন। তাই আমরাও তার অনুসারী হিসেবে এ দিনে সিয়াম পালন করে আসছি। এ কথা শুনে রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : মূসা ('আলাইহিস্ সালাম)-এর বিষয়ে আমি তোমাদের চেয়ে অধিক হক্বদার। অর্থাৎ- তোমরা তো মূসা ('আলাইহিস্ সালাম)-এর শরীয়ত বিকৃত করে ফেলেছ। আমি তো নাবী এবং মূসাও নাবী। আর নাবীরা সবাই একই সূতোয় গাঁধা। এ কথা বলেই নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে সিয়াম পালন করেন এবং সাহাবীদেরকে সিয়াম পালনের নির্দেশ দেন।[৯]

[৮] *আল কুরআন : সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৯৪।*
[৯] *সহীহুল বুখারী- হা: ৩২১৬ ও ৩৩৯৭।*

এভাবেই ইসলামে মুহার্‌রামের সিয়াম পালন হয়ে আসছে। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার ওফাতের আগে জিজ্ঞাসিত হয়ে বললেন :

"لَإِنْ بَقِيْتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُوْمَنَّ التَّاسِعَ".

"আগামী বছর বেঁচে থাকলে আমি অবশ্যই ৯ম তারিখেও সিয়াম পালন করব।"[১০]

এর মাধ্যমে এটা বুঝা গেল যে, ইহুদীরা শুধু ১০ই মুহার্‌রাম সিয়াম পালন করে। তাই রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওদের বিপরীতে ৯ম ও ১০ম তারিখদ্বয়ে সিয়াম পালনের সুন্নাত জারি করেন।

**শী'আদের মুহার্‌রাম :** ইসলাম পূর্ণতা লাভ করে বিশ্ব নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট সর্বশেষ ওয়াহী অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا﴾

"আজ আমি তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম.....।"[১১]

এ পরিপূর্ণ ইসলাম বাদ দিয়ে অন্য কোন রীতি-নীতি মানলে আল্লাহ তা'আলা তা ক্বুবুল করবেন না। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ﴾

"আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য জীবন ব্যবস্থা অন্বেষণ করবে, তা কখনই তার নিকট হতে গৃহীত হবে না এবং পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।"[১২]

রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : "যে ব্যক্তি এমন কোন 'আমল করল, যাতে আমাদের কোন অনুমোদন নেই –তা প্রত্যাখ্যাত।[১৩]

[১০] *মুসান্নাফ ইবনু আবি শাইবাহ্- হা: ৯৩৮১।*
[১১] *আল কুরআন : সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৩।*
[১২] *আল কুরআন : সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ৮৫।*
[১৩] *সহীহ মুসলিম- হা: ১৭১৮।*

আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পারি যে, শী'আরা ১০ই মুহার্‌রামে তাজিয়া মিছিলসহ কিছু কর্মসূচি পালন করে। এটি তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এটি তারা রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দৌহিত্র সাহাবী হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু)-এর শাহাদাত বার্ষিকী হিসেবে পালন করে থাকে। আর এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, সাহাবী হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) কারবালা প্রান্তবে ৬১ হিজরীতে শাহাদত বরণ করেন। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ১১ হিজরীতে বিদায়ের সাথে সাথে ওয়াহী আগমনের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তাই তাঁর তিরোধানের ৫১ বছর পরে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোন 'ইবাদত জারি হতে পারো না। যদিও সে ঘটনা একান্তই মর্মান্তিক হোক না কেন। কাজেই ইসলামের ১০ই মুহার্‌রামের সিয়ামের সাথে ৬১ হিজরীর কারবালার ঘটনার দূরতম কোন সম্পর্ক নেই।

**দারসের শিক্ষাসমূহ–**

**০১.** দিন, মাস, বছর ও সময় নির্ধারণ কেবল মহান আল্লাহর কাজ। এতে কোন সৃষ্টির নূন্যতম অংশিদারিত্ব নেই।

**০২.** ইসলামে বছর ১২ মাসে সম্পন্ন হয়। আর এটি চন্দ্রমাসকে কেন্দ্র করে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

**০৩.** বছরে ৪টি মাস বিশেষ সম্মানিত। আর তা হচ্ছে– মুহার্‌রাম, রজব, যুলক্বা'দাহ ও যুলহিজ্জাহ।

**০৪.** নিষিদ্ধ মাসসমূহের মর্যাদা রক্ষা করা ঈমানী দায়িত্ব। মুশরিকরা কেবল এর অমর্যাদা করে থাকে।

**০৫.** মুহার্‌রাম তথা কথিত তাজিয়া মিছিলের মাধ্যমে উদ্‌যাপন শী'আহ্ রীতি। আর ইসলামে সিয়ামের ন্যায় অতি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদতের মাধ্যমে এ মাসে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য কামনা করা হয়।

**আসুন!** আমরা বিবেকের দরজা খুলি। বেশি বেশি জ্ঞান সাধনা করি। জাহেলী রীতি-নীতি পরিত্যাগ করি। আল্লাহর বিধানে হস্তক্ষেপ না করি। বছরের সম্মানিত ৪ মাসের যথাযথ মর্যাদা দেই। কু-রুচিপূর্ণ কাফির-মুশরিকদের ষড়যন্ত্র হতে নিজের ঈমান 'আমল রক্ষা করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহায় হোন –আমীন!! ###

## সালাতের কাফ্‌ফারা ও উমরী কাযার.....

*[২৫ পৃষ্ঠার পর]*

মানুষের দীর্ঘ সময়ের বাদ পড়ে যাওয়া অতীতের সালাতের ব্যাপারে তাই ইসলামের বিধান হচ্ছে সঠিকভাবে তাওবাহ্ করে ফেলা। আর পরবর্তীতে দৈনন্দিন সালাতকে তার জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া।

রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বয়স্ক সাহাবীগণ ইসলাম গ্রহণের পর তাদের অতীতের বড় বড় পাপের ব্যাপারে তাদের করণীয় জানতে চাইলে তিনি তাদেরকে এ উপদেশ দিতেন এবং বলতেন : "ইসলাম অতীতের সব কিছুকে মিটিয়ে দেয়।"

অর্থাৎ- কোন ব্যক্তি নতুন করে ইসলামে প্রবেশ করলে তার অতীতের সমস্ত পাপ মোচন হয়ে যায়। তাই অতীতের পাপের ব্যাপারে কোন ব্যক্তির সঠিকভাবে অনুশোচিত হওয়ার অর্থই হলো যে, তিনি তার ভবিষ্যত জীবনে আর সে পাপ করবে না এবং অন্যান্য পূণ্য কাজ সে বেশী বেশী করবে। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীগণ তাই করতেন। তাদের কাউকে অতীতের বাদ পড়ে যাওয়া সালাতের 'উমরি কাযা করতে দেখা যায়নি। অবশ্যই আমাদের সমাজে যারা বুঝে শুনে ইসলাম গ্রহণ না করে কেবল বংশানুক্রমে মুসলিম তাদের বেলায় এমনটি হয়ে যেতে পারে। যেমন- অনেকে পুরো যৌবনকালটাই বেনামাযী হয়ে কাটিয়ে দেয়। তার এক সময়ে সমবয়সী কারো মৃত্যুর পর বোধ ফিরে আসে। তিনি কি তখন 'উমরি কাযা করবেন? না তার ক্ষেত্রেও সঠিক তাওবাই হলো এর একমাত্র সমাধান।

অতএব, ইসলামের পক্ষ থেকে এরূপ সুযোগ প্রাপ্তির পর তাওবাহ্ করে পরিপূর্ণরূপে ইসলামের বিধানের দিকে ফিরে আসাই আমাদের একমাত্র দায়িত্ব। আর নিজের অতীতের গুনাহের কথা চিন্তা করে ভবিষ্যত জীবনে ইসলামের পক্ষে নিজের সকল ভূমিকাকে আরো শানিত করাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ। কেননা 'উমরি কাযা একটি সুস্পষ্ট বিদ'আত এবং শুধু বিদ'আতই নয় এটি ইসলামের আইনকে নিজের হাতে তুলে নেওয়ারও শামিল। ###

حديث الرسول ॥ হাদীসুর রাসূল

# মু'মিনগণের পারস্পরিক ভালবাসা ঈমানী বন্ধন

–শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ*

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.

নু'মান ইবনু বাশীর (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন : মুসলিমগণ পারস্পরিক ভালবাসা, মায়া-মমতা এবং স্নেহ-প্রতিতে একটি দেহের ন্যায়। যদি দেহের একটি অংশ অসুস্থ হয় তবে গোটা দেহ অনিদ্রা এবং জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়ে।[১৪]

**শব্দার্থসমূহ–** مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ -মু'মিনগণের তুলনা, فِيْ تَوَادِّهِمْ -তাদের পারস্পরিক ভালবাসায়, تَرَاحُمِهِمْ - তাদের পারস্পরিক দয়া-মমতা, تَعَاطُفِهِمْ - তাদের পারস্পরিক স্নেহপ্রীতি, مَثَلُ الْجَسَدِ -একটি দেহের ন্যায়, إِذَا اشْتَكَى -যখন কষ্টে জর্জরিত হয়, عُضْوٌ - একটি অঙ্গ, تَدَاعَى -আক্রান্ত হয়ে পড়ে, سَائِرُ الْجَسَدِ -সমস্ত দেহ, بِالسَّهَرِ -অনিদ্রায়, وَالْحُمَّى -জ্বর।

**নু'মান ইবনু বাশীর (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)'র সংক্ষিপ্ত জীবনী** : নু'মান ইবনু বাশীর (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) একজন আনসার সাহাবা। মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এবং সাহাবাগণ মাদীনায় হিজরত করার পর মাদীনার আনসারগণের মধ্যে জন্মগ্রহণকৃত প্রথম শিশু ছিলেন নু'মান ইবনু বাশীর (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)। হিজরতের চতুর্দশ মাসে তাঁর জন্ম। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তার ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়েছিলেন–

إنه سَيَعِيْشُ حَمِيْدًا وَيُقْتَلُ شَهِيْدًا وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ.

নিশ্চয়ই সে প্রশংসনীয় জীবন-যাপন করবে, শহীদী মৃত্যু পাবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৫]

বাস্তবেও সাহাবাগণের মধ্যে অশেষ সম্মানের স্তরে পৌঁছেছিলেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ হাদীস তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে।

হিজরী ৬৫ সালে তিনি হিমছে খালিদ ইবনু কালায়ী নামক জনৈক হতভাগ্যের হাতে শাহাদাত লাভ করেন।

**হাদীসের মূল ভাষ্য :** মু'মিনগণ ঈমানী বন্ধনে আবদ্ধ। এ বন্ধন অকৃত্রিম ভ্রাতৃত্বের ও ভালবাসার। নিছক ঈমানের দাবিদার হয়ে অন্য ঈমানদারদের প্রতি ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি শূন্য থেকে মু'মিন হওয়ার সুযোগ নেই। 'আলেম জাহিল, পদাধিকারী কিংবা পদহীন কারো জন্যই এই সুযোগ নেই। কাছে কি দূরে, পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্তের মু'মিনের প্রতি প্রতিনিয়ত আরেক মু'মিনকে সুখ-দুঃখ, আর বেদনায় সহযোগী ও সমব্যথী হতে হবে।

**হাদীসের ব্যাখ্যা :**

"مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ".

"মুসলিমগণ পারস্পরিক ভালবাসা, মায়া-মমতা এবং স্নেহ প্রীতিতে একটি দেহের ন্যায়।"

বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে পূর্ণ এবং সত্যিকার মু'মিন হওয়ার জন্য এক মু'মিন আরেক মু'মিনকে অকৃত্রিমভাবে ভালবাসবে এবং দয়ার বাহু বিছিয়ে দিবে এটাই করণীয় এবং কাম্য। ঈমানের স্বাদ এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন :

"ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ : مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلّٰهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِيْ الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِيْ النَّارِ".

---

** যুগ্ম সেক্রেটারী জেনারেল- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[১৪] *সহীহুল বুখারী- হা: ৬০১১, সহীহ মুসলিম- হা: ৬৫৮৬, মা: শা:, হা: ৬৬/২৫৮৬।*

[১৫] *আল বিদায়া ওয়াল নিহায়া- ৮/২৪৪।*

তিনটি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে রয়েছে সে ঈমানের স্বাদ লাভ করেছে। যথা- (১) অন্য সকলের চেয়ে আল্লাহ তা'আলা এবং তদীয় রাসূল তার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় হবে, (২) কোন ব্যক্তিকে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই ভালবাসবে, (৩) কুফ্‌রী হতে কাউকে আল্লাহ উদ্ধার করার পর তাতে ফিরে যাওয়াকে সে এমন অপছন্দ করে যেমনটি আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।[১৬]

হাদীসে বর্ণিত শব্দগুলো التَّرَاحُم – التودد – التَّعَاطُف -এর অর্থ কাছাকাছি হলেও এদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে।

الترحم হলো, শুধু ঈমানী ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে একে অপরকে ভালবাসা, অন্যকোন কারণে নয়। التَّوَادُد (ভালবাসা) এমন সম্পর্ককে বলে যা প্রীতির সম্পর্ককে টেনে নিয়ে আসে। যেমন- পরস্পরকে দেখতে যাওয়া, পারস্পরিক উপহার বিনিময় করা। التَّعَاطُف (প্রীতি-মমতা) অর্থ পরস্পর সহায়তা ও বদান্যতার হাত বাড়িয়ে দেয়া।[১৭]

মু'মিনগণ পরস্পর একে অপরকে ভালবাসবে ঈমানী জীবনে এটি একটি অপূর্ব নিদর্শন। মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবাগণের মাঝে ঈমানী ভালবাসার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে অগণিত। মক্কা থেকে সর্বস্ব হারা হয়ে যে সকল সাহাবা মাদীনায় পদার্পন করেছিলেন মাদীনার আনসারগণ উষ্ণ ভালবাসার আলিঙ্গনে তাদেরকে বুকে তুলে নিয়েছিলেন, তাদের সহায়-সম্বলের নিঃশর্ত ভাগীদার করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী তাদের শানে কত চমৎকারভাবেই বিধৃত হয়েছে–

﴿مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সঙ্গীগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।"[১৮]

মু'মিন-মু'মিনে ভালবাসার নিগূঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে, পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করার জন্য সর্বদা ব্যাকুলচিত্ত থাকবে। তারই নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ﴾

"আর ঈমানদারদের জন্য তোমার ডানা নম্র করে দাও।"[১৯]

হৃদয় মনকে উজাড় করে দিয়ে এক মু'মিন আরেক মু'মিনকে ভালবাসবে। এটা ঈমানের দাবি। তা না হলে ঈমানে পূর্ণতা আসবে না। মু'মিনকে ভালবাসতে গিয়ে আপন স্বার্থ ত্যাগের অপার মহিমা দেখাতেই হবে। এ বিষয়ের গুরুত্ব কত বেশী তা নিম্নোক্ত হাদীসে ফুটে উঠে–

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتّٰى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ».

"আনাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন : তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারে না। যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।"[২০]

«مَثَلُ الْجَسَدِ».

"একটি দেহের ন্যায়।"

হাদীসের বক্ষমান অংশে গোটা দেহের সাথে তুলনা স্থাপন করে দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বুঝানো হয়েছে। এখানে সাযুজ্য স্থাপনের বিষয় হলো কষ্ট-ক্লান্তি এবং আরাম ও স্বস্তির দিক থেকে।[২১]

«إِذَا اشْتَكٰى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعٰى لَهٗ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمّٰى».

---

[১৬] *সহীহ মুসলিম- হা: ৪৩, সহীহুল বুখারী- হা: ১৬।*
[১৭] *ফাতহুল বারী বি শারহি সহীহুল বুখারী- হাফেয ইবনু হাজার আল আসকালানী, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৫০০।*
[১৮] *সূরা আল ফাত্‌হ ৪৮ : ২৯।*
[১৯] *সূরা আল হিজ্‌র ১৫ : ৮৮।*
[২০] *সহীহুল বুখারী- হা: ১৩, সহীহ মুসলিম।*
[২১] *ফাতহুল বারী বি শারহি সহীহুল বুখারী- ১০ম খণ্ড।*

"যদি দেহের একটি অংশ কষ্ট জর্জরিত হয় তাহলে গোটা দেহ অনিদ্রা এবং জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়ে।"

দেহের একটি অঙ্গ কোন কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ব্যথাতুর হলে এবং যাতনাক্লিষ্ট হলে সেই ব্যথা-বেদনা নির্দিষ্ট স্থানটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং ব্যথাঘন অঙ্গটি অন্যান্য অঙ্গকে তার সেই ব্যথায় অংশীদার করে নেয়। অন্য অঙ্গগুলো তার ব্যথায় সাড়া দিয়ে নিজেরা ব্যথার্থ হয়ে পড়ে, যাতনাবিদ্ধ হয়ে পড়ে।

হাদীসে বর্ণিত السَّهَر (অনিদ্রা) দ্বারা বুঝানো হয়েছে, ব্যথার কারণে নিদ্রা দূর হয়ে যায়। الْحُمَّى (জ্বর)-এর যথার্থ উপমা দেয়া হয়েছে এইভাবে যে, জ্বর হলো হৃদয়ান্তরের উত্তাপ যা গোটা দেহকে তাপদগ্ধ করে দেয়।

কারী ইয়ায (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, মু'মিনদেরকে একটি দেহের সাথে তুলনা করা যথার্থ, এতে বিষয়ের মামার্থ বুঝা সহজ হয়ে যায় এবং এতে মু'মিনদের হক্বের মর্যাদা, মু'মিনদের পারস্পরিক সাহায্য করার উদ্দীপনা সৃষ্টি এবং তাদের পরস্পরের প্রতি কোমল হওয়ার বিষয়টি রয়েছে।

**বর্তমান মুসলিম সমাজ ও আলোচ্য হাদীস :** আলোচ্য হাদীসের বর্ণনাধারা এবং এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় আমরা প্রকৃত ঈমানী বৈশিষ্ট্য থেকে যোজন যোজন পথ দূরে অবস্থান করছি। মু'মিনগণের পারস্পরিক ভালবাসা, স্নেহ-প্রীতি এবং হৃদ্যতার বাধনে আবদ্ধ থাকার পরিবর্তে বরং পারস্পরিক হিংসা, শত্রুতা ও হিংস্রতা আজ প্রকট। জেদ, অহমিকা, আত্মম্ভরিতা, লালসা আর অন্য মু'মিনের অনিষ্ট সাধন যেন মু'মিন চরিত্রের এক অনিবারণীয় দশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হক্বের দাবীদার হয়ে একটি দল আরেকদল সত্যপ্রেমি মু'মিনের উপর হিংস্র হায়েনার মতো ঝাপিয়ে পড়ছে। তাদের এই হিংস্রতা এতটা পৈশাচিক যে মহান আল্লাহর ঘর মাসজিদ এবং আল্লাহ তা'আলার মহাগ্রন্থ আল কুরআনও নিস্তার পাচ্ছে না।

এসব কলুষ-কালিমা এবং হৃদয়জাত নোংরামী ছেড়ে মু'মিনদেরকে অবশ্যই আল্লাহ এবং তদীয় রাসূলের শিক্ষার উজ্জীবিত হতে হবে। তবেই মু'মিন সমাজে শান্তির সুবাতাস বইতে থাকবে, আর মু'মিনরা হবে অবিনাশী এবং বিশ্বজয়ী। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নিম্নোক্ত বাণী মু'মিনদের সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে–

«الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.»

"এক মু'মিন অন্য মু'মিনের জন্য প্রাচীর স্বরূপ। এর এক অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে।"[২২]

**হাদীসের শিক্ষা :**

১. মু'মিনগণ পরস্পর ঈমানী ভ্রাতৃত্বে সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলার অমোঘ বাণী–

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾

"নিশ্চয়ই মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই।"[২৩]

২. এক মু'মিন আরেক মু'মিনকে ভালবাসবে এবং স্নেহ-প্রীতিতে জড়িয়ে রাখবে।

৩. এক মু'মিনের দুঃখ-বেদনায় আরেক মু'মিন নিদারুন ব্যথিত এবং তার বেদনা দূরীকরণে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নিবে।

৪. মু'মিনদের পারস্পরিক ভালবাসা ঈমানী দায়িত্ব যা উপেক্ষা করা যায় না।

সুতরাং আমরা সকল প্রকার মানসিক দৈন্যতাকে পেছনে ফেলে আর দ্বিধা-সংকোচ পায়ে ঠেলে মু'মিন-মু'মিনে ভাই ভাই হয়ে জীবন-যাপন করব। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সেই তাওফীক্ব দান করুন –আমীন! ###

**weÁwß**

পবিত্র ঈদুল আযহা- ২০১৮ ঈসায়ী উপলক্ষে আগামী ২০ আগস্ট- ২০১৮ ইংরেজী জমঈয়ত ও আরাফাত দফতর বন্ধ থাকবে। বিধায় আগামী ৩ সেপ্টেম্বর- ২০১৮ ইং সাপ্তাহিক আরাফত-এর ০৩-০৪ সংখ্যা একত্রে প্রকাশিত হবে –ইন্শা-আল্লাহ।

[২২] *সহীহুল বুখারী- হা: ৫৬৮০, মা: শা:, হা: ৬০২৬; সহীহ মুসলিম- হা: ৬৫/২৫৮৫।*

[২৩] *সূরা আল হুজুরাত ৪৯ : ১০।*

# সম্পাদকীয় সাপ্তাহিক আরাফাত ৬০তম বর্ষে পদার্পণ الافتتاحية

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের অশেষ মেহেরবানীতে অনেক চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে সাপ্তাহিক আরাফাত উনষাটটি বছর অতিক্রম করেছে –আল-হামদুলিল্লাহ। বাংলাদেশে এমন পত্রিকার সংখ্যা খুবই বিরল। নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র সাপ্তাহিক আরাফাত। এ সংগঠনের 'আক্বীদাহ্ ও বিশ্বাসের বিশেষ প্রকাশ মাধ্যম হলো সাপ্তাহিক আরাফাত। যে পত্রিকাটির পরিচিতি শুধু বাংলাদেশেই নয়, বরং ইতোমধ্যে ইসলামী দুনিয়ায় ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। আশাকরি এর ব্যাপকতা দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাবে –ইন্‌শা-আল্লাহ। পত্রিকাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো দারসে কুরআন ও দারসে হাদীস দিয়ে শুরু করা। কেননা এ দু'টি বিষয় এমনই গুরুত্বপূর্ণ যা বলার অপেক্ষা রাখে না। যে দু'টির উপর ভিত্তি করে আমাদের 'আমল করা একান্ত জরুরী। যার কোন বিকল্প নেই। এ দু'টির বিধানাবলী পালন করলে মহান আল্লাহর ফযল ও করমে পাওয়া যাবে দুনিয়াতে শান্তি ও পরকালে মুক্তি। এ মর্মে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিদায় হাজ্জের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যে ঘোষণা করেছেন : আমি তোমাদের জন্য দু'টি জিনিস রেখে গেলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত এ দু'টি জিনিসকে তোমরা আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পথ ভ্রষ্ট হবে না, তার মধ্যে একটি হলো মহান আল্লাহর কালাম, আর অপরটি হলো আমার সুন্নাহ। কাজেই এ দু'টির বিধানকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। আর এ দু'টির বিধানকে উপেক্ষা করলে দুনিয়া ও আখিরাতে কোন অবস্থাতেই কল্যাণ পাওয়া যাবে না। সুতরাং দারসে কুরআন ও দারসে হাদীসের গুরুত্ব কত বেশি তা সহজেই অনুমেয়।

অতঃপর বিজ্ঞ জ্ঞানী-গুণীদের সময়োপযোগী প্রবন্ধ দিয়ে সাজানো হয় সাপ্তাহিক আরাফাতকে, যা পাঠক মহলে প্রশংসা অর্জন করেছে। তারপর জমঈয়ত সংবাদ ও শুব্বান সমাচার দিয়ে পত্রিকাটিকে গণমানুষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। সাথে সাথে দেশ বিদেশের উল্লেখযোগ্য খবরাদি দিয়ে সময়োপযোগী করা হয়েছে।

পত্রিকাটি সর্বমহলে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য পরিশেষে তাওহীদবাদী জনতাসহ আম জনতার চাহিদা অনুযায়ী যুগ জিজ্ঞাসার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলীর দলীল ভিত্তিক জবাব প্রদান করা হচ্ছে। সবশেষে থাকছে সারা বিশ্বের উল্লেখযোগ্য মাসজিদ পরিচিতি, যা পত্রিকার কভার পৃষ্ঠায় এক এক করে দৃশ্যমান হচ্ছে। ফলে পত্রিকাটি সবার নিকট গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ইতোমধ্যে এর প্রচার-প্রসার ও গ্রাহক সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা আশা করছি এ ধারা অব্যাহত থাকবে –ইন্‌শা-আল্লাহ।

আজ আমাদের মনে পড়ছে জমঈয়তের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রখ্যাত 'আলিমে দ্বীন আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহিল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লা-হ)-কে, যিনি কঠোর পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সাপ্তাহিক আরাফাত ও মাসিক তর্জুমানুল হাদীস প্রকাশ করে গিয়েছেন। আরো মনে পড়ছে জমঈয়তের অন্যতম সভাপতি প্রখ্যাত ইসলামিক স্কলার ও শিক্ষাবিদ এবং রাজশাহী ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সফল উপাচার্য এবং বিশ্ববিদ্যালয় মনজুরি কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রফেসর আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লা-হ)-কে। যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ও কঠোর সাধনার মাধ্যমে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসকে দেশ বিদেশে পরিচিতি করে তুলেছেন। পাশাপাশি সাপ্তাহিক আরাফাতকে বহুগুণে সমৃদ্ধ করেছেন। এছাড়া আরো যারা জমঈয়ত ও সাপ্তাহিক আরাফাতের কল্যাণ সাধন করে মৃত্যুবরণ করেছেন, মহান আল্লাহ তাদের সবাইকে ক্ষমা করে জান্নাতুল ফিরদাউসে উচ্চ আসন দান করুন –আমীন।

আরাফাতের ষাট বর্ষের সূচনালগ্নে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বিজ্ঞ লেখক, পাঠক, শুভাকাঙ্খি ও শুভানুধ্যায়ীগণসহ আরাফাত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে, যারা আরাফাতকে বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। অতঃপর সকলের নিকট- দু'আ চাচ্ছি– মহান আল্লাহ যেন সাপ্তাহিক আরাফাতের মান আরো বৃদ্ধি করার তাওফীক দান করেন। পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য হারে গ্রাহক সংখ্যাও যেন বৃদ্ধি পায় সেই কামনাও করছি।

সর্বোপরি 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নেতৃবৃন্দ, আরাফাতের অভিজ্ঞ লেখক ও পাঠক এবং তাওহীদবাদী জনতাসহ সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান– আসুন! আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে মহান আল্লাহর রজ্জু তথা কুরআন ও সুন্নাহকে ধারণ করি এবং পরস্পর যেন বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন না হই। কেননা বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে কোন প্রকার কল্যাণ নেই। আর জমঈয়তের দা'ওয়াত ও তাবলীগী কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করি। সহীহ 'আক্বীদাহ্ ও বিশ্বাসের প্রতি সর্বসাধারণকে আহ্বান জানাই। সকল প্রকার কুফ্‌র, শির্ক, বিদ'আত, প্রতারণা, ধোঁকাবাজী, নেফাকী ও কুসংস্কার থেকে বিরত থাকি। ইসলামী হুকুম আহকাম মেনে চলি এবং অনৈসলামিক কার্যক্রম ও অপসংস্কৃতি থেকে বেঁচে থাকি। পাশাপাশি জমঈয়তের মুখপত্র সাপ্তাহিক আরাফাত নিয়মিত পাঠ করি এবং অপরকে পাঠে উদ্বুদ্ধ করি। জীবনকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে গড়ে তুলি। জান্নাতের পানে অগ্রসর হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওফীক্ব কামনা করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহায় হোন –আল্লাহুম্মা আমীন। ###

المقالة \ ceÜ

# গণক ও জ্যোতিষের কথা বিশ্বাস করা সম্পর্কিত শরয়ী বিধান

মূল : শাইখ 'আব্দুল 'আযীয বিন 'আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লা-হ)

অনুবাদ : অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন*

*[প্রথম কিস্তি]*

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মহান আল্লাহর রাসূল তাঁর পরিবার, সাহাবী ও যারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাদের ওপর।

যে মূলভিত্তির ওপর মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দা'ওয়াত সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল তা হলো তাওহীদে বিশ্বাস। আর মূলতঃ এই কেন্দ্র বিন্দু থেকেই সমস্ত রাসূলগণের দা'ওয়াত বিস্তৃতি লাভ করেছে।

যেমন- মহান আল্লাহর বাণী :

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ﴾

"আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এ মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত করো এবং তাগূত থেকে নিরাপদ থাকো।"[২৪]

আর এই বিশ্বাসের মূল কথা হলো সর্বপ্রকার বিদ'আত ও বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করা। কেননা সমস্ত মুসলমানের ওপর অপরিহার্য হলো দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞানবান হওয়া এবং ইসলামী বিধান মুতাবিক মহান আল্লাহর 'ইবাদত করা।

এ উম্মাতের পূর্বসূরী প্রথম যুগের মুসলমানগণ তাদের দ্বীনের ব্যাপারে সঠিক পথের ওপর ছিল। আর তা এজন্য যে, তাদের সমস্ত 'আমল বরং তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে তারা আল কুর'আন ও সহীহ সুন্নাহর অনুসারী ছিলেন।

অতঃপর যখন অধিকাংশ মুসলমান তাদের 'আক্বীদাহ্ ও 'আমলসমূহের ক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাহর সঠিক পথ থেকে দূরে সরে পড়ল তখন তারা 'আক্বীদাহ্, মাযহাব, রাজনীতি, বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে গেল। তাদের এই পরিবর্তনের ফলে তাদের মধ্যে বিদ'আত বাতিল ও যাদু বিদ্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আর এটাই ইসলামের শত্রুদের সুযোগ করে দিয়েছে, ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে কুটুক্তি করতে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুসলমান 'আলেমগণ তাদের লিখনীর মাধ্যমে এ সমস্ত বিদ'আত থেকে সাবধান করেছেন। আমিও তিনটি বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করলাম।

**প্রথমতঃ** মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট সাহায্য কামনা করার বিধান।

**দ্বিতীয় :** জিন্ ও শয়ত্বানের নিকট সাহায্য চাওয়া ও তাদের নামে মান্নত করার বিধান।

**তৃতীয় :** শির্কী ও বিদ'আতী দরূদ পাঠের মাধ্যমে মহান আল্লাহর 'ইবাদত করার বিধান।

সৌদী 'আরবের ইসলামী গবেষণা দা'ওয়াত ও ফাতাওয়া বিভাগ এই পবিত্র ভূমিতে ইসলামী দা'ওয়াতের একটি মশাল।

প্রিয় পাঠক! আপনার সামনে এ তিনটি বিষয়ে আলোচনা পেশ করার মাধ্যমে বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই এবং পাঠকের সংস্কৃতি ও ইসলামী সঠিক জ্ঞানের মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আমরা সর্বোচ্চ এবং সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর নিকট এই প্রার্থনা করি যে, এর মাধ্যমে যেন তিনি তাঁর বান্দাদেরকে উপকৃত করেন। মহান আল্লাহই তাওফীক্বদাতা, আল্লাহ তা'আলা দরূদ ও সালাম বর্ষন করুন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম), তাঁর পরিবার ও সাথীগণের প্রতি।

**প্রথম আলোচনা :** প্রশংসা মাত্রই মহান আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম), তাঁর পরিবার, সাথীগণের এবং যারা তাঁর প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করে তাদের ওপর।

কুয়েত ভিত্তিক আল মুজতামা' নামক ম্যাগাজিনের ১৯-৪-১৩৯০ হিজরীর ১৫তম সংখ্যায় প্রকাশিত একটি কবিতা যার শিরোনাম ছিল "পবিত্র নাবীর জন্মবার্ষিকী স্মরণে। কবিতার বিষয়বস্তু ছিল মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট প্রার্থনা ও সাহায্য চাওয়া, যেন তিনি এ উম্মাতকে তাদের মধ্যে যে দলাদলী ও মতভেদ দেখা দিয়েছে তা থেকে রক্ষা করেন। আমীনা নামক লেখিকা তা লিখেছে। নিচে তার উদ্ধৃতি পেশ করা হলো–

হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি এই পৃথিবীকে রক্ষা করুন এখানে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছে। আর যারা এ আগুন জ্বালিয়েছে তাকেও সে জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি এ উম্মাতকে রক্ষা করুন, যাদের রাতের ভ্রমণ সন্দেহের অন্ধকারে দীর্ঘ হয়ে গেছে।

হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি এ উম্মাতকে রক্ষা করুন যাদের উজ্জ্বলতাকে আজ আফসোসে ধ্বংস করে দিয়েছে।

লেখিকা আরো বলেছে যে, তুমি তোমার সাহায্যকে দ্রুতগামী করো, যেমন বদরের দিন করে ছিলা। যখন তুমি তোমার প্রভুকে ডেকে ছিলা। ফলে দুর্বলরা বিজয়ী

---

* *সহ-সভাপতি- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। সম্পাদক- সাপ্তাহিক আরাফাত।*

[২৪]. *১৬ নং সূরাহ্ আন্ নাহ্ল, আয়াত নং- ৩৬।*

হয়েছিল। কেননা মহান আল্লাহর সৈন্যরা এমন যে, তাদেরকে তুমি দেখবে না।

আল্লাহু আকবার! এভাবে এ লেখিকা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছে যেন তিনি এ উম্মাতকে রক্ষার জন্য দ্রুত সাহায্য করেন। আর এটা তার ভুল বা অজ্ঞতার কারণেই হয়েছে। সে জানে না যে, সাহায্য একমাত্র মহান আল্লাহরই হাতে, নাবী বা কোন সৃষ্টির হাতে নয়। যেমন- মহান আল্লাহর বাণী :

﴿وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ﴾

"আর সাহায্য শুধুমাত্র পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহরই পক্ষ থেকে।"[২৫] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَ اِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِهٖ﴾

"যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তবে কেউই তোমাদের ওপর জয়যুক্ত হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদেরকে সাহায্য না করেন তবে তাঁর পরে কে আছে যে, তোমাদেরকে সাহায্য করবে।"[২৬]

দালীল ও 'আলিমগণের ঐক্যমতের ভিত্তিতে একথা সুস্পষ্ট যে, স্রষ্টা সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁর 'ইবাদতের উদ্দেশ্যে। আর কিতাবসমূহ এবং রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন ঐ 'ইবাদতের পদ্ধতি বর্ণনা করতে এবং ঐ পথে মানুষকে দা'ওয়াত দিতে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ﴾

"আমি জিন্ ও ইনসানকে শুধু আমার 'ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।"[২৭] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ﴾

"আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এ উদ্দেশ্যে যে, তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত করো এবং তাগূত থেকে নিরাপদ থাকো।"[২৮] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْۤ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ﴾

"আমি তোমার পূর্বে যতো রাসূল প্রেরণ করেছি, তাদের প্রতি এ নির্দেশই দিয়েছি যে, আমি ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই 'ইবাদত করো।"[২৯]

[২৫]. ৩ নং সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান, আয়াত নং- ১২৬।
[২৬]. ৩ নং সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান, আয়াত নং- ১৬০।
[২৭]. ৫১ নং সূরাহ্ আয্ যা-রিয়া-ত, আয়াত নং- ৫৬।
[২৮]. ১৬ নং সূরাহ্ আন্ নাহ্‌ল, আয়াত নং- ৩৬।
[২৯]. ২১ নং সূরাহ্ আল আম্বিয়া-, আয়াত নং- ২৫।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿الۤرٰ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۝ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّا اللّٰهَ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ﴾

"আলিফ- লাম-রা। এটা এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ মযবূত। অতঃপর তা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রজ্ঞাময় মহাজ্ঞানীর পক্ষ থেকে। যেন তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো 'ইবাদত না করো। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি তাঁরই পক্ষ থেকে সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতা।"[৩০]

এ মযবূত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জিন্ ও ইনসানকে শুধু এককভাবে তাঁরই 'ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সমস্ত রাসূলগণকে এ 'ইবাদতের পদ্ধতি বর্ণনা ও তার বিপরীত পদ্ধতি থেকে সাবধান করার জন্য প্রেরণ করেছেন। তিনি আরো জানিয়েছেন যে, তাঁর কিতাবের আয়াতসমূহকে তিনি মযবূত করেছেন এবং তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যাতে করে তিনি ব্যতীত অন্যের 'ইবাদত না করা হয়।

আরো 'ইবাদত হলো মহান আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া এবং তাঁর নির্দেশ পালন ও নিষেধ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে তাঁর অনুসরণ। বহু আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন।

যেমন- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿وَمَاۤ اُمِرُوْۤا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ﴾

"তাদেরকে শুধু এ নির্দেশই দেয়া হয়েছে যে, তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর 'ইবাদত করবে।"[৩১]

আল্লাহ তা'আলা বলেন : ﴿وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ﴾

"তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছে যে, তোমরা শুধু তাঁরই 'ইবাদত করবে।"[৩২] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۝ اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ﴾

"সুতরাং তুমি আল্লাহর 'ইবাদত করো, তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে। জেনে রেখ নির্ভেজাল আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য।"[৩৩]

এ মর্মে বহু আয়াত বর্ণিত হয়েছে– যা প্রমাণ করে একনিষ্ঠভাবে এক মহান আল্লাহর 'ইবাদত করা ওয়াজিব হওয়ার কথা এবং তিনি ব্যতীত অন্য কারো 'ইবাদত

[৩০]. ১১ নং সূরাহ্ হূদ, আয়াত নং- ১, ২।
[৩১]. ৯৮ নং সূরাহ্ আল বাইয়্যিনাহ্, আয়াত নং- ৫।
[৩২]. ১৭ নং সূরাহ্ বানী ইসরা-ঈল, আয়াত নং- ২৩।
[৩৩]. ৩৯ নং সূরাহ্ আয্ যুমার, আয়াত নং- ২, ৩।

যেমন, নাবী ইত্যাদি পরিত্যাগ করার কথা। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ‘ইবাদতের প্রকারসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক ‘ইবাদত হলো দু‘আ, তাই তা একনিষ্ঠভাবে এক মহান আল্লাহর জন্য করা ওয়াজিব।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ﴾

“সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ডাকো, তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে, যদিও কাফিররা এটা অপছন্দ করে।”[৩৪]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন :

﴿وَاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا﴾

“আর নিশ্চয়ই মাসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য। সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকেও ডেকো না।”[৩৫]

এখানে নাবীগণসহ সমস্ত সৃষ্টিজীবকেই সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা اَحَدًا শব্দটি ‘আরবী গ্রামার অনুযায়ী অনির্দিষ্ট শব্দ যা না বোধক শব্দের পরে এসেছে। ফলে এখানে স্বাভাবিক কারণে আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত সমস্ত সৃষ্টি জীবকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ﴾

“আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর ‘ইবাদত করো না, যা না তোমার কোন উপকার করতে পারে, না কোন অপকার।”[৩৬]

এখানে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সম্বোধন করা হয়েছে, আর একথা সকলেরই জানা যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে শির্ক থেকে সংরক্ষণ করেছেন। অতএব, এখানে অন্যদেরকে শির্ক থেকে সাবধান করা উদ্দেশ্য।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ﴾

“যদি তুমি তা করো (শির্ক) তবে তুমি এমতাবস্থায় যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।”[৩৭]

আদম সন্তানদের সরদার তাঁর ওপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তিনি যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট দু‘আ করেন তাহলে তিনি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। তাহলে অন্যদের কি অবস্থা! সাধারণভাবে যুল্ম শব্দের অর্থ হয় বড় শির্ক। যেমন- মহান আল্লাহর বাণী :

﴿وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ﴾ “আর কাফিররাই অত্যাচারী।”[৩৮]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন : ﴿اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ﴾

“নিশ্চয়ই শির্ক সবচেয়ে বড় যুল্ম।”[৩৯]

এ আয়াত এবং অন্যান্য আয়াত দ্বারা একথা স্পষ্ট যে, আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত কোন মৃত মানুষ, বৃক্ষ, মূর্তি ইত্যাদির নিকট দু‘আ করা মহান আল্লাহর সাথে শির্ক করা। আর তা আল্লাহ তা‘আলা যে উদ্দেশ্যে জিন্ ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন সে উদ্দেশ্যের বিপরীত। আর এ উদ্দেশ্য বর্ণনা এবং এ পথে দা‘ওয়াত দেয়ার জন্যই আল্লাহ তা‘আলা রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন। আর لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ অর্থও তাই যে, আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত সত্য কোন মা‘বূদ নেই, এটা আল্লাহ তা‘ব্যতীত অন্যের ‘ইবাদতকে অস্বীকার করে এবং সমস্ত ‘ইবাদত শুধু এক মহান আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে।

যেমন- মহান আল্লাহর বাণী :

﴿ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ﴾

“এটা এজন্যই যে, আল্লাহ তিনিই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা অসত্য এবং আল্লাহ তিনি সমুচ্চ মহান।”[৪০]

এটাই দ্বীনের মূল এবং জাতির মেরুদণ্ড। এ মূল শুদ্ধ না হলে ‘ইবাদতও শুদ্ধ হবে না। যেমন- আল্লাহর বাণী :

﴿وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ﴾

“তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই এ ওয়াহী হয়েছে যে, যদি তুমি শির্ক করো তাহলে অবশ্যই তোমার ‘আমল নিস্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত।”[৪১] আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন :

﴿وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾

“আর তারা যদি শির্ক করত তবে তারা যা কিছু করত সবই নিস্ফল হত।”[৪২]

দ্বীন ইসলামের মূল ভিত্তি হলো দু’টি। যথা- (১) শুধু এক মহান আল্লাহর ‘ইবাদত করা। (২) তাঁর নাবী ও রাসূল

---

৩৪. *৪০ নং সূরাহ্ আল মু’মিন, আয়াত নং- ১৪।*
৩৫. *৭২ নং সূরাহ্ আল জিন্, আয়াত নং- ১৮।*
৩৬. *১০ নং সূরাহ্ ইউনুস, আয়াত নং- ১০৬।*
৩৭. *১০ নং সূরাহ্ ইউনুস, আয়াত নং- ১০৬।*
৩৮. *২ নং সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্, আয়াত নং- ২৫৪।*
৩৯. *৩১ নং সূরাহ্ আল লুক্বমান, আয়াত নং- ১৩।*
৪০. *২২ নং সূরাহ্ আল হাজ্জ, আয়াত নং- ৬২।*
৪১. *৩৯ নং সূরাহ্ আয্ যুমার, আয়াত নং- ৬৫।*
৪২. *৬ নং সূরাহ্ আল আন‘আম, আয়াত নং- ৮৮।*

(সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শিখানো পদ্ধতি অনুযায়ী মহান আল্লাহর 'ইবাদত করা। আর এটাই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই। এ সাক্ষ্যের অর্থ।

যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তি, নাবী ইত্যাদির নিকট দু'আ করে বা মূর্তি, বৃক্ষ, পাথর ইত্যাদি সৃষ্টির নিকট দু'আ করে বা তাদের নিকট সাহায্য কামনা করে, তাদের নামে যবাই এবং মান্নত মানার মাধ্যমে তাদের নৈকট্য কামনা করে বা তাদের নিকট সালাত পড়ে বা তাদেরকে সাজদাহ্ করে, সে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তাদেরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করল এবং তাদেরকে মহান আল্লাহর সমকক্ষ মনে করল। আর তা এ মূল ভিত্তিকে বিনষ্ট করে এবং তা লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হর অর্থের বিরোধী।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি দ্বীনের মধ্যে কোন বিদ'আত চালু করল যে ব্যাপারে মহান আল্লাহর কোন নির্দেশ নেই। সে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই সাক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করেনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَقَدِمۡنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوۡا مِنۡ عَمَلٍ فَجَعَلۡنٰهُ هَبَآءً مَّنۡثُوۡرًا﴾

"আমি তাদের কৃতকর্মগুলো বিবেচনা করব, তারপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলি-কণায় পরিণত করব।"[৪৩]

এগুলো ঐ সমস্ত লোকদের কর্ম যারা মহান আল্লাহর সাথে শির্ক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, এমনিভাবে যারা এমন বিদ'আত করে যে ব্যাপারে মহান আল্লাহর নির্দেশ নেই এ কাজগুলো কিয়ামতের দিন বিক্ষিপ্ত ধূলি কণায় পরিণত হবে। কেননা এটা পবিত্র শারী'আত বিরোধী।

মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন :

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

যে আমাদের এ দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু আবিষ্কার করল যা এ দ্বীনের অংশ নয় তা অগ্রহণীয়।[৪৪]

এ লিখিকা সে তার সাহায্য ও দু'আ প্রার্থনা করেছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট। সাথে সাথে বিমুখ হয়েছে রাব্বুল 'আলামীন থেকে যার হাতে সাহায্য, উপকার, অপকার তিনি ব্যতীত অন্য কারো হাতে এগুলো নেই। সন্দেহাতীতভাবে এটা বড় যুল্ম। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট দু'আ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁর নিকট দু'আকারীদের দু'আ কবূল করবেন বলে ওয়া'দা করেছেন। আর যে তা করতে অহংকার করবে সে জাহান্নামী বলে সতর্ক করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادۡعُوۡنِىۡۤ اَسۡتَجِبۡ لَـكُمۡ ؕ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَسۡتَكۡبِرُوۡنَ عَنۡ عِبَادَتِىۡ سَيَدۡخُلُوۡنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيۡنَ﴾

"তোমাদের প্রতিপালক বলেন : তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকারে আমার 'ইবাদত বিমুখ, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।"[৪৫]

আয়াতে বর্ণিত ﴿دٰخِرِيۡنَ﴾ শব্দের অর্থ লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। এ আয়াত প্রমাণ করে যে, দু'আ 'ইবাদত। আর যে অহংকারবশতঃ এ থেকে বিরত থাকবে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করতে অহংকারকারীর যদি এ অবস্থা হয় তাহলে যে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের নিকট দু'আ করে এবং তাঁর নিকট দু'আ থেকে বিমুখ হয় তার অবস্থা কি?

আল্লাহ তা'আলাও পবিত্র তিনি তার জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের অতি নিকটে এবং তিনিই সব কিছুর মালিক ও সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তাই তিনি বলেন :

﴿وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىۡ عَنِّىۡ فَاِنِّىۡ قَرِيۡبٌ ؕ اُجِيۡبُ دَعۡوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلۡيَسۡتَجِيۡبُوۡا لِىۡ وَلۡيُؤۡمِنُوۡا بِىۡ لَعَلَّهُمۡ يَرۡشُدُوۡنَ﴾

"আর যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন তাদেরকে বলে দাও; নিশ্চয়ই আমি তাদের সন্নিকটবর্তী, কোন প্রার্থনাকারী যখনই আমার নিকট প্রার্থনা করে তখনই আমি তার প্রার্থনায় সাড়া দেই। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে, তাহলেই তারা সঠিক পথে চলতে পারবে।"[৪৬]'

সহীহ হাদীসে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةِ "দু'আই 'ইবাদত।"[৪৭]

এমনিভাবে তিনি তাঁর চাচাতো ভাই 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন–

يَا غُلَامُ إِنِّيْ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ.

তুমি মহান আল্লাহকে স্মরণ করো তখন তিনি তোমাকে স্মরণ করবেন। মহান আল্লাহকে স্মরণ করো তখন তুমি তাকে সামনে পাবে। যখন তুমি কিছু চাইবে তখন তা মহান

[৪৩]. *২৫ নং সূরাহ্ আল ফুরক্বা-ন, আয়াত নং- ২৩।*

[৪৪]. *সহীহুল বুখারী- অধ্যায় নং- ২০ (তারজামাতুল বাব) ও সহীহ মুসলিম- হা: ৪৫৯০।*

[৪৫]. *৪০ নং সূরাহ্ আল মু'মিন, আয়াত নং- ৬০।*

[৪৬]. *২ নং সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্, আয়াত নং- ১৮৬।*

[৪৭]. *জামি' আত্ তিরমিযী- হা: ৩৩৭১, মা: শা:, হা: ৩৩৭২।*

আল্লাহর নিকট চাও। আর যখন কোন সাহায্য কামনা করবে তখন তা মহান আল্লাহর নিকট কামনা করো।[৪৮]

মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন :

كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا.

আল্লাহ তা'আলা সব গুনাহই ক্ষমা করবেন; কিন্তু মুশরিক অবস্থায় কেউ মারা গেলে অথবা কোনো ঈমানদার ব্যক্তি অপর কোনো ঈমানদারকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে তা ক্ষমা করবেন না।[৪৯]

সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি জিজ্ঞাসিত হলেন যে,

أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ.

কোন পাপ মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড়? উত্তরে তিনি বললেন : তুমি মহান আল্লাহর কোন সমকক্ষতা নির্ধারণ করো, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।[৫০]

হাদীসে বর্ণিত (النِّد) শব্দের অর্থ সমকক্ষ বা অনুরূপ।

অতএব, যেই আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনা করবে, সাহায্য কামনা করবে, মানত মানবে, কুরবানী করবে, বা ওপরে উল্লিখিত 'ইবাদতসমূহের মধ্যে বা অন্য কোন প্রকার 'ইবাদত করবে। সে তাকেই মহান আল্লাহর সমকক্ষ করল। এখন চাই সে কোন ওলী হোক বা নাবী হোক বা বাদশাহ হোক বা জিন্ হোক বা, মূর্তি হোক বা এতদ্ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টি জীবই হোক না কেন।

কিন্তু জীবিত উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ যে সমস্ত বিষয়ে তারা ক্ষমতাবান সে সমস্ত বিষয়ে যদি তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া হয় তাহলে তা শিরক হবে না। বরং তা মুসলিমগণের জন্য স্বাভাবিক কাজ কর্ম হিসেবে বৈধ বলে গণ্য হবে। যেমন- মূসা ('আলাইহিস্ সালাম)-এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾

"তাঁর (মূসার) দলের লোকটি তাঁর শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করল।"[৫১] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾

"অতঃপর ভীত সতর্ক অবস্থায় সে মিসর থেকে বের হয়ে গেল।"[৫২]

যেমন- যুদ্ধ ক্ষেত্রে মানুষ তার সাথীর নিকট সাহায্য চায়, এমনিভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যাপারে মানুষ পরস্পরের নিকট সাহায্য কামনা করে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন তাঁর উম্মাতবর্গকে জানিয়ে দেন যে তিনি কারো উপকার বা অপকার করার কোন ক্ষমতা রাখে না। তাই তিনি সূরাহ্ আল জিন্-এর মধ্যে বলেন :

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ○ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾

"বলো! আমি আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। বলো! আমি তোমাদের উপকার বা অপকারের মালিক নই।"[৫৩] আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

"হে মুহাম্মাদ! তুমি বলে দাও, আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। এছাড়া আমি আমার নিজের মঙ্গল অমঙ্গল কিছুই করার ক্ষমতা রাখি না। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম তাহলে প্রভুত কল্যাণ লাভ করতে পারতাম এবং কোন অমঙ্গল ও অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। আমি শুধু মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।"[৫৪]

এ অর্থে বহু আয়াত বর্ণিত হয়েছে। মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুধু তাঁর প্রভুরই নিকট দু'আ করতেন। বদরের দিনেও তিনি তাঁর প্রভুর নিকট সাহায্য চেয়েছেন। তাঁর শত্রুদের ওপর বিজয় লাভের জন্য মহান আল্লাহর নিকট গভীরভাবে দু'আ করেছেন। তিনি বলেছেন :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اَللّٰهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ فَأَخَذَ أَبُوْ بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ.

---

*[৪৮]. জামি' আত্ তিরমিযী- হা: ২৫১৬।*
*[৪৯]. সুনান আবূ দাঊদ- হা: ৪২৭২, মা: শা:, হা: ৪২৭০।*
*[৫০]. সহীহুল বুখারী- হা: ৪২০৭, মা: শা:, হা: ৪৪৭৭; সহীহ মুসলিম- হা: ২৬৭, মা: শা:, হা: ১৪১/৮৬।*
*[৫১]. ২৮ নং সূরাহ্ আল ক্বাসাস, আয়াত নং- ১৫।*
*[৫২]. ২৮ নং সূরাহ্ আল ক্বাসাস, আয়াত নং- ২১।*
*[৫৩]. ৭২ নং সূরাহ্ আল জিন্, আয়াত নং- ২০, ২১।*
*[৫৪]. ৭ নং সূরাহ্ আল আ'রাফ, আয়াত নং- ১৮৮।*

আমি তোমার দেয়া প্রতিজ্ঞা ও ওয়া'দার দোহাই দিয়ে বলছি– হে প্রভু! তুমি আমাকে যে ওয়া'দা দিয়েছিলে তা আজ পূর্ণ করো এমনকি আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) এসে বলেছেন যে, হে মহান আল্লাহর রাসূল যথেষ্ট হয়েছে। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে ওয়া'দা দিয়েছিলেন তা পূর্ণ করবেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেছেন :

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِينَ ۝ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ ۚ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

"স্মরণ করো! সেই সংকটময় মুহূর্তের কথা, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করেছিলে, আর তিনি সেই প্রার্থনা কবূল করেছিলেন। আর তিনি বলেছিলেন আমি তোমাদেরকে এক সহস্র ফেরেশ্‌তা দ্বারা সাহায্য করব। যারা একের পর এক আসবে। এটা শুধু তোমাদের সুসংবাদ দেয়ার এবং তোমাদের মনে প্রশান্তি আনার জন্য আল্লাহ করেছেন। সাহায্য একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"[৫৫]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের প্রার্থনার কথা স্মরণ করিয়ে এটাই বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ফেরেশ্‌তাগণকে পাঠিয়ে তাদের দু'আ কবূল করেছেন। অতঃপর এটাও স্পষ্ট করেছেন যে, এ সাহায্য ফেরেশ্‌তাগণের পক্ষ থেকে ছিল না বরং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে বিজয়ের সুসংবাদ এবং অন্তরের প্রশান্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা ফেরেশ্‌তাগণকে পাঠিয়েছেন। মূলতঃ সাহায্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। তাই তিনি বলেন :

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾

"সাহায্য মহা পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে।"[৫৬] সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান-এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

"আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছেন। যখন তোমরা দুর্বল ছিলে। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।"[৫৭]

[৫৫]. *৮ নং সূরাহ্ আল আনফাল, আয়াত নং- ৯-১০।*
[৫৬]. *৩ নং সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান, আয়াত নং- ১২৬।*
[৫৭]. *৩ নং সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান, আয়াত নং- ১২৩।*

এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন যে, বদরের দিন তাদের সাহায্যকারী তিনিই ছিলেন। অতএব, এ থেকে বুঝা গেল যে, তাদেরকে যে অস্ত্র, শক্তি এবং ফেরেশ্‌তাগণের মাধ্যমে সাহায্য করা হয়েছিল তা সবই ছিল বিজয়ের মাধ্যম ও সুসংবাদ এবং অন্তরের তৃপ্তি। কিন্তু এগুলো স্বয়ং সাহায্যকারী ছিলো না। বরং সাহায্য হয়ে থাকে একমাত্র মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। তাহলে এ লেখিকা বা অন্যদের জন্য কি করে বৈধ হবে যে, সে আল্লাহ তা'আলা বিমুখ হয়ে সাহায্য ও বিজয় কামনা করবে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট। অথচ মহান আল্লাহই সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান এবং সব কিছুর মালিক। সন্দেহাতীতভাবে এটা ঘৃণিত বর্বরতা; বরং বড় শির্‌কসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, লেখিকার উচিত মহান আল্লাহর নিকট খালিসভাবে তাওবাহ্ করা। আর তা হতে হবে কৃত কর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে মহান আল্লাহকে বড় জেনে একনিষ্ঠতার সাথে তার নির্দেশ মেনে নিয়ে এবং তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা। আর এটাই খালিস তাওবাহ্ আর যদি সৃষ্টির হক নষ্ট করা হয়ে থাকে তাহলে তাওবার ক্ষেত্রে চতুর্থ আরো একটি জিনিস লাগবে। আর তাহলো হক্বদারের নিকট তার প্রাপ্য পৌঁছিয়ে দেয়া অথবা তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে তাওবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং কেউ তাওবাহ্ করলে তা কবূলেরও অঙ্গীকার করেছেন।

যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তাওবাহ্ করো যাতে করে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"[৫৮]

খ্রিস্টানদের ব্যাপারে তিনি বলেন :

﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ۚ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

"তারা কি আল্লাহর নিকট তাওবাহ্ ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে না, আল্লাহ তো অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়।"[৫৯]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۝ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ۝ إِلَّا مَنْ

[৫৮]. *২৪ নং সূরাহ্ আন্ নূর, আয়াত নং- ৩১।*
[৫৯]. *৫ নং সূরাহ্ আল মায়িদাহ্, আয়াত নং- ৭৪।*

تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا﴾

“আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে না, আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে তারা হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে। ক্বিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়। কিন্তু তারা নয় যারা তাওবাহ্ করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ তাদের পাপকে পুণ্যের দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[৬০]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন :

﴿وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ﴾

“তিনি তাঁর বান্দাদের তাওবাহ্ কবূল করেন, পাপসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমাদের কৃত বিষয় সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।”[৬১] সহীহ সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন :

إِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ.

ইসলাম পূর্ববর্তী সব গুনাহকে ধ্বংস করে দেয়।[৬২]

ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে তার পূর্ববর্তী পাপসমূহ মোচন হয়ে যায়। এমনিভাবে তাওবাহ্ করলেও পূর্ববর্তী পাপসমূহ মোচন হয়ে যায়। শিরকের ভয়াবহতা ও তা সবচেয়ে বড় গুনাহ হওয়ার কারণে এবং এ লেখিকার লিখনীর দ্বারা মানুষ ধোঁকা প্রাপ্ত হবে এ ভয়ে মহান আল্লাহর জন্য এবং তাঁর বান্দাদের জন্য উপদেশ দেয়া ওয়াজিব হওয়ার কারণে, আমি এ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করেছি। আমি মহান আল্লাহর নিকট এ প্রার্থনা করি যেন তিনি এর দ্বারা মানুষকে উপকৃত করেন। আমাদেরকে ও সকল মুসলমানদের অবস্থার উন্নতি করেন। আমাদের সকলকে দ্বীন বুঝা ও তার ওপর আটল থাকার তাওফীক্ব দেন। আমাদেরকে এবং মুসলমানদেরকে কুপ্রবৃত্তি ও আমাদের অপকর্মসমূহ থেকে রক্ষা করেন। তিনিই এর তাওফীক্বদাতা ও তার ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ তা‘আলা দরূদ এবং সালাম ও বরকত বর্ষণ করুন তাঁর বান্দা ও রাসূল আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম), তাঁর পরিবার ও সাথীগণের ওপর। *[চলবে]*

[৬০]. *২৫ নং সূরাহ্ আল ফুরক্বা-ন, আয়াত নং- ৬৮-৭০।*
[৬১]. *৪২ নং সূরাহ্ আশ্ শূরা-, আয়াত নং- ২৫।*
[৬২]. *সহীহ মুসলিম- হা: ৩৩৬, মা: শা:, হা: ১৯২/১২১।*

# সমকালীন বিভ্রান্তির নিরসন.....

*[২৩ পৃষ্ঠার পর]*

তাদের জবাবে আমরা পূর্বেকার ‘আলেমদের কথাই বলব। ইমাম ইবনু কাসীর (রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি), ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি), নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, ‘আমীর মুহাম্মাদ বিন ইসমা‘ঈল সানআনী, মুহাম্মাদ বিন ইসমা‘ঈল মুকাদ্দিম, বর্তমান মুসলিম বিশ্বের বিজ্ঞ ‘আলেম ডঃ সালেহ বিন ‘আবদুল্লাহ আল ফাওযান (হাফিযাহুল্লা-হ) এবং আরো অগণিত সুবিজ্ঞ ‘আলেম যা বলেছেন, আমরা তাই বলব। তারা বলেছেন, পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসসমূহে যেসব গায়েবী বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে, সহীহুল বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে ফিতান ও মালাহিম সংক্রান্ত যেসব হাদীস রয়েছে, সেগুলোকে বর্তমানে ইরাক ও সিরিয়ায় চলমান ঘটনার প্রয়োগ ক্ষেত্র বানানো যাবে না। আঙ্গুল দিয়ে সেদিকে ইশারা করে বলা যাবে না যে, একাধিক সহীহ হাদীস মোতাবেক এটাই সেই মালহামা কুবরা বা ভয়াবহতম যুদ্ধ। এ কথাও বালা যাবে না যে, এর পরেই মাহদী ও দাজ্জাল আসবে। কারণ হাদীসগুলোর সম্পর্ক ‘ইল্‌মুল গায়েবের সাথে।

ইমাম কুরতুবী (রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি) তার التذكرة নামক গ্রন্থে বলেন, নাবী কারীম (সল্লাল্লা-হু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যেসব ফিতনা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে বলে সংবাদ দিয়েছেন তা অবশ্যই হবে। তবে এগুলোর সময় নির্ধারণ করা এবং এভাবে বলা যে, অমুক সালে হবে, এ কথার পক্ষে দলীল থাকা আবশ্যক। এমন দলীল থাকা আবশ্যক, যাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে। উদাহরণ স্বরূপ ক্বিয়ামতের সময়ের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। কেউ জানে না যে, এটা কোন্ বছর কিংবা কোন্ মাসে কিংবা কোন্ দিনে সংঘটিত হবে। তবে এ কথা সঠিক যে, এটা জুমু‘আর দিনের শেষ বেলায় সংঘটিত হবে। এটা হবে সেই সময়, যাতে আল্লাহ তা‘আলা আদমকে সৃষ্টি করেছেন। তবে এটা কোন্ জুমু‘আহ? কোন্ জুমু‘আর শেষ বেলা? নির্দিষ্ট করে আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয়। এমনি ক্বিয়ামতের যেসব আলামত এখনো আসেনি, তার জন্য সময়কাল ঠিক করা কারো জন্য জায়িয নেই। ইমাম কুরতুবীর কথা এখানেই শেষ।

এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে পাঠকদের প্রতি আল্লামা মুহাম্মাদ ইসমা‘ঈল আল মুকাদ্দিম রচিত “ফিকহু আশরাতিস সাআহ” নামক কিতাবের ২৫৩ থেকে ২৯৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়ার অনুরোধ রইল। *[চলবে]*

# সমকালীন বিভ্রান্তির নিরসন

## মুসলিম জাতির বয়স ও ক্বিয়ামত প্রসঙ্গ

**–শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী***

*[২য় পর্ব]*

**(৯)** ইমাম সুয়ূতী আরো কিছু দলীল দিয়ে পৃথিবীর বাকী বয়স এক হাজার বছর বা তার কিছু বেশি নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি যেসব দলীল পেশ করেছেন, তা সহীহ নয়। এসব হাদীস থেকে আমরা কয়েকটি হাদীস তুলে ধরবো এবং তা খণ্ডন করব –ইন্শা-আল্লাহ।

**(ক)** জাহহাক বিন যুমাল আল-যুহানী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নের ঘটনা আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বললাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি স্বপ্নে একটি মিম্বার দেখলাম। তাতে ছিল সাতটি স্তর। আর আপনি রয়েছেন তার সর্বোচ্চ স্তরে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার স্বপ্নের কথা শুনে বললেন, তুমি সাত স্তর বিশিষ্ট যেই মিম্বার দেখেছো এবং আমি যার শেষ স্তরে আছি, তার অর্থ হলো পৃথিবীর বয়স সাত হাজার বছর। আর আমি এসেছি সর্বশেষ হাজারে।

ইমাম সুয়ূতী বলেন, হাদীসটি প্রমাণ করে যে, এই উম্মাতের বয়স হবে এক হাজার বছরের চেয়ে কিছু বেশি। তবে এই বাড়তি বয়স পাঁচশত বছরের কম হবে।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম “আল-মানারুল মুনীফ” গ্রন্থে এমন কিছু মূলনীতি উল্লেখ করেছেন, যাতে বুঝা যায়, উপরিউক্ত স্বপ্নের হাদীসটি বানোয়াট।[৬৩]

পৃথিবীর বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে এমন কিছু হাদীস রয়েছে, যা কুরআনের সুস্পষ্ট দলীলের বিরোধী। যেমন- বর্ণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর মোট বয়স সাত হাজার বছর। আর আমরা রয়েছি সপ্তম হাজারে। এটা সুস্পষ্ট মিথ্যা। কারণ, এই কথা যদি সঠিক হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় যে, পৃথিবীর সব মানুষই ক্বিয়ামতের সময় সম্পর্কে অবগত আছে। এই কথার সুস্পষ্ট দাবি হলো আমরা বর্তমানে যে সময়ে অবস্থান করছি, তা থেকে ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আর মাত্র ১৫১ বছর বাকী আছে। আর ইমাম ইবনুল কাইয়িম ছিলেন হিজরী অষ্টম শতকের লোক।

ইমাম ইবনু কাসীর তাঁর “আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া” গ্রন্থে উপরোক্ত হাদীসের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, এর সনদ সহীহ নয়। অনুরূপ যেসব হাদীসে ক্বিয়ামতের সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, তার কোনোটিই সহীহ নয়।

ইমাম সুয়ূতীর কথার প্রতিবাদে শাইখ মারঈ আল-কারমী “বাহজাতুন নাযিরীন” গ্রন্থে বলেন, পৃথিবীর বয়স সাত হাজার বছর হওয়ার এই হাদীস প্রত্যাখ্যাত। যারাই ক্বিয়ামতের সময় নির্ধারণ করেছে, নিছক ধারণা ছাড়া তাদের কাছে আর কোনো দলীল নেই। এসব ধারণা কোনোভাবেই দলীল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমা‘ঈল আল সানআনী আল ‘আমীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ইমাম সুয়ূতী কিছু বাতিল হাদীসের উপর ভিত্তি করে তার ‘কাশফ’ নামক পুস্তিকাটি লিখেছেন। এসব বাতিল হাদীসে যেসব তারিখ ও হিসাব রয়েছে, তা তিনি এই পুস্তিকার মধ্যে জমা করেছেন। হিজরী এক হাজার সালের পর পাঁচশত বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই যদি ক্বিয়ামত হয়ে যাওয়ার কথা ঠিক হয়, তাহলে অনেক আগেই মাহদী ও দাজ্জাল বের হয়ে যাওয়ার কথা। কারণ দাজ্জাল নিহত হওয়ার পরও পৃথিবীতে মানুষ বসবাস করবে। তারপর ক্বিয়ামতের অন্যান্য আলামত বের হওয়ার পর ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে।

নবাব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃত : ১৩০৭ হিজরী) বলেন, হিজরী এক হাজার সালের পরে আরো প্রায় তিনশত বছর পার হয়ে গেছে। এখনো মাহদী আসেননি, ‘ঈসা আলাইহিস সালাম নামেননি এবং দাজ্জালও বের হয়নি। এতে প্রমাণিত হলো যে, সুয়ূতীর হিসাব সঠিক নয়।[৬৪]

শাইখ রশীদ রেযা সুয়ূতীর সমালোচনা করে বলেন, তিনি দু’টি বানোয়াট হাদীসের উপর ভিত্তি করেই তার পুস্তিকাটি সংকলন করেছেন। ইমাম সুয়ূতীর সাথী সাখাভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার প্রতিবাদ করেছেন। উল্লেখ্য যে, তারা উভয়ই ইমাম ইবনু হাজার আসকালানীর ছাত্র ছিলেন।[৬৫]

**(খ)** নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ».

“আমি এবং ক্বিয়ামত এভাবে এক সাথে প্রেরিত হয়েছি।” একথা বলে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের শাহাদাত আঙ্গুল এবং মধ্যমা আঙ্গুলকে একত্রিত করে দেখালেন।”[৬৬]

সহীহ মুসলিমের এই হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, কাযী ইয়ায বলেছেন : কেউ কেউ নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুই আঙ্গুলের মধ্যকার ব্যবধানের

---

* *মুহাদ্দিস- মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, ঢাকা। সাবেক দাঈ- জুবাইল দা‘ওয়াহ সেন্টার, সৌদী আরব।*

[৬৩] *দেখুন : আল-মানার আল-মুনীফ- পৃ: ৮০।*

[৬৪] *দেখুন : আল ইযাআ- পৃ: ১৮৪।*

[৬৫] *দেখুন : তাফসীরুল মানার- ৯/৩৯৮।*

[৬৬] *মুসলিম- অধ্যায় : ক্বিয়ামতের আলামত, হা: ৪৩/৮৬৭, ১৩৩/২৯৫১।*

ব্যাখ্যা এভাবে করার চেষ্টা করেছেন যে, পৃথিবীর বয়স যে পরিমাণ বাকী আছে এবং যে পরিমাণ অতিক্রান্ত হয়েছে তার মধ্যকার ব্যবধান তাঁর দুই আঙ্গুলের মধ্যকার ব্যবধানের মতোই। আর তা হলো সাত হাজার বছর। এই কথার পক্ষে তারা এমন হাদীস পেশ করেছেন, যা সহীহ নয়। অতঃপর এই উম্মাতকে অর্ধদিবস পিছিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সুনান আবূ দাঊদে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তাদের কেউ কেউ এখানে অর্ধদিবসকে পাঁচশত বছর দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। তারা বলে থাকেন, এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, এই উম্মাতের বয়স সপ্তম হাজারের অর্ধেক সময় তথা পাঁচশত বছর বাকি আছে। তাদের হিসাবটি ঠিক এরকম যে, শাহাদাত আঙ্গুল এবং মধ্যমা আঙ্গুল একসাথে মিলালে মধ্যমা আঙ্গুলের দৈর্ঘ্য যে পরিমাণ বেশি হয়, তা হচ্ছে মধ্যমা আঙ্গুলের সাত ভাগের একভাগ। সুতরাং এই উম্মাতকে অর্ধ দিবস পিছিয়ে দেয়ার অর্থ হলো শাহাদাত আঙ্গুলের তুলনায় মধ্যমা আঙ্গুলের বাড়তি অংশের অর্ধেক পরিমাণ অবকাশ দেয়া। আর তা হলো পৃথিবীর মোট বয়স সাত হাজারের মধ্য থেকে এক হাজার বছরের অর্ধেক তথা পাঁচশত বছর।

আসল কথা হলো, নাবী কারীম ﷺ শাহাদাত এবং মধ্যমা আঙ্গুল মিলিয়ে দেখিয়েছেন যে, উক্ত দুই আঙ্গুলের মাঝে যেমন আর কোনো আঙ্গুল নেই, তেমনি তাঁর মাঝে এবং ক্বিয়ামতের মাঝে আর কোনো নাবী নেই। অথবা উদ্দেশ্য হলো দু'টি আঙ্গুল যেমন পাশাপাশি ও মিলিত তেমনি তিনি ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে প্রেরিত হয়েছেন।

ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, এই দাবির সত্যতা প্রমাণিত হয়নি। কেননা বাস্তবে এই উম্মাতের বয়স পাঁচশত বছর পার হয়েছে। তাদের ব্যাখ্যা ও হিসাব যদি সঠিক হত, তাহলে এর ব্যতিক্রম হতো না। উম্মাতে মুহাম্মাদী প্রায় এক হাজর বছর আগেই শেষ হয়ে যেত। অথচ বাস্তব সত্য হলো এই উম্মাত এখনো টিকে আছে।

অতঃপর ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, কাযী ইয়ায যাদের বরাত দিয়ে নাবী ﷺ-এর প্রেরণের পর উম্মাতে মুহাম্মাদী পাঁচশত বছর টিকবে বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন তাদের কথা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কারণ কাযী ইয়ায (মৃত : ৫৪৪ হিজরী)-এর মৃত্যুর পরে আরো তিনশ বছর পার হয়েছে। এখনো উম্মাতে মুহাম্মাদী মহান আল্লাহর মেহেরবানীতে পৃথিবীতে টিকে আছে।

**(গ)** মালেকী মাযহাবের প্রখ্যাত ইমাম ইবনুল আরাবী বলেন, মধ্যমা আঙ্গুল শাহাদাত আঙ্গুলের সাত ভাগের একভাগের অর্ধেক। নাবী কারীম ﷺ-এর প্রেরণের পর থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত এই পরিমাণ সময়ই বাকি আছে। ইবনু হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, এই কথা সত্য নয়। পৃথিবীর বয়স জানাও সম্ভব নয়। একটা অনির্দিষ্ট সময়কে কীভাবে আঙ্গুলের সাতভাগের একভাগের অর্ধেক দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে? এ জাতীয় কথা সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়াই সঠিক।[৬৭]

**(ঘ)** সুনান আবূ দাঊদে আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন,

لَنْ يُعْجِزَ اللهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ.

"আল্লাহ তা'আলা এই উম্মাতকে অর্ধ দিবস টিকে থাকতে অক্ষম করবে না।"

[৬৮]মাদীনাহ্ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ও মাসজিদে নাব্বীর বর্তমান শিক্ষক এবং বিশ্ববিখ্যাত 'আলেম 'আবদুল মুহসিন আল আব্বাদ (হাফিযাহুল্লা-হ) বলেন, এখানে অর্ধদিবস বলতে পাঁচশত বছর উদ্দেশ্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾

"তোমার রবের নিকট একদিন তোমাদের গণনায় এক হাজার বছরের সমান।"[৬৯] সুতরাং আল্লাহর নিকট অর্ধদিবস বলতে দুনিয়ার হিসাবে পাঁচশত বছর।

শাইখ আল আব্বাদ আরো বলেন, কোনো কোনো 'আলেম বলে থাকেন যে, উপরিউক্ত হাদীসে 'এই উম্মাতকে অর্ধদিবস টিকে থাকতে অক্ষম করা হবে না', এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়াতে পাঁচশত বছর রাখবেন। এ জন্যই ইমাম আবূ দাঊদ হাদীসটি ক্বিয়ামত অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ হলো নাবী কারীম ﷺ-এর প্রেরণের পাঁচশ বছর পর ক্বিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে।

অন্যান্য 'আলেমগণ বলেছেন, হাদীসের সম্পর্ক হচ্ছে ঐসব ফকীর-মিসকীনদের সাথে যারা বিনা হিসাবে ধনীদের পাঁচশত বছর আগেই জান্নাতে চলে যাবে। আর তা হচ্ছে অর্ধদিবসের সমান। সুতরাং হাদীসের উদ্দেশ্য হলো ধনীদের জান্নাতে যাওয়াকে পাঁচশত বছর বিলম্বিত করা হবে এবং তাদেরকে হিসাবের জন্য এ সময়সীমা পর্যন্ত পিছিয়ে রাখা হবে। অন্যান্য হাদীস এ কথারই

[৬৭] *দেখুন : ফতহুল বারী- ১১/৩৫০।*
[৬৮] *সুনান আবূ দাঊদ- হা: ৪৩৪৯, সহীহ।*
[৬৯] *সূরাহ্ আল হাজ্জ ২২ : ৪৭।*

প্রমাণ বহণ করে। তাতে এসেছে যে, ফকীর-মিসকীন ও অভাবী লোকেরা ক্বিয়ামতের দিন ধনীদের পাঁচশত বছর আগেই জান্নাতে চলে যাবে। সুতরাং এই হাদীসটি পূর্বোক্ত সংক্ষিপ্ত হাদীসকে ব্যাখ্যা করে।

শাইখ আব্বাদ আরো বলেন, হাদীসের উদ্দেশ্য এ নয় যে, নাবী ﷺ-এর প্রেরণের পাঁচশত বছর পর পৃথিবীর বয়স শেষ হয়ে যাবে। কেননা এই হাদীস নাবী কারীম ﷺ-এর পবিত্র জবান থেকে বের হওয়ার পর আজ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ' বছর পার হয়ে গেছে। অর্থাৎ- পাঁচশত বছর পার হওয়ার পর আরো পাঁচশত বছর পার হয়েছে এবং তৃতীয় পাঁচশত বছর পার হওয়ার পথে। মোটকথা কতিপয় 'আলেমের কথা অনুসারে এখানে উদ্দেশ্য হলো ধনীদেরকে হিসাবের জন্য আটকিয়ে রাখা হবে। ফলে তারা ঐসব অভাবী লোকদের পিছনে পরে যাবে, যাদের কোনো হিসাব নেই। তাই তারা ধনীদের পাঁচশত বছর আগেই জান্নাতে চলে যাবে।

**(ঙ)** "মুসলিম জাতির বয়স ও মাহদীর আত্মপ্রকাশ নিকটবর্তী" নামক কিতাবের লেখক বলেন, ইয়াহূদীদের বয়স খ্রিস্টান ও মুসলিমদের বয়সের সমান। খ্রিস্টানদের বয়স পৃথিবীতে ছিল ছয়শত বছর। মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রেরণ পর্যন্ত আহলে কিতাব (ইয়াহূদী-খ্রিস্টান)-এর মোট বয়স ২০০০ বছর থেকে যদি ৬০০ বছর বাদ দেয়া হয়, তাহলে ইয়াহূদীদের বয়স হয় ১৪০০ বছরের কিছু বেশি। বেশি হলেও ১০০ বছরের বেশি হবে না। সুতরাং ইয়াহূদীদের বয়স ১৫০০ বছরের কাছাকাছি। আর উম্মাতে মুহাম্মাদী ও খ্রিস্টানদের সম্মিলিত বয়স যেহেতু ইয়াহূদীদের বয়সের সমান, তাই ইয়াহূদীদের বয়স থেকে নাসারাদের বয়স বাদ দিলে যা থাকে, তাই যেহেতু উম্মাতে মুহাম্মাদীর বয়স। অতএব, ১৫০০ থেকে ৬০০ বাদ দিলে ৯০০ বছরের চেয়ে কিছু বেশি হবে।

তাদের মতে মুসলিম জাতির বয়স (৯০০ + ৫০০) = ১৪০০ বছর। এর চেয়ে আরেকটু বেশি হতে পারে। ইমাম হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ফাতহুল বারীতে পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে এ জাতীয় গাণিতিক হিসাব উল্লেখ করেছেন এবং এগুলোকে বানোয়াট ও ভিত্তিহীন বলেছেন।[৭০]

আমীন মুহাম্মাদ জামাল উদ্দীন তার "মুসলিম জাতির বয়স এবং মাহদীর আত্মপ্রকাশ নিকটবর্তী" নামক কিতাবে বলেন, এই উম্মাতের বয়স এক হাজার শাইখ আব্বাদ বলেন, আমরা এখন রয়েছি ১৪১৮ হিজরী সালে এবং নাবী ﷺ-এর প্রেরণের পর থেকে হিসাব করা হলে রয়েছি ১৪৩০ সালে। সেই হিসাবে আমরা উম্মাতে মুহাম্মাদী ধ্বংস হওয়ার সর্বশেষ শতাব্দির পূর্বের শতাব্দিতে এবং ক্বিয়ামতের বড় আলামতসমূহ প্রকাশের পূর্বে যেসব ফিতনা ও যুদ্ধবিগ্রহ হবে তার প্রস্তুতি পর্বে।

আমি বলছি, বর্তমানে আমরা বসবাস করছি ১৪৩৯ হিজরী সালের মধ্যভাগে। আমাদের দেশের কিছু কিছু বক্তা অহরহ বলে যাচ্ছেন ক্বিয়ামত হওয়ার অথবা উম্মাতে মুহাম্মদী পৃথিবী থেকে একেবারে নিঃশেষ হওয়ার আর মাত্র কয়েক বছর বাকী আছে। বিভিন্ন জাল-য'ঈফ হাদীসের উপর ভিত্তি করে অথবা নিছক অনুমান ও স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে তারা যা বলছে, তার সারাংশ হলো ১৫০০ সালের মধ্যেই ক্বিয়ামত হয়ে যাবে অথবা উম্মাতে মুহাম্মাদী শেষ হয়ে যাবে। একইসঙ্গে তাদের কথার মধ্যে যথেষ্ট এলোমেলো পাওয়া যাচ্ছে। সম্ভবত তারা নিছক ধারণার বশবর্তী হয়েই এসব কথা বলছেন। তারা কখনো বলছেন ৭৫ বছরের কথা আবার কখনো বলছেন সর্বোচ্চ এক থেকে দেড়শ বছরের কথা। তারা আরো বলছেন যে, ২০১৯ সালে অথবা এর কাছাকাছি সময়ের মধ্যেই মাহদী বের হবেন। তারা জোর দিয়েই একের পর এক ভাষণে বলে যাচ্ছে যে, মাহদীর জন্ম হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে তারা পূর্বেকার কিছু 'আলেমের বিভ্রান্তিকর তথ্যের উপর নির্ভর করে থাকতে পারেন অথবা মুসলিম নামধারী কিছু কুচক্রী ও ইসলামের দুশমনদের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন বলে মনে করি।

তাদের জবাবে আমরা আরো বলব যে, পৃথিবী ও উম্মাতে মুহাম্মাদীর বয়সসীমার ব্যাপারে ইমাম তাবারী, আমীন মুহাম্মাদ জামাল উদ্দীন প্রমুখ 'আলেমদের বেধে দেয়া সীমারেখা যেভাবে পার হয়ে গেছে, সেভাবেই এসব বক্তাদের বেধে দেয়া সময়সীমা অতিক্রান্ত হবে –ইন্‌শা-আল্লাহ। নিকৃষ্ট আমীন মুহাম্মাদ দাবি করেছিল যে, আফগানিস্তানে তালেবানের শাসন শেষ হওয়ার ছয় বছর পর মাহদী বের হবেন। তার কথা অনুপাতে ২০০২ সালে মাহদী বের হওয়ার কথা ছিল। তার কথা মিথ্যা হয়েছে। আফগানিস্তানের তালেবানের শাসনকাল শেষ হয়েছে। তাদের দেশ ইসলামের শত্রুদের দ্বারা দখল হয়েছে। আমরা হিজরী ১৪৩৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে আছি। অথচ এখনো মাহদী বের হননি।

নিকৃষ্ট আমীন মুহাম্মাদের পথ ধরে যারা ১৪৩৯ মোতাবেক ২০১৮ সালের প্রথমভাগে এসে বলছে যে,

[৭০] *দেখুন : ফাতহুল বারী- ১১/৩৫০-৩৫১।*

সিরিয়ার চলমান যুদ্ধের পরপরই মাহদী আসবেন, তাদের কথা উক্ত নিকৃষ্ট লোকের কথার মতোই বাতিল হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। সেদিন এসব প্রতিবাদী মু'মিন মহান আল্লাহর সাহায্য পেয়ে অবশ্যই আনন্দিত হবে।

**(১০)** ক্বিয়ামতের বড় আলামতগুলো প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে একাধিক সহীহ হাদীসে সিরিয়া ও ইরাকে যেসব ভয়াবহ যুদ্ধ ও ফিতনা ফাসাদের কথা বলা হয়েছে এবং যাতে মুসলিমগণ মাহদীর নেতৃত্বে জয়লাভ করার পর গনীমত ভাগ করার সময় দাজ্জাল বের হওয়ার কথা এসেছে, সেসব সহীহ হাদীস সিরিয়া ও ইরাকে বর্তমানে চলমান যুদ্ধগুলোর উপর প্রয়োগ করা হচ্ছে। তারা সিরিয়ার যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করে বলছে যে, হাদীসে বর্ণিত সেই মালহামা কুবরা (তুমুল যুদ্ধ) শুরু হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের 'আলেম এবং মুসলিম জাতির অতীত ও বর্তমান বিজ্ঞ 'আলেমদের সুচিন্তিত মতামত উল্লেখ করে আমীন মুহাম্মাদ এবং অন্যান্যদের দাবি খণ্ডন করার আগে সেসব সহীহ হাদীস এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি, যাতে সিরিয়া ও ইরাকের ভয়াবহ যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

**প্রথম হাদীস :** রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবী যূ মিখবার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

سَتُصَالِحُوْنَ الرُّوْمَ صُلْحًا آمِنًا، فَتَغْزُوْنَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ، فَتُنْصَرُوْنَ، وَتَغْنَمُوْنَ، وَتَسْلَمُوْنَ، ثُمَّ تَرْجِعُوْنَ حَتّٰى تَنْزِلُوْا بِمَرْجٍ ذِىْ تُلُوْلٍ، فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيْبَ فَيَقُوْلُ : غَلَبَ الصَّلِيْبُ، فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَيَدُقُّهُ، فَعِنْدَ ذٰلِكَ تَغْدِرُ الرُّوْمُ، وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ.

"তোমরা অচিরেই রোমকদের সাথে একটি নিরাপত্তা চুক্তি করবে। তোমরা এবং তারা মিলে তৃতীয় আরেকটি শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তোমরা তাতে গণীমত লাভ করবে এবং নিরাপদ থাকবে। অতঃপর ফিরে এসে যখন তোমরা উঁচু ভূমিতে সবুজ-শ্যামল একটি স্থানে পৌঁছাবে, তখন নাসারাদের একলোক ক্রুশ উঠিয়ে বলবে, ক্রুশ জয়লাভ করেছে। এতে মুসলিমদের এক লোক রাগান্বিত হয়ে খ্রিস্টানদের ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবে। এ সময় রোমকরা চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং বিরাট যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করতে থাকবে।"[৭১]

[৭১] *সুনান আবূ দাঊদ- হা: ৪২৯২, সহীহ।*

فيثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. رواه أبو داود وصححه ابن حبان، والألباني.

অতঃপর মুসলিমরা অস্ত্র হাতে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। এই সৈন্যদলকে আল্লাহ তা'আলা শাহাদাতের মাধ্যমে সম্মানিত করবেন। ইমাম আবূ দাঊদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং ইবনু হিব্বান ও ইমাম আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

এই হাদীসে আমরা দু'টি যুদ্ধের সন্ধান পাচ্ছি। একটিতে মুসলিমরা খ্রিস্টানদের সাথে যোগ দিয়ে তৃতীয় আরেকটি কাফির শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এটিতে যৌথবাহিনী জয়লাভ করার পর খ্রিস্টানরা মুসলিমদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করার কারণে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের সাথে বিরাট যুদ্ধ বেধে যাবে। এই বিরাট যুদ্ধে সবশেষে মুসলিম বাহিনী খ্রিস্টানদের উপর জয়লাভ করবে। তখন দাজ্জাল বের হওয়ার সংবাদ আসবে। তবে সংবাদটি হবে মিথ্যা। পরের হাদীসে এ সম্পর্কে আলোচনা হবে।

**দ্বিতীয় হাদীস :** আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَنْزِلَ الرُّوْمُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِيْنَةِ، مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، فَإِذَا تَصَافُّوْا، قَالَتِ الرُّوْمُ: خَلُّوْا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِيْنَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ، فَيَقُوْلُ الْمُسْلِمُوْنَ : لَا، وَاللهِ لَا نُخَلِّيْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا، فَيُقَاتِلُوْنَهُمْ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ، أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ، لَا يُفْتَنُوْنَ أَبَدًا فَيَفْتَتِحُوْنَ قُسْطَنْطِيْنِيَّةَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُوْنَ الْغَنَائِمَ، قَدْ عَلَّقُوْا سُيُوْفَهُمْ بِالزَّيْتُوْنِ، إِذْ صَاحَ فِيْهِمِ الشَّيْطَانُ : إِنَّ الْمَسِيْحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِيْ أَهْلِيْكُمْ، فَيَخْرُجُوْنَ، وَذٰلِكَ بَاطِلٌ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّأْمَ خَرَجَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّوْنَ لِلْقِتَالِ، يُسَوُّوْنَ الصُّفُوْفَ، إِذْ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ، فَيَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﷺ، فَأَمَّهُمْ، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ، ذَابَ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتّٰى يَهْلِكَ، وَلٰكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ، فَيُرِيْهِمْ دَمَهُ فِيْ حَرْبَتِهِ.

"সিরিয়ার 'আ'মাক' অথবা 'দাবেক' নামক স্থানে রোমকরা আগমন না করা পর্যন্ত ক্বিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে না। (আধুনিক তুরস্কের সীমান্তবর্তী একটি স্থানের নাম আ'মাক। আর সিরিয়ার আলেপ্পো শহরের উত্তরপূর্ব দিকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি স্থানের নাম দাবেক) অতঃপর তাদের মোকাবেলা করার জন্য দামেস্ক শহর থেকে একটি মুসলিম সেনাবাহিনী অগ্রসর হবে। তারা হবে সেদিন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মু'মিন। তারা যখন যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হবে, তখন রোমকরা বলবে, আমাদের মধ্য থেকে যারা বন্দী হয়েছে (তোমাদের হাতে আমাদের যেসব লোক বন্দী হয়েছে অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করেছে) তাদের মাঝে এবং আমাদের মাঝে রাস্তা পরিষ্কার করে দাও। আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব। মুসলিমরা তখন বলবে, আল্লাহর কসম! আমরা কখনো আমাদের ভাইদেরকে তোমাদের জন্য ছেড়ে দিব না। অতঃপর মুসলিমগণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তাদের এক তৃতীয়াংশ পরাজিত হবে। আল্লাহ তা'আলা কখনো তাদের তাওবাহ্ কবুল করবেন না। তাদের এক তৃতীয়াংশ নিহত হবে। তারা হবে মহান আল্লাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ। বাকী এক তৃতীয়াংশ জয়লাভ করবে। তাদেরকে কখনো ফিতনায় ফেলা হবে না। তারা কনস্টান্টিনোপল জয় করবে। তারা যখন যায়তুন গাছের সাথে তলোয়ার ঝুলিয়ে রেখে গনীমতের মাল বন্টন করতে থাকবে, তখন শয়তান ঘোষণা করবে যে, দাজ্জাল তোমাদের পরিবারের উপর জয়লাভ করেছে। এ সংবাদটি হবে সম্পূর্ণ মিথ্যা। তারা যখন শামে (সিরিয়ায়) আসবে, তখন দাজ্জাল বের হবে। অতঃপর তারা যখন দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কাতারবন্দী হবে তখন ফজরের নামাযের একামত হয়ে যাবে। তখন ঈসা ইবনু মারইয়াম আলায়হিস সালাম অবতরণ করবেন। মুসলিমদের ইমাম তাদের নামাযের ইমামতি করবেন। অতঃপর মহান আল্লাহর দুশমন যখন 'ঈসাকে দেখবে, তখন পানিতে লবণ গলার মতোই গলতে থাকবে। তিনি যদি তাকে ছেড়েও দেন, তাহলেও সে ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত গলতে থাকবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা 'ঈসার হাতেই দাজ্জালকে হত্যা করবেন। অতঃপর 'ঈসা আলায়হিস সালাম মুসলিমদেরকে তার বর্শাতে দাজ্জাল হত্যার আলামত হিসাবে রক্ত দেখাবেন।"[৭২]

**তৃতীয় হাদীস :** ইয়াসীর বিন জাবির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একদা কুফাতে লাল রং এর বাতাস প্রবাহিত হলো। তখন এক লোক 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এসে বলল, হে 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ! ক্বিয়ামত এসে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ তখন হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। তার কথা শুনে সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, ক্বিয়ামত কেবল তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন মীরাস বণ্টন করা হবে না এবং গনীমত পেয়ে কেউ খুশী হবে না। অতঃপর তিনি স্বীয় হাত দিয়ে শামের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, বিরাট এক শত্রুবাহিনী সিরিয়াবাসীদের উপর আক্রমণ করার জন্য একত্রিত হবে। মুসলিমরাও তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সেনাবাহিনী একত্রিত করবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, আপনি কি রোমকদের প্রতি ইঙ্গিত করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ বললেন, তখন সেই যুদ্ধে অনেক লোক ধর্ম ত্যাগ (যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পলায়ন করবে) করবে। অতঃপর মুসলিমগণ আমরণ যুদ্ধ করার জন্য একদল সেনাবাহিনী প্রস্তুত করবে। তারা প্রতিজ্ঞা করবে যে, যুদ্ধে বিজয়ী না হয়ে ফিরে আসবে না। তারা এবং কাফিররা সন্ধ্যা বেলা পর্যন্ত যুদ্ধ করবে। অতঃপর রাত তাদেরকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তাই উভয় দলই ফেরত যাবে। কেউ কারো উপর জয়লাভ করতে পারবে না। উভয়পক্ষের অগ্রগামী সেনাবাহিনী ধ্বংস হয়ে যাবে।

অতঃপর দ্বিতীয় দিন মুসলিমগণ মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ করার জন্য আরেকদল সৈনিক বাছাই করবে। তারা প্রতিজ্ঞা করবে যে, বিজয়ী না হয়ে তারা ফেরত আসবে না। এবারও তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তুমুল যুদ্ধ করবে। অতঃপর রাত এসে তাদের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তাই উভয়পক্ষ ফেরত যাবে। কেউ কারো উপর জয়লাভ করতে পারবে না। কিন্তু বাছাইকৃত সেনাদের সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

অতঃপর তৃতীয় দিনও মুসলিমগণ মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ করার জন্য আরেকদল সেনাবাহিনী বাছাই করবে। তারাও প্রতিজ্ঞা করবে যে, বিজয়ী না হয়ে তারা ফেরত আসবে না। এবারও তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তুমুল যুদ্ধ করবে। অতঃপর রাত এসে তাদের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তাই উভয়পক্ষ ফেরত যাবে। কেউ কারো উপর জয়লাভ করতে পারবে না। কিন্তু বাছাইকৃত সেনাদের সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

[৭২] *সহীহ মুসলিম- হা: ২৮৯৭।*

চতুর্থ দিন অবশিষ্ট মুসলিমগণ শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা এবার কাফিরদেরকে পরাজিত করবেন। এই যুদ্ধে তাদের এতো সংখ্যক লোক নিহত হবে, যা ইতোপূর্বে কখনো হয়নি কিংবা ভবিষ্যতেও হবে না। এমনকি তাদের পাশ দিয়ে পাখি অতিক্রম করতে চাইবে। কিন্তু মরা-পঁচা লাশের দুর্গন্ধের কারণে অথবা লাশের পরিমাণ প্রচুর হওয়ার কারণে তাদের এক পার্শ্ব থেকে অন্য পার্শ্বে পৌঁছার আগেই পাখি মরে যাবে।

অতঃপর লোকেরা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একটি দল তাদের আত্মীয়-স্বজনদেরকে গণনা করতে যাবে। তারা সংখ্যায় হবে ১০০ জন। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে মাত্র একজন ছাড়া অন্য কাউকে খুঁজে পাবে না। তখন কোন্ গনীমত পেয়ে তারা খুশী হবে? অথবা কোন্ মীরাস বন্টন করা হবে? অর্থাৎ- যখন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ লোকদেরকে গণনা করতে গিয়ে শতকরা একজনের বেশি জীবিত পাবে না, তখন গনীমত ও মীরাস তাদের কোনো কাজে আসবে কি? তাই তারা এর প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না।

এ অবস্থায় মুসলিমগণ এর চেয়ে কঠিন ও ভয়াবহ আরেকটি যুদ্ধের আওয়াজ শুনবে। তখন একজন ফরিয়াদকারী তাদের কাছে এসে বলবে যে, দাজ্জাল তাদের পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে। এতে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে হাতের সবকিছু ফেলে দাজ্জালের দিকে অগ্রসর হবে। অতঃপর দশজন অশ্বারোহীকে তারা দাজ্জালের খোঁজ নেয়ার জন্য পাঠাবে। রাসূল ﷺ বলেন, আমি এই অশ্বারোহীদের নাম জানি, তাদের পিতাদের নামও জানি এবং তাদের ঘোড়ার রং সম্পর্কেও অবগত আছি। সেদিন তারা হবে পৃথিবীর বুকে সর্বোত্তম অশ্বারোহী।[৭৩]

আমরা বিশ্বাস করি, উপরিউক্ত হাদীসগুলোর অনুরূপ আরো অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, আখেরী যামানায় মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে সন্ধিচুক্তি হবে। অতঃপর আমরা ও খ্রিস্টানরা মিলে অন্য একটি শত্রুর বিরুদ্ধে মালহামা কুবরায় (ভয়াবহতম যুদ্ধক্ষেত্রে) লড়াই করব এবং জয়লাভ করব। কিন্তু উপরিউক্ত হাদীস দু'টিকে এক শ্রেণির বক্তা বর্তমান সিরিয়াতে চলমান ফিতনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকেন। অথচ বিজ্ঞ 'আলেমদের মতামত হলো,

ولا يجوز الجزم بتنزيل الأحاديث الصحيحة على واقع يراه الباحث مناسباً للحديث دون ضوابط وهذا ليس صنيع المحققين من أهل العلم؛ إذ هو غيب لا يَدري عن حقيقته أحد وما يراه الباحث من الوقائع مناسبًا في زمانه قد يأتي ما هو أنسب منه في زمانٍ بعده فقول الكاتب إن العدو الذي يقاتله المسلمون والنصارى هم الصين وروسيا وإيران : هو من علم الغيب ولا يحل لأحدٍ أن يجزم به.

গবেষক যেই ঘটনাকে হাদীসের প্রয়োগক্ষেত্র মনে করে, কোনো মূলনীতি ছাড়াই সেই ঘটনাকে দৃঢ়তার সাথে ফিতনা ও মালাহিম সংক্রান্ত সহীহ হাদীসের প্রয়োগক্ষেত্র মনে করা জায়িয নয়। এটা মুহাক্কিক 'আলেমদের কাজ নয়। কেননা ক্বিয়ামতের আগে যেসব বড় বড় ফিতনা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হবে, তার সম্পর্ক 'ইল্‌মুল গায়েবের সাথে। আর গায়েবের হাকীকত আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ জানেন না। গবেষক তার নিজের চোখে তার যামানার যেই ঘটনাকে গায়েব সংক্রান্ত হাদীসের প্রয়োগ ক্ষেত্র মনে করেন, তার যামানার পরে এমন ঘটনা ঘটতে পারে, যাতে সেই হাদীসটি প্রয়োগ হওয়ার অধিকতর উপযোগী হতে পারে। সুতরাং যেই লেখক ও গবেষক মনে করেন, মুসলিম ও খ্রিস্টানরা মিলে বর্তমানে সিরিয়াতে যেই তৃতীয় শক্তির বিরুদ্ধে লড়ছে, তারা হলো রাশিয়া, চীন ও ইরান, সহীহ হাদীসে সেদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে, তার ধারণা সঠিক নয়। কারণ এটা 'ইল্‌মুল গায়েব দাবি করার অন্তর্ভুক্ত। কারো পক্ষে দৃঢ়তার সাথে এ কথা বলা বৈধ নয়। কিন্তু মুসলিম জাতির বয়স ও মাহদীর আত্মপ্রকাশ নামক কিতাবের লেখক তাই করেছেন।[৭৪]

আজ আমরা হিজরী ১৪৩৯ সালের মধ্যভাগ মোতাবেক ২০১৮ ইং সালের শুরুর দিকে অবস্থান করছি। এর কয়েক বছর আগে থেকেই আমরা লক্ষ্য করছি যে, বাংলাদেশের এক শ্রেণির 'আলেম মুসলিম জাতির বয়স, মাহদীর আগমনের সাল-সন, ক্বিয়ামতের সময় নির্ধারণ ইত্যাদি গায়েবী বিষয় নিয়ে কথা বলছেন। *[১৭ পৃষ্ঠায়]*

[৭৩] *সহীহ মুসলিম- হা: ২৮৯৯।*

[৭৪] *দেখুন : আমীন মুহাম্মাদ জামাল উদ্দীন কর্তৃক রচিত কিতাব "মুসলিম জাতির বয়স"- পৃ:৭-৪৮।*

# সালাতের কাফ্ফারা ও উমরী কাযার শর‘ঈ বিধান

–মো: আব্দুল জলিল খান*

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক জীবন থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবন পর্যন্ত ব্যাপ্ত। এ জীবন ব্যবস্থা একদিকে যেমন পরিপূর্ণ অন্যদিকে সুস্পষ্ট। এতে গোঁজামিলের কোন সুযোগ নেই। এর প্রতিটি বিধান বাস্তবে অনুশীলন করে দেখানো হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক প্রদর্শিত এ জীবন বিধানের নামই তাঁর সুন্নাত। আর বিদ‘আত হলো শরীয়তে যার কোন ভিত্তি নেই এমন কিছু দীনের মধ্যে উদ্ভাবন করা। আমাদের দেশের কোন কোন ‘আলেম মৃত্যুর পূর্বে কোন ব্যক্তির বাদ পড়ে যাওয়া সালাতের নির্ধারিত কাফ্ফারার প্রচলন করেন। এ ক্ষেত্রে তারা রোযার সাথে একে তুলনা করে থাকেন। অথচ এভাবে কোন ‘ইবাদতের প্রচলন করার ইখতিয়ার কারো নেই। ইসলামের মৌলিক ‘ইবাদতের মধ্যে সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। সালাতের বিষয়টি অন্যসব মৌলিক ‘ইবাদতের চাইতে ব্যতিক্রম। অন্যসব মৌলিক ‘ইবাদতের কাফ্ফারাহ অথবা প্রতিনিধিত্বের সুযোগ আছে। কিন্তু সালাতে তা নেই। শারীরিক অসুস্থতা কিংবা অপারগতার দোহাই দিয়ে তা অন্যকে দিয়ে আদায় করা যাবে না। কিংবা কোন আর্থিক কাফ্ফারার বিনিময়েও সালাতকে বাদ দেয়া যায় না। ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকৃত না হওয়া পর্যন্ত তথা হুশ থাকা অবস্থায় তার জিম্মা থেকে সালাতের দায়িত্ব রহিত হয় না। সে দাঁড়ায়ে না পারলে বসে পড়বে, বসতে না পারলে শুয়ে পড়বে, শুতে না পারলে যেভাবে সে সক্ষম সেভাবে ইশারা-ইঙ্গিতে হলেও সালাত আদায় করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন :

﴿الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

“যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে, আর আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে চিন্তা করে এবং বলে– হে আমাদের রব! তুমি নিশ্চয়ই এগুলোকে অযথা সৃষ্টি করোনি। পবিত্র ও মহান তোমার সত্তা। আমাদেরকে তুমি আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করো।”[৭৫]

‘আয়িশাহ্ সিদ্দিকা (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হা) বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার প্রতিটি মুহূর্তেই মহান আল্লাহর কথা স্মরণ করতেন।[৭৬]

অতএব, সালাত এবং সালাতের বাইরে রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন : “তুমি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করো, যদি তা (দাঁড়াতে) না পারো তাহলে বসে সালাত আদায় করো। যদি তাও (বসতে) না পারো তাহলে (শুয়ে) তোমার পার্শ্ব ফিরেই সালাত আদায় করো।”[৭৭]

প্রকৃত কথা হলো– সালাত কাযা করার কোন সুযোগ মূলতঃ ইসলামী শরীয়তে রাখা হয়নি। তাই এর কোন কাফ্ফারারও প্রশ্ন আসে না। ব্যক্তির জ্ঞান লোপ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে সালাত আদায় করতেই হবে। যদি তার জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়, অথবা সে ঘুমে থাকে এমতাবস্থায় তার উপর সালাত ফর্য থাকে না। কিন্তু যখনই সে জ্ঞান ফিরে পাবে ও ঘুম থেকে জেগে উঠবে এবং তার মনে পড়বে যে, সে সালাত আদায় করেনি, অথবা মারাত্মক কোন বিপদের কারণে তার একাধিক সালাত কাযা হয়ে গেছে, তখন সে শীঘ্রই সালাতগুলো আদায় করে নেবে। আর যদি এ সুযোগ আসার আগেই সে মৃত্যু বরণ করে তাহলে তার অপারগতার কারণে আল্লাহ তা‘আলা তাকে পাকড়াও করবেন না,

---

*সভাপতি- ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস ও উপ-গ্রন্থাগারিক- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

[৭৫] *সূরা আ-লি ‘ইমরান ৩ : ১৯১।*

[৭৬] *আল জামি‘ আত্ তিরমিযী- ৫ম খণ্ড, ৪৬৩ পৃ:।*

[৭৭] *‘আলী ইবনু ‘উমার আবুল হাসান আদ্ দারাকুত্বনী, সুনান আদ্ দারাকুত্বনী বৈরুত : দার আল মা‘রিফাহ, ১৩৮৬, ১ম খণ্ড, ৩৮০ পৃ:।*

বরং মাফ করে দেবেন। কিন্তু কোন ব্যক্তি সচেতন ও সজ্ঞান থেকে, বুঝে শুনে ইচ্ছে করে বছরের পর বছর বেপরোয়াভাবে সালাত ত্যাগ করে চলবে আর মৃত্যুর সময় যৎ-সামান্য কাফ্ফারা দিয়ে পার পেয়ে যাবে, তা কি করে হতে পারে? অথচ এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলের সুস্পষ্ট ঘোষণা হলো–

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন সালাতের কথা ভুলে যায় সে যেন তা তখনই পড়ে নেয়, যখন তার তা স্মরণ হয়। এটি ছাড়া এর আর কোন কাফ্ফারা নেই।[৭৮]

অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে–

"অথবা কেউ যদি সালাতের ব্যাপারে বেখেয়াল হয়ে যায়, তাহলে তার কাফ্ফারাহ হলো যখনই সালাতের কথা স্মরণ হবে তখনই তা পড়ে নেবে।"[৭৯]

অতএব সালাতের ক্ষতিপূরণ কেবল সালাত দিয়েই হতে পারে। ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা দিয়ে কিংবা অন্যকোন ব্যক্তিকে দিয়ে বদলা আদায়ের মাধ্যমে এর ক্ষতিপূরণ হবে না, যেমনটি রোযা, হজ্জ ইত্যাদির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। অথচ আমাদের দেশের এক শ্রেণির 'আলেম মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর আগে রোগশয্যায় থাকাকালীন যে কয় ওয়াক্ত সালাত পড়তে পারেনি, সে কয় ওয়াক্ত সালাতের কাফ্ফারা ধরে তা পরিশোধ করার জন্য তাকিদ করে থাকে। এ ব্যক্তির উপর দশ বছর বয়সে যে সালাত ফর্য হয়েছিল সে মৃত্যু পর্যন্ত কত শত ওয়াক্ত সালাত আদায় করেনি, তার কোন কাফ্ফারা হিসাব করা হয় না। আবার সালাত ছাড়া তার গোটা জীবনে যে, আরো কত ফর্য বাদ পড়েছে, সেগুলোর কাফ্ফারাহ কি হবে তাতো হিসাব করা হয় না। বিশেষতঃ যাকাতের ব্যাপারটিতো কখনো হিসাব করা হয় না। আর এটি কি করেই বা হিসাব করা সম্ভব? উপরন্তু শির্ক, বিদ'আত ও অসংখ্য হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে সে যে পাহাড়সম গুনাহ কামিয়েছে তারই বা কি হবে? শুধু বিগত কয়েক ওয়াক্ত সালাতের কাফ্ফারাহ দিয়েই কি মুক্তি পাওয়া যাবে? যদি তা না হয়, তাহলে সালাতের কাফ্ফারাহ এরূপ মনগড়া প্রথা চালু করে এ প্রহসন দেখানো হচ্ছে কেন? শরীয়তের বিধানকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন এবং বিয়োজন করে নতুন বিধান রচনা করার ইখতিয়ার ইসলাম কাউকে দেয়নি। আমাদের সমাজের অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলিমকে তাদের নিজেদের জীবনে বাদ পড়ে যাওয়া সালাতগুলোর কাযা করতে দেখা যায়। তাদের কেউ কেউ প্রতিদিন প্রতি ওয়াক্তের সালাতকে দুইবার করে আদায় করেন। একটি হলো সেদিনের ওয়াক্তিয়া সালাত, আর একটি হলো অতীতের বাদ পড়ে যাওয়া ঐ ওয়াক্তের সালাত। এই সালাতকে তারা 'উমরি কাযা বলে অভিহিত করেন। কিন্তু কুরআন ও সুন্নায় এই সালাতের কোন ভিত্তি নেই। সালাত হলো সময়ের সাথে বেঁধে দেয়া একটি 'ইবাদত।

সময় না 'আমলে এই 'ইবাদতটি বান্দাহর উপর ফর্য হয় না। আর কোন কারণে সময় চলে গেলে পরবর্তী নিকটতম সময়ে মনে হওয়া বা সুযোগ হওয়া মাত্রই এটি আদায় করে নেয়া একজন মু'মিনের উপর ফর্য। সময়ের বাইরে আদায় করা এই সালাতকে কাযা বলে। কারো নিকটতম অতীতের এক বা একাধিক সালাত এভাবে না পড়া হয়ে থাকলে তিনি তা কাযা হিসেবে ধারাবাহিকভাবে আদায় করে নেবেন। আর ভবিষ্যতে এরূপ না করার ব্যাপারে মহান আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করে ওয়াদাবদ্ধ হবেন। কিন্তু মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে কেউ সালাত না পড়ে থাকলে পরবর্তী মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর সংশ্লিষ্ট এ সালাতের সময় তার অতীতের সালাতের কাযা করার কোন বিধান ইসলামী শরীয়তে নেই। বরং এ সুযোগ থাকলে মানুষ প্রায়শঃই এভাবে কারণে অকারণে সালাত বাদ দিয়ে থাকবে, আবার পরবর্তীতে নিজের সুবিধামত কাযা করতে থাকবে। অথচ কোন মানুষের এটা জানা নেই যে, সে আগামী ওয়াক্তের সালাতের সময় বেঁচে থাকবে কি-না। সম্ভবতঃ এ কারণেই ইসলামে নারীদের অসুস্থতা জনিত কারণে বাদ পড়ে যাওয়া সালাতগুলোও পরবর্তীতে আর কাযা করতে হয় না। এরূপ বিধান থাকলে এটা মানুষের জন্য মারাত্মক বোঝা হয়ে যেত এবং সালাত কাযা করার ব্যাপারেও মানুষ বেপরোয়া হয়ে যেত। *[৬ পৃষ্ঠায়]*

*[৭৮] সুনান আল কুবরাহ- ২য় খণ্ড, ৪৫৬ পৃ: ও সুনান আবূ দাঊদ- ১ম খণ্ড, ১৭৪ পৃ:।*
*[৭৯] সুনান আন্ নাসায়ী- ১ম খণ্ড, ২৯৩ পৃ:।*

# মাসজিদে নববীর মর্যাদা, যিয়ারতের আদব এবং সালাতের ফযীলত

–শাইখ মুহাম্মাদ আমিনুল ইসলাম*

মাসজিদে নববীর বিশেষ মর্যাদা ও ফযীলত রয়েছে, তার সম্মান ও ফযীলতের কথা আল কুর'আন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ﴾

"প্রথম দিন থেকেই এ মাসজিদের ভিত্তি তাক্বওয়ার ওপর হয়েছে, সে জন্য এ মাসজিদে সালাত আদায় করার উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো তার অধিক অধিকার, তাতে এমন কিছু লোক অবস্থান করে যারা পবিত্রতাকে ভালোবাসে। আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালোবাসেন।"[৮০]

ইমাম সামহুদী বলেন, "মাসজিদে মাদীনা বা নববী, মাসজিদ কুবা" উভয় মাসজিদের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য যেগুলো প্রথম দিন থেকেই তাক্বওয়ার ওপর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে একথা প্রসিদ্ধ। আর আয়াতের উদ্দেশ্য উক্ত মাসজিদদ্বয়।

এ মাসজিদের আরেকটি ফযীলত হচ্ছে যে, তাতে এক ওয়াক্তের সালাত অন্য মাসজিদের এক হাজার সালাতের চেয়ে উত্তম। এ মাসজিদে এক ওয়াক্তের সালাত যেন অন্য মাসজিদে ছয় মাস পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়ার চেয়ে উত্তম।

ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

صَلَاةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

"আমার এ মাসজিদে এক ওয়াক্তের সালাত অন্য মাসজিদে এক হাজার সালাতের চেয়ে উত্তম, শুধু মাসজিদে হারাম ব্যতীত।"[৮১]

**মাসজিদে নববীর নব প্রসারিত স্থানে সালাতের হুকুম :** বিভিন্ন সময়ে মাসজিদে নববীতে যে অংশ বৃদ্ধি বা প্রসারিত করা হয়েছে, তাতে সালাত আদায় করলে মাসজিদে নববীর সালাতের ফযীলত পাওয়া যাবে। সালাফগণ অর্থাৎ- সাহাবী ও তাবি'ঈগণ এই মত পোষণ করেছেন। পরবর্তী যুগের অধিকাংশ 'আলেমগণেরও এই একই অভিমত। মহিব তাবারী বলেন : মাসজিদে নববীতে সাওয়াব বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হলো রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগের মাসজিদ এবং তারপর মাসজিদের প্রসারিত অংশও। কারণ এ সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৮২]

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাসজিদ বর্তমান যুগের মাসজিদের চেয়ে ছোট ছিল।

অনুরূপ মাসজিদে হারামও; কিন্তু খুলাফায়ি রাশিদীন ও পরের শাসকগণও দু'মাসজিদে প্রসার ঘটিয়েছেন। তবে প্রসারিত অংশের হুকুম আসল মাসজিদের হুকুমের মতো।[৮৩]

**মাসজিদের চত্তরে সালাতের হুকুম :** যখন ভিড় হয় তখন মুসল্লীদের কাতার মাসজিদের বাইরের চত্তর ও তার আশে পাশে রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, এ অবস্থায় যে ব্যক্তি মাসজিদের বাইরে সালাত পড়বে সেও মাসজিদের ভিতরে সালাত আদায়কারীর মতো অধিক সাওয়াব পাবে। কারণ সব কাতার পরস্পর মিলে আছে।

তাফসীরে আযওয়াউল বয়ান এর লেখক বলেন :

اِنَّ الْمُضَاعَفَةَ لَفَضْلٌ مِنَ اللّٰهِ اِمْتِنَانٌ عَلٰى عِبَادِهِ فَالْمُؤْمِنُ فِيْ سَعَةِ فَضْلِ اللّٰهِ فَلَا يَكُوْنَ رَجُلَانِ فِيْ الصَّفِ مُتَجَاوِرَيْنِ أَحَدُهُمَا عَلٰى عَتُبَةِ الْمَسْجِدِ إِلَى الْخَارِجِ وَالْآخَرُ عَلَيْهَا إِلَى الدَّاخِلِ وَيُعْطِي هٰذَا وَاحِدَةٌ وَكَتِفَاهُمَا مُتَلَاصِقَانِ.

"মাসজিদ নববীতে সাওয়াব বৃদ্ধি মহান আল্লাহর ফযল এবং নিজ বান্দার জন্য ইহসান। মু'মিনরা তো মহান আল্লাহর প্রশস্ত রহমতের ছায়াতলে অবস্থান করে। সে জন্য এটা কখনো হতে পারে না যে দু'ব্যক্তি কাছাকাছি কাতারে দাঁড়াবে, একজন মাসজিদের চৌকাঠের ভিতরে অপরজন চৌকাঠের বাইরে। তার মধ্যে একজনকে প্রচুর

---

** **মুদার্‌রিসুল হাদীস**- মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ।*

*[৮০]. ৯ নং সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্, আয়াত নং- ১০৮।*

*[৮১]. সহীহুল বুখারী- হা: ১১৯০, সহীহ মুসলিম- হা: ১৩৯৫।*

*[৮২]. তারিখে মাসজিদে নববী আশ্ শারীফ- ১১ পৃ:।*

*[৮৩]. মাজমূ'আ ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়াহ- ২৬/১৪৬।*

সাওয়াব দেয়া হবে আর অন্য জনকে বঞ্চিত করা হবে অথচ একে অপরের কাঁধে কাঁধ মিলে আছে।"[৮৪]

**মাসজিদে নববীর উদ্দেশ্যে লম্বা সফর :** মাসজিদে নববীর মর্যাদা, সম্মানের এটি একটি নিদর্শন যে, বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে কোন স্থানে লম্বা সফর করা বৈধ নয়। কেবল মাসজিদে হারাম, মাসজিদে নববী এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্য করা যায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

**لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلٰى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَ مَسْجِدُ الرَّسُوْلِ ﷺ وَمَسْجِدُ الْأَقْصٰى.**

"তিনটি মাসজিদ ব্যতীত বরকতের আশায় অন্য কোন স্থানের উদ্দেশ্যে লম্বা সফর করা যাবে না। সে তিনটি মাসজিদ হলো– মাসজিদে হারাম, মাসজিদে নববী এবং বায়তুল মুকাদ্দাস।"[৮৫]

কোন মুসলমান যখন মাসজিদে নববীর উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, তখন থেকে সে কল্যাণে প্রবেশ করে। অতঃপর মাসজিদে নববীতে প্রবেশ করে।

ইমাম ইবনু হিব্বান (রাহিমাহুল্লা-হ) নিজ গ্রন্থে যা আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) নাবী কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন :

**مِنْ حِيْنِ يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى مَسْجِدِيْ فَرِجْلٌ تَكْتُبُ لَهُ حَسَنَةً وَرِجْلٌ تَحُطُّ عَنْهُ سَيِّئَةً حَتّٰى يَرْجِعَ.**

"যখন তোমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি নিজের ঘর থেকে আমার মাসজিদে আসে, তখন তার পা উঠানোতে নেকী লেখার কারণ হয়ে যায় এবং যমীনে পা রাখাতে তার গুনাহ মিটে যাওয়ার কারণ হয়ে যায়। অতঃপর সে নিজের ঘরে পৌঁছে যায়।"[৮৬]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি–

**مَنْ جَاءَ مَسْجِدِيْ هَذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذٰلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ.**

"যে ব্যক্তি শুধু কল্যাণ শিক্ষা অথবা শিখানোর উদ্দেশ্যে আমার এ মাসজিদে আসবে সে মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করার মর্যাদা পাবে। আর যে ব্যক্তি এছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে আসবে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে, অপরের সম্পদের দিকে দৃষ্টি ফেলে।"[৮৭]

**মাসজিদে নববীর যিয়ারত ও তার আদব :** কিছু আদব ও সম্মান দুনইয়ার সমস্ত মাসজিদের সাথে আছে এবং কিছু আদব ও সম্মান রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাসজিদের সাথে বিশেষভাবে রয়েছে। প্রত্যেক মুসলমানের এ দু'প্রকার আদবের খেয়াল রাখা অপরিহার্য।

১. মাসজিদে উপস্থিত হওয়ার জন্য উত্তম পোশাক পরিধান করা ও খুশবু লাগানো শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য এবং নিজেকে উত্তমভাবে সাজানো। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾

"হে আদম সন্তানগণ! প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ গ্রহণ করো।"[৮৮]

২. শরীর এবং কাপড় যে কোন দুর্গন্ধ থেকে পবিত্র হতে হবে। মহান আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

**مَنْ أَكَلَ ثُوْمًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا أَوْلِيَقْعُدْ فِيْ بَيْتِهِ.**

"যে ব্যক্তি পেয়াজ এবং রসুন খায়, সে যেন আমার মাসজিদে অর্থাৎ- মাসজিদে নববীতে না আসে বরং সে নিজের ঘরে বসে থাকে।"[৮৯]

৩. মাসজিদে প্রবেশের সময় প্রথমে ডান পা রাখবে। তারপর বলবে :

**بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.**

"আল্লাহ তা'আলার নামে প্রবেশ করতেছি এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর শান্তি

[৮৪]. *তারিখে মাসজিদে নববী আশ শারীফ- ১২-১৩ পৃ:।*
[৮৫]. *সহীহুল বুখারী- হা: ১১৮৯, সহীহ মুসলিম- হা: ১৩৯৭।*
[৮৬]. *সহীহ ইবনু হিব্বান- হা: ৪/৫০৩।*
[৮৭]. *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা: ২২৭, শাইখ আলবানী (রাহিমাহুল্লা-হ) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।*
[৮৮]. *৭ নং সূরাহ্ আল আ'রাফ, আয়াত নং- ৩১।*
[৮৯]. *সহীহুল বুখারী- হা: ৮৫৫, সহীহ মুসলিম- হা: ৫৬৪।*

বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।”[৯০]

**৪.** দরূদ ও সালাম, কুর'আন মাজীদ তিলাওয়াত করার সময় উচ্চস্বরে পাঠ করবে না।

**৫.** রাওজাতুম মিন রিয়াযিল জান্নাহ অর্থাৎ- জান্নাতের টুকরা এখানে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ দু'রাক'আত সালাত পড়বে। যদি এখানে সম্ভব না হয় তবে মাসজিদের যে কোন স্থানে দু'রাক'আত সালাত পড়বে।

**৬.** অবশ্যই সালাত পড়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে রুখ অর্থাৎ- কিবলার দিকে যেন হয় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবরের দিকে যেন না হয়। সালাত তো শুধু কিবলার দিকেই হয়। এমনিভাবে রওজা মোবারকের তাওয়াফ করবে না। কেননা তাওয়াফ তো শুধু খানায়ে কা'বার হয়।

**মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবর ও তা যিয়ারত সম্পর্কে শারী'আতের বিধান :** মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মারা যান তখন তাঁকে কোথায় কবরস্থ করা হবে এ নিয়ে লোকেরা মতভেদ করে। তাঁর সাহাবীগণও ঠিক বুঝতে পারছিলেন না যে, মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কোথায় কবরস্থ করবেন। আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন আমি মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি–

لَمْ يُقْبَرْ نَبِيٌّ اِلَّا حَيْثُ يَمُوْتُ.

“নাবী যেখানে মারা যান সেখানে ব্যতীত অন্য কোথাও কবরস্থ করা যায় না।”

এরপর সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিছানা সরিয়ে বিছানার নিচে কবর খনন করেন।[৯১]

এ জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা)-এর পবিত্র হুজরায় দাফন করা হয়।

মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র হুজরার দক্ষিণ দিকে কবরস্থ হোন। আর 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) হুজরার উত্তরাংশে অবস্থান করতে থাকেন। কবর ও তাঁর মাঝে কোন পর্দা বা আড়াল ছিল না। অতঃপর যখন আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) মারা যান তখন তিনি ['আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা)] তাঁকে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবরের এক হাত পিছনে দাফন করার জন্য অনুমতি দেন। তাঁর জন্য মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবরের এক হাত পিছনে কবর খনন করা হয় তাঁর মাথাটা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দু' কাঁধ বরাবর হয়ে যায়। এরপরও 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) কবরের ও নিজের মাঝে কোন পর্দা বা আড়াল করেননি; বরং তিনি বলেন, তাদের একজন আমার স্বামী দ্বিতীয় জন আমার পিতা, তবে 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) যখন মারা যান তখন তিনি তাঁর দু' সাথীর সাথে দাফন করার অনুমতি দেন। অতঃপর আবূ বাক্র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর এক হাত পিছনে তাঁর কবর খনন করা হয়, তাঁর মাথা আবূ বাকর (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর দু' কাঁধ বরাবর হয়ে যায়। 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর কাঠামো লম্বা হওয়ার কারণে তাঁর দু'পা হুজরার পূর্ব দিকের দেয়ালে ঠেকে যায়। এরপর 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) তাঁর ও কবরসমূহের মাঝে পর্দা রাখেন। কারণ 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) মুহরিম ছিলেন না। সে জন্য তিনি মৃত্যুর পরও তাঁর সম্মান বজায় রেখেছেন।

**মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবর যিয়ারত :** হজ্জের সময় মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবর যিয়ারত ওয়াজিবও নয় শর্তও নয়। যেমন- কতিপয় সাধারণ মানুষ ধারণা করে থাকে; বরং তার জন্য উত্তম যে, সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাসজিদ যিয়ারত করতে আসে অথবা যে ব্যক্তি মাসজিদে নববীর নিকটে থাকে তার জন্যও মাসজিদে নববী যিয়ারত লাভ উত্তম। আর যারা মাদীনা থেকে অনেক দূরে কেবল কবর যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে আসে তাদের জন্য এ সফর বৈধ নয়। তবে মাসজিদে নববীর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা সুন্নত। যখন মাসজিদে পৌঁছে যাবে তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর দু' সাথীর কবর যিয়ারত করে নিবে। এভাবে উক্ত কবরসমূহের যিয়ারত মাসজিদ যিয়ারতের আওতাভুক্ত হয়ে যাবে। এটি এজন্য যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلٰى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَمَسْجِدُ الرَّسُوْلِ ﷺ وَمَسْجِدُ الْأَقْصٰى.

“তিনটি মাসজিদ ব্যতীত বরকতের আশায় অন্য কোন স্থানের উদ্দেশ্যে লম্বা সফর করা যাবে না, তিনটি

[৯০]. *সহীহ মুসলিম- হা: ৭১৩, জামি' আত্ তিরমিযী- হা: ৩১৪, সুনান ইবনু মাজাহ্- হা: ৭৭১।*
[৯১]. *মুসনাদ আহমাদ- হা: ১/৭।*

মাসজিদ হলো : মাসজিদে হারাম, আমার এ মাসজিদ অর্থাৎ- মাসজিদে নববী এবং বায়তুল মুকাদ্দাস।”[৯২]

তবে যে সকল হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবর যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে লম্বা সফর বৈধ হওয়ার দালীল পেশ করা হয়, সে সকল হাদীসের বর্ণনাসূত্র দুর্বল ও মাওযূ' বা বানোয়াট। হাফিয দারাকুতনী, বায়হাকী, ইবনু হাজর প্রমুখ ঐ হাদীসসমূহের সনদ দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। সুতরাং উক্ত দুর্বল হাদীসগুলোকে সহীহ হাদীসের মোকাবেলায় পেশ করা বৈধ হবে না, যে সহীহ হাদীস দ্বারা তিনটি মাসজিদ ব্যতীত, অন্য কোন স্থানে বরকতের আশায় লম্বা সফর অবৈধ প্রমাণিত।

হে পাঠকগণ! এ বিষয়ে কতিপয় মাওযূ' হাদীস আপনাদের সমীপে উল্লেখ করছি যাতে আপনারা সেগুলো জানতে পারেন ও ধোঁকা থেকে সতর্ক থাকেন।

**প্রথম বর্ণনা :** مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِىْ فَقَدْ جَفَانِىْ.

“যে ব্যক্তি হাজ্জ করলো অথচ আমার যিয়ারত করলো না সে আমার সাথে খারাপ আচরণ করলো।”

**দ্বিতীয় বর্ণনা :** مَنْ زَارَنِىْ بَعْدَ مَمَاتِىْ فَكَاَنَّمَا زَارَنِىْ فِىْ حَيَاتِىْ.

“যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর আমার যিয়ারত করল সে যেন আমার জীবিতাবস্থায় আমাকে যিয়ারত করল।”

**তৃতীয় বর্ণনা :**

مَنْ زَارَنِىْ وَ زَارَ أَبِىْ إِبْرَاهِيْمَ فِىْ عَامٍ وَّاحِدٍ ضَمِنْتُ لَهٗ عَلَى اللهِ الْجَنَّةَ.

“যে ব্যক্তি একই বছরে আমার ও আমার পূর্ব পিতা ইব্‌রা-হীম ('আলাইহিস্ সালাম)-এর যিয়ারত করবে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জান্নাত লাভের দায়িত্ব নিবো।”

**চতুর্থ বর্ণনা :** مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهٗ شَفَاعَتِىْ.

“যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করল তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে গেল।”

এ হাদীস এবং এ ধরনের যতো হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তার একটিও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সাব্যস্ত নয়।[৯৩]

যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবর যিয়ারত করতে চায় সে কবরের পাশে নীরবে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে সালাম করবে। অর্থাৎ- বলবে :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ.

“হে মহান আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনার ওপর শান্তি, মহান আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।”

যিয়ারতকারী যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি সালাম পেশ করার সময় নিম্নলিখিত শব্দ ব্যবহার করে তাহলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ এগুলো নাবীজির প্রকৃত গুণাবলী :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَانَبِىَّ اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخِيَرَةَ اللهِ مِنْ خَلْقِهٖ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ وَاِمَامَ الْمُتَّقِيْنَ اَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَاَدَّيْتَ الْاَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْاُمَّةَ وَجَاهَدْتَّ فِىْ اللهِ حَقَّ جِهَادِهٖ.

হে মহান আল্লাহর নাবী! আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে মহান আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে উত্তম ব্যক্তিত্ব আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে নাবীগণের সরদার, মুত্তাকীগণের ইমাম আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি রিসালা বা বার্তা পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, আমানত আদায় করে দিয়েছেন। নিজ উম্মাতকে উপদেশ দিয়েছেন এবং মহান আল্লাহর পথে যথাযথ জিহাদ করেছেন। অতঃপর যিয়ারতকারী রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর দরূদ পাঠ ও দু'আ করতে পারে। কেননা শারী'আতে রাসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম উভয়ের বিধান আছে।

যেমন- মহান আল্লাহর বাণী :

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا﴾

“হে মু'মিনগণ! তোমরা নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করো এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।”[৯৪]

অতঃপর যিয়ারতকারী আবূ বাকর ও 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু)-এর ওপর সালাম পেশ করবে, দু'আ করবে এবং তাদের জন্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে।

ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাথীদ্বয় আবূ বাকর ও 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু)-এর ওপর সালাম পেশ করার সময় এ শব্দ ব্যবহার করতেন :

---

[৯২]. *সহীহুল বুখারী- হা: ১১৮৯, সহীহ মুসলিম- হা: ১৩৯৭।*

[৯৩]. *আল-হাজ্জ ওয়াল 'উমরাহ্ ওয়ায যিয়ারাহ- ৬৮-৬৯ পৃ:, শাইখ বিন বায (রাহিমাহুল্লা-হ)।*

[৯৪]. *৩৩ নং সূরাহ্ আল আহযা-ব, আয়াত নং- ৫৬।*

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَبَابَكْرٍ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَااَبَتَاهُ.

হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে আবূ বাকর! আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে আমার আব্বাজান! আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। তারপর তিনি ফিরে আসতেন। এ যিয়ারতের বিধান কেবল পুরুষদের জন্য রাখা হয়েছে।

যিয়ারতের সময় একথা যেন স্মরণ থাকে যে, কবরে হাত দ্বারা স্পর্শ, শরীর স্পর্শ, চুমা এবং তার পাশে তাওয়াফ করা বৈধ নয়। কেননা এসব কর্ম সাহাবী ও তাবি‘ঈগণ থেকে প্রমাণিত নয়; এ কর্মগুলো বিদ‘আত অনুরূপভাবে কারো জন্য রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে চাহিদা পূরণ, বিপদ-আপদ দূরীকরণ অসুখ থেকে আরোগ্য লাভ ইত্যাদির জন্য দু‘আ করা বৈধ নয়। কারণ এগুলো একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ব্যতীত অন্য কারো কাছে চাওয়া যায় না। উক্ত চাহিদা মৃত ব্যক্তির নিকটে প্রার্থনা করা শির্ক এবং আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া অন্যের ‘ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। কতিপয় যিয়ারতকারী রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবরের কাছে স্বর উঁচু করে ও সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের এ কর্ম শারী‘আত বিরোধী। কারণ রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবরের নিকট অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা, বার বার সালাম করতে যাওয়াতে ভিড়, চিৎকার ও গোলমালের সৃষ্টি হবে।

এ সব আচরণ আদব ও শারী‘আতের বিপরীত। আবার কিছু যিয়ারতকারী সালাম পেশ করার সময় ডান হাত বাম হাতের ওপর রেখে বুক অথবা তার নিচে রাখে। যেমন- মুসল্লীরা করে থাকে। নাবীর ওপর সালাম পেশ করার সময় এবং অন্য কোন নেতা বা বাদশাহর ওপর সালাম পেশ করার সময় এরূপ করা বৈধ নয়। কারণ এটি ‘ইবাদত, বিনয়ী ও তাচ্ছিল্যের রূপ। এটি আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া কারো জন্য ঠিক নয়।

মাসজিদে নববী (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যিয়ারত করা মুস্তাহাব। সারা বছর ধরে যিয়ারত করা যায়, যিয়ারতের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। এ যিয়ারত হাজ্জের অংশ নয়। তা ব্যতীত হাজ্জ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তবে যারা হাজ্জের উদ্দেশ্যে আসে তাদের জন্য উত্তম হচ্ছে যে, তারা নিজেদেরকে বৃহৎ কল্যাণ থেকে বঞ্চিত না করে; বরং এখানে এসে সালাতের ফযীলত হাসিল করে। যার ফযীলতের কথা হাদীসে ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ###

## আগস্ট- ২০১৮, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত
## ঢাকা জেলার জন্য

**বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সময়সূচী অনুযায়ী**

| তারিখ | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত |
|---|---|---|
| ০১/০৮/১৮ | ০৫ : ২৮ | ০৬ : ৪২ |
| ০২/০৮/১৮ | ০৫ : ২৮ | ০৬ : ৪১ |
| ০৩/০৮/১৮ | ০৫ : ২৮ | ০৬ : ৪১ |
| ০৪/০৮/১৮ | ০৫ : ২৯ | ০৬ : ৪০ |
| ০৫/০৮/১৮ | ০৫ : ২৯ | ০৬ : ৩৯ |
| ০৬/০৮/১৮ | ০৫ : ৩০ | ০৬ : ৩৯ |
| ০৭/০৮/১৮ | ০৫ : ৩০ | ০৬ : ৩৮ |
| ০৮/০৮/১৮ | ০৫ : ৩১ | ০৬ : ৩৭ |
| ০৯/০৮/১৮ | ০৫ : ৩১ | ০৬ : ৩৬ |
| ১০/০৮/১৮ | ০৫ : ৩২ | ০৬ : ৩৬ |
| ১১/০৮/১৮ | ০৫ : ৩২ | ০৬ : ৩৫ |
| ১২/০৮/১৭ | ০৫ : ৩২ | ০৬ : ৩৪ |
| ১৩/০৮/১৮ | ০৫ : ৩৩ | ০৬ : ৩৪ |
| ১৪/০৮/১৮ | ০৫ : ৩৩ | ০৬ : ৩৩ |
| ১৫/০৮/১৮ | ০৫ : ৩৪ | ০৬ : ৩২ |
| ১৬/০৮/১৮ | ০৫ : ৩৪ | ০৬ : ৩১ |
| ১৭/০৮/১৮ | ০৫ : ৩৪ | ০৬ : ৩০ |
| ১৮/০৮/১৮ | ০৫ : ৩৫ | ০৬ : ২৯ |
| ১৯/০৮/১৮ | ০৫ : ৩৫ | ০৬ : ২৯ |
| ২০/০৮/১৮ | ০৫ : ৩৫ | ০৬ : ২৮ |
| ২১/০৮/১৮ | ০৫ : ৩৬ | ০৬ : ২৭ |
| ২২/০৮/১৮ | ০৫ : ৩৬ | ০৬ : ২৬ |
| ২৩/০৮/১৮ | ০৫ : ৩৬ | ০৬ : ২৫ |
| ২৪/০৮/১৮ | ০৫ : ৩৭ | ০৬ : ২৪ |
| ২৫/০৮/১৮ | ০৫ : ৩৭ | ০৬ : ২৩ |
| ২৬/০৮/১৮ | ০৫ : ৩৮ | ০৬ : ২৩ |
| ২৭/০৮/১৮ | ০৫ : ৩৮ | ০৬ : ২২ |
| ২৮/০৮/১৮ | ০৫ : ৩৯ | ০৬ : ২১ |
| ২৯/০৮/১৮ | ০৫ : ৩৯ | ০৬ : ২০ |
| ৩০/০৮/১৮ | ০৫ : ৩৯ | ০৬ : ১৯ |
| ৩০/০৮/১৮ | ০৫ : ৪০ | ০৬ : ১৮ |

Kvmvmj nv`xm

# “বিপদাপদে সৎ কর্মের দ্বারা মুক্তি পাওয়া যায়”

**–শাইখ মুহাম্মদ আবদুশ্ শাকুর★**

ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তোমাদের পূর্বের যুগের লোকদের মাঝে তিনজন লোক ছিল। তারা পথ চলছিল। হঠাৎ তারা বৃষ্টির মাঝে পড়ে গেল। তখন তারা এক গুহায় আশ্রয় নিলো। তখনি তাদের গুহার মুখ (একটি পাথর চাপা পড়ে) বন্ধ হয়ে গেল। তাদের একজন অন্যদেরকে বলল, বন্ধুগণ! আল্লাহর শপথ! এখন সত্য ব্যতীত আর কিছুই তোমাদেরকে রেহাই দিতে পারবে না। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকের সে জিনিসের ওয়াসীলায় দু‘আ করা দরকার, যে ব্যাপারে জানা আছে যে, এ কাজটিতে সে সত্যতা বহাল রেখেছে। তখন তাদের একজন (এই বলে) দু‘আ করল, হে আল্লাহ! তুমি ভালো করেই জানো যে, আমার একজন চাকর ছিল। সে এক ফারাক চালের বদলে আমার কাজ করে দিয়েছিল। পরে সে চলে গিয়েছিল এবং মজুরিও নেয়নি। আমি তার মজুরি দিয়ে কিছু একটা করতে ইচ্ছা করলাম এবং কৃষি কাজে লাগালাম। এতে যা উৎপাদন হয়েছে তার বদলে আমি একটি গাভী ক্রয় করলাম। অনেক দিন পর সে মজদুরটি আমার কাছে এসে তার মজুরি দাবী করল। আমি তাকে বললাম, এ গাভীগুলোর দিকে তাকাও এবং তা তাড়িয়ে নিয়ে যাও। সে জবাব দিলো, ঠাট্টা করবেন না, আমার তো আপনার নিকট মাত্র এক ফারাক চাল পাওনা। আমি তাকে বললাম গাভীগুলো নিয়ে যাও। কারণ (তোমার) সেই এক ফারাক দ্বারা যা উৎপাদিত হয়েছে, তারই বদলে এটি ক্রয় করা হয়েছে। তখন সে গাভীগুলো তাড়িয়ে নিয়ে গেল। (হে আল্লাহ!) যদি তুমি মনে করো তা আমি একমাত্র তোমার ভয়েই করেছি, তাহলে আমাদের (গুহার মুখ) থেকে (এ পাথরটি) সরিয়ে দাও। অতঃপর পাথরটি কিছুটা সরে গেল। দ্বিতীয় যুবক দু‘আ করল, হে আল্লাহ! তোমার ভাল করে জানা আছে যে, আমার মা-বাপ খুব বুড়ো ছিলেন। আমি প্রত্যেক রাত্রে তাঁদের জন্য আমার ছাগলের দুধ নিয়ে তাঁদের নিকট যেতাম। ঘটনাক্রমে এক রাতে তাদের কাছে (দুধ নিয়ে) যেতে আমি বিলম্ব করে ফেললাম। তারপর এমন সময় গেলাম, যখন তাঁরা উভয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর আমার স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে ক্ষুধায় ছটফট করছে। কিন্তু আমি আমার মা-বাপকে দুধ পান না করানো পর্যন্ত আমার (ক্ষুধায় কাতর) ছেলে মেয়েকে দুধ পান করাইনি। কারণ তাঁদেরকে ঘুম থেকে জাগানোটা আমি ভাল মনে করিনি। অপরদিকে তাঁদেরকে বাদ দিতেও ভাল লাগেনি। কারণ, এ দুধটুকু পান না করালে তাঁরা উভয়েই খুব দুর্বল হয়ে যাবেন। তাই (দুধ হাতে) আমি (সারারাত) সকাল হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাঁদের জাগার অপেক্ষাই করেছিলাম। যদি তুমি জেনে থাক যে, আমি এটা করেছি একমাত্র তোমারই ভয়ে তাহলে আমাদের থেকে (পাথরটি) সরিয়ে দাও। অতঃপর পাথরটি তাদের থেকে আরেকটু সরে গেল। এমনকি তারা আকাশ দেখতে পেল। সর্বশেষ এক যুবক দু‘আ করল, হে আল্লাহ! তুমি জানো যে, আমার একটি চাচাত বোন ছিল। সবার চেয়ে সে আমার নিকট অধিক প্রিয় ছিল। আমি তার সঙ্গে (যৌন মিলনের) ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু আমি তাকে একশত দিনার না দেয়া পর্যন্ত সে রাজী হলো না। তখন আমি তা সংগ্রহে লেগে গেলাম। শেষ পর্যন্ত তা অর্জনে সক্ষম হলাম। তা নিয়ে তার কাছে আসলাম এবং এ একশ’ দিনার তাকে দিয়ে দিলাম। তখন সে নিজেই নিজকে আমার কাছে সোপর্দ করল। আমি যখন তার দু’পায়ের মাঝখানে বসলাম, তখনি সে বলে উঠল, আল্লাহকে ভয় করো এবং (শরীয়তের বিধান মতে) অধিকার লাভ করা ব্যতীত আমার সতীত্বকে নষ্ট করো না। আমি তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়েছিলাম এবং একশত দিনারও ত্যাগ করেছিলাম। তুমি যদি জান যে, আমি প্রকৃতই তোমার ভয়ে তা করেছি, তাহলে তুমি আমাদের হতে (পাথরটি) সরিয়ে দাও। তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদের (গুহার মুখ) থেকে (পাথরটি) সরিয়ে দিলেন। অতঃপর তারা বেরিয়ে আসল।[৯৫]

**সমুদ্রে ও স্থলে বিভিন্ন রকমের বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়া :**

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

**অর্থ :** “মানুষের কৃতকর্মের কারণে সমুদ্রে এবং স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে তাদেরকে কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান যাতে তারা ফিরে আসে।”[৯৬]

**উপসংহার :** প্রিয় পাঠক, এই হলো পাপের পার্থিব প্রতিক্রিয়া, এরপর রয়েছে তার পরকালীন শাস্তি যা আরো ভয়াবহ ও বেদনাদায়ক। তাই আমাদের উচিত সর্বপ্রকার পাপ পরিহার করা এবং অতীত পাপের জন্য মহান আল্লাহর নিকট তাওবাহ্ করা। ###

---

★ *সাবেক উপাধ্যক্ষ- বেলদী ফাযিল মাদরাসা, কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।*

[৯৫] *বুখারী- হা: ৩৪৬৫, আ: প্র:, হা: ৩২০৭; ই: ফা: বাং, হা: ৩২১৬।*
[৯৬] *সূরা আর্ রূম ৩০ : ৪১।*

gvmv‡q j

# কবর পাকা করার শর‘ঈ বিধান

**আরাফাত ডেস্ক :**

সকল প্রশংসা একমাত্র মহান রাব্বুল ‘আলামীনের জন্য, যিনি জগতসমূহের একচ্ছত্র মালিক। অজস্র শান্তির ধারা বর্ষিত হোক নাবীকুল শিরোমনী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম), তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সকল অনুসারীদের উপর। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে কবর পাকা করা, চুনকাম করা, কবর উঁচু করার প্রবনতা দেখা যায়। বিশেষ করে আমাদের দেশ বাংলাদেশে, ভারত ও পাকিস্থানে এ ধরনের কর্মকাণ্ড খুবই বেশী। প্রতিনিয়ত তা বেড়েই চলছে। মানুষের ধারণা হলো এ সমস্ত কাজ শরীয়ত সম্মত এবং এতে সওয়াব রয়েছে। তাই দেখা যায় করবস্থানে, রাস্তার আশে-পাশে, চৌরাস্তায় ও বটগাছ তলায় কবর পাকা করে, চুনকাম করে, তাতে উন্নত নেমপ্লেট ব্যবহার করে মৃত ব্যক্তির জন্ম, মৃত্যু তারিখ ও বিভিন্ন বানী লিখে রাখা হয়। এ জাতীয় সকল কাজ শরীয়ত বিরোধী। শরীয়তে এর হুকুম হলো বিদ‘আত। কারণ এ গুলো করার পিছনে ইসলামী শরীয়তে কোন দলীল নেই, বরং এগুলো থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে শরীয়ত কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। বিশিষ্ট সাহাবী জাবির (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.

“রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবরে চুন কাম করা, তার উপর বসা এবং তার উপর বিল্ডিং নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।”[৯৭]

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হলো যে, কবরে প্লাস্টার লাগানো, চুন কাম করা, পাকা করা, কবরের উপর বিল্ডিং ও গম্বুজ নির্মাণ করা কঠোরভাবে নিষেধ। তারা বলে থাকেন আমরা সৌন্দর্য প্রকাশ ও কবরকে হেফাযতের জন্য এগুলো করে থাকি। জেনে রাখুন সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য হোক, মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য হোক কিংবা হেফাযতের জন্য হোক, তা শরীয়তে জঘন্যতম বিদ‘আত। এগুলো করার পিছনে কোন দলীল নেই।

বর্তমানকালে অধিকাংশ মুসলিম সমাজ রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে চলছে। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা নিষেধ করেছেন, তারা তাতেই লিপ্ত হয়েছে। এতে করে তারা বড় শির্কে লিপ্ত হয়েছে। কবরের উপর নির্মাণ করছে মাসজিদ ও গম্বুজ। কবরকে পরিণত করছে মাযারে ও যিয়ারতের স্থানে। সেখানে তারা পশু যবেহ করা ও কবরবাসীর কাছে চাওয়া-পাওয়া, নযর-নেওয়াজ ইত্যাদি সকল প্রকার ভুল (বিদ‘আত) ‘ইবাদতে লিপ্ত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে বদর, উহুদ, খন্দক, তাবুক যুদ্ধ ছাড়াও যে সকল সাহাবী শহীদ হয়েছেন অথবা মৃত্যু বরণ করেছেন তাঁদের কারও কবর উঁচু করা হয়নি। তাঁদের কারও কবর পাকা ও চুনকামও করা হয়নি এবং তাতে নামও লেখা হয়নি। তাঁদের কারও কবর মোজাইক অথবা পাথর দ্বারা বাঁধানো হয়নি বরং এ সকল কাজ যেমন রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করেছেন, তাঁর পরে স্বর্ণ যুগের খোলাফায়ে রাশেদীনগণও কঠোর হস্তে দমন করেছেন। এর একটি উজ্জল উদাহরণ হলো, প্রখ্যাত তাবেয়ী আবুল হাইয়্যাজ আল আসাদী বলেন, আমাকে ‘আলী (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) বললেন :

«أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِىْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؟ «أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ».

“তোমাকে কি আমি এমন একটি কাজ দিয়ে পাঠাব না যে কাজ দিয়ে আমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাঠিয়েছিলেন? তা হলো কোন প্রতিকৃতি ও মূর্তি পেলে তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবে, আর কোন উচুঁ কবর পরিলক্ষিত হলে তা সাধারণ কবরের সমপরিমান করে দিবে।”[৯৮]

**‘আক্বীদাহ্গত ক্ষতি :** আমরা যদি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তবে দেখতে পাব এসব উচুঁ উচুঁ কবরের কারণে অধিকাংশ লোকের ‘আক্বীদাহ্ বিপন্ন হতে চলছে।

[৯৭] *সহীহ মুসলিম- হা: ৯৪/৯৭০।*

[৯৮] *সহীহ মুসলিম- হা: ৯৩/৯৬৯।*

দেখুন আমাদের দেশে বিভিন্ন এলাকাতে কবর উঁচু করা হয়েছে, তাতে মূল্যবান মোজাইক পাথর দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়েছে, সুন্দরভাবে বাঁধাই করা হয়েছে, বিভিন্ন রংবেরং-এর বাতিও লটকানো হয়েছে। যা ইসলামী শরীয়ত আদৌ সমর্থন করে না। এসব কবরের কাছে নারী-পুরুষের আড্ডা বসে, তারা সেখানে কবরকে সামনে করে দীর্ঘ সময় তসবীহ জপে, কান্না-কাটি করে, আর্জি পেশ করে, মনের কাকুতি-মিনতি নিয়ে সকল সমস্যার কথা তুলে ধরে, আবার মাঝে মাঝে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। অথচ রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবরের কাছে বা কবরের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। মুসলিমরা তাঁর নিষেধ অমান্য করে কবরকে নামাযের স্থানে পরিণত করেছে। তিনি কবরকে মাসজিদ বানাতে নিষেধ করেছেন। তারা কবরকে মাসজিদ বানিয়েছে। তিনি কবরে বাতি জ্বালাতে নিষেধ করেছেন। তারা বাতি জ্বালিয়ে প্রচুর অর্থ অপচয় করছে। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবরের পাশে ওরশ-উৎসব করতে নিষেধ করেছেন, এরা প্রতি বছর ঈদের মত ধুমধামের সাথে ওরশ অনুষ্ঠান পালন করে চলছে। কখন কখনও মহান আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হওয়ার পরিবর্তে মহান আল্লাহর যিক্র-আযকারের ন্যায় যিক্র করে। অনেক সূফী বিদ'আতী ভণ্ড মুরীদরা নামায বাদ দিয়ে সেখানে সময় অতিবাহিত করে। আবার নামায পড়া অবস্থায় পীরের ধ্যান করে থাকে। আরও দেখা যায় এ ধরনের কবর যা রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত সেখান দিয়ে পথচারী পথ চলার সময় বিদ'আতী নিয়মে সালাম করে এবং বুযুর্গের অধিক তা'যিমের জন্য কবরে চুমু খায়, কবরের মাটি গায়ে মাখে, কখনও তওয়াফ করে, সাথে সাথে কিছু অর্থও দান করে যায়। অথচ দান করা, নযর-মানত করা, প্রার্থনা করা, দু'আ করা, সাজদাহ্ করা, যিক্র করা, আর্জি পেশ করা ইত্যাদি সকল কিছু হতে হবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে। এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে, যাতে রয়েছে মানব জীবনের পূর্ণ দিক নির্দেশনা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾

"আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার নামায, আমার হজ্জ ও কুরবানী, আমার জীবন-মরণ একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।"[৯৯]

রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

«إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ».

"কোন কিছু চাওয়ার হলে আল্লাহর কাছে চাইবে এবং সাহায্য চাইলে একমাত্র তাঁর কাছেই সাহায্য চাইবে।"[১০০]

সুপ্রিয় পাঠক বন্ধুগণ! কবরের ব্যাপারে রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি বলেছেন? আর এরা করছে কি? এরা নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতের সম্পূর্ণ বিপরীত পথে চলছে। তাদের বিদ'আতী কাজ-কর্মের বর্ণনা দিয়ে শেষ করা যাবে না।

আরও লক্ষ্য করুন, রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে কেন কবর যিয়ারত করতে বলেছেন? আমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে বলেছেন যাতে আমাদেরকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং যাতে কবরবাসীর পাশে গিয়ে কবরবাসীর জন্য দু'আ করি, তাদের জন্য মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারি। আর বর্তমান যুগের মুসলমানেরা কবর যিয়ারতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ পাল্টিয়ে ফেলেছে। তাদের উদ্দেশ্য হলো সেখানে গিয়ে শির্কে লিপ্ত হওয়া। কবরবাসীর কাছে দু'আ করা। সমস্যার কথা তুলে ধরা। তার উসিলা দিয়ে মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করা, প্রয়োজন পূরণের আবেদন করা ইত্যাদি। এ ধরনের শির্ক ও বিদ'আত কোথা থেকে চালু হয়েছে?

এ ধরনের শির্ক ও জঘন্যতম বিদ'আত চালু হয়েছে ইহুদী-খ্রিস্টানদের দ্বারা। এগুলো হলো ইহুদী-খ্রিস্টানদের রীতি। খ্রিস্টানরা 'ঈসা ও মারইয়াম এবং ক্রুশের পূজা করে থাকে। ইউরোপীয়ান, আমেরিকান এবং রাশীয়ানরা তাদের নেতাদের প্রতিমূর্তির পূজা করে এবং তাদের সম্মানার্থে তাদের সামনে মাথা নত করে। আর তাদের অনুকরণে অনেক মুসলিম উক্ত

---

[৯৯] *সূরা আল আন'আম ৬ : ১৬২।*
[১০০] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা: ২৫১৬, সহীহ।*

শির্ক ও বিদ‘আতে লিপ্ত হয়েছে। যা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। ইসলাম পূর্ব লোকেরা তাদের নাবীদের কবরকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়ে সেখানে ‘ইবাদত করত। এ কথা হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছেন :

أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ إِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ.

“জেনে রাখা উচিৎ যে, তোমাদের পূর্বের লোকেরা তাদের নাবীদের সৎ লোকদের কবরসমূহকে মাসজিদে পরিণত করত। সাবধান! তোমরা কবরগুলোকে মাসজিদে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করছি।”[১০১]

কবরকে মাসজিদে পরিণত করার অর্থ হলো কবরের কাছে নামায আদায় করা। যদিও তার উপর মাসজিদ নির্মাণ করা হয়নি। মূলতঃ নামাযের জন্য কোন স্থানে গমণ করাই উক্ত স্থানকে মাসজিদে রূপান্তরিত করার শামিল। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইহুদী-খ্রিস্টানদের প্রতি লা‘নাত করেছেন, কেননা তারা তাদের নাবীদের কবরকে মাসজিদ বানিয়েছে।

নাবী (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবর কি উঁচু করা হয়েছে? এর উত্তর হলো, না। অর্থাৎ- রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবর উঁচু করা হয়নি। তার কবর বাঁধানোও হয়নি, তার কবরকে মাযারও বানানো হয়নি, কোন খানকাতে পরিণত করা হয়নি, তাতে কোন প্রকার বাতিও জ্বালানো হয়নি। বর্তমানে কোন কোন এলাকাতে রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবরের উচুঁ ছবি পরিলক্ষিত হয়, যা দেখতে মাযারের মতো তা মোটেই ঠিক নয়। এ ধরনের ছবি বানোয়াট। অতএব এ ধরনের জঘন্যতম অপরাধ থেকে আমাদেরকে ফিরে এসে সঠিক পথে চলা দরকার এবং মহান আল্লাহর কাছে খালেসভাবে তাওবাহ্ করা দরকার। অন্যথায় পরকালে মুক্তির কোন উপায় নেই। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের মুক্তি দিন –আমীন। ###

[১০১] *সহীহ মুসলিম- হা: ২৩/৫৩২।*

## সেপ্টেম্বর- ২০১৮, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত
## ঢাকা জেলার জন্য

**বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সময়সূচী অনুযায়ী**

| তারিখ | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত |
|---|---|---|
| ০১/০৯/১৮ | ০৫ : ৪০ | ০৬ : ১৭ |
| ০২/০৯/১৮ | ০৫ : ৪০ | ০৬ : ১৬ |
| ০৩/০৯/১৮ | ০৫ : ৪১ | ০৬ : ১৫ |
| ০৪/০৯/১৮ | ০৫ : ৪১ | ০৬ : ১৪ |
| ০৫/০৯/১৮ | ০৫ : ৪১ | ০৬ : ১৩ |
| ০৬/০৯/১৮ | ০৫ : ৪২ | ০৬ : ১২ |
| ০৭/০৯/১৮ | ০৫ : ৪২ | ০৬ : ১১ |
| ০৮/০৯/১৮ | ০৫ : ৪২ | ০৬ : ১০ |
| ০৯/০৯/১৮ | ০৫ : ৪৩ | ০৬ : ০৮ |
| ১০/০৯/১৮ | ০৫ : ৪৩ | ০৬ : ০৮ |
| ১১/০৯/১৮ | ০৫ : ৪৩ | ০৬ : ০৭ |
| ১২/০৯/১৭ | ০৫ : ৪৪ | ০৬ : ০৬ |
| ১৩/০৯/১৮ | ০৫ : ৪৪ | ০৬ : ০৫ |
| ১৪/০৯/১৮ | ০৫ : ৪৪ | ০৬ : ০৪ |
| ১৫/০৯/১৮ | ০৫ : ৪৫ | ০৬ : ০২ |
| ১৬/০৯/১৮ | ০৫ : ৪৫ | ০৬ : ০১ |
| ১৭/০৯/১৮ | ০৫ : ৪৫ | ০৬ : ০০ |
| ১৮/০৯/১৮ | ০৫ : ৪৬ | ০৫ : ৫৯ |
| ১৯/০৯/১৮ | ০৫ : ৪৬ | ০৫ : ৫৮ |
| ২০/০৯/১৮ | ০৫ : ৪৭ | ০৫ : ৫৭ |
| ২১/০৯/১৮ | ০৫ : ৪৭ | ০৫ : ৫৬ |
| ২২/০৯/১৮ | ০৫ : ৪৭ | ০৫ : ৫৫ |
| ২৩/০৯/১৮ | ০৫ : ৪৮ | ০৫ : ৫৪ |
| ২৪/০৯/১৮ | ০৫ : ৪৮ | ০৫ : ৫৩ |
| ২৫/০৯/১৮ | ০৫ : ৪৮ | ০৫ : ৫২ |
| ২৬/০৯/১৮ | ০৫ : ৪৮ | ০৫ : ৫১ |
| ২৭/০৯/১৮ | ০৫ : ৪৯ | ০৫ : ৫০ |
| ২৮/০৯/১৮ | ০৫ : ৪৯ | ০৫ : ৪৯ |
| ২৯/০৯/১৮ | ০৫ : ৪৯ | ০৫ : ৪৮ |
| ৩০/০৯/১৮ | ০৫ : ৫০ | ০৫ : ৪৭ |
| ৩০/০৯/১৮ | ০৫ : ৪০ | ০৬ : ১৭ |

عالم النساء \ gwnjv RMZ

# সন্তান প্রতিপালনে নারীর ভূমিকা অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত

-মোহাম্মাদ আলী*

"উম্মু সুলায়ম বিনতু মিলহান আল-আনসারী" হলেন প্রথম নারী যার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আমি জান্নাতে প্রবেশ করে (হেঁটে চলার) শব্দ শুনতে পেলাম। অতঃপর আমি বললাম কে? ফেরেশ্তাগণ উত্তরে বলল, ইনি হচ্ছেন মিলহানের কন্যা গামীসাহ, আনাস ইবনু মালিকের মাতা।"[১০২]

আল্লাহ তা'আলা তার উপর সন্তুষ্ট হোন। অবশ্যই তিনি সফলতা লাভ করেছেন একজন আদর্শবান স্ত্রী হিসেবে, একজন মা হিসেবে, একজন বোন হিসেবে, সেই সাথে একজন সফল নারী হিসেবেও। ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতেও তার অবস্থান অকাঁট্য। তিনি তার সন্তান আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-কে লালন-পালন করেছেন। তাকে দৃঢ়ভাবে শিক্ষা দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহান আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। অথচ তখনও আনাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) ছিলেন ছোট্ট বাচ্চা/শিশু।

শিশু বয়সেই তিনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের প্রতি আত্মসমর্পণ করেছিলেন, সাদরে গ্রহণ করেছিলেন ইসলাম। এটি লালন-পালন ও শিক্ষা প্রদানের প্রাথমিক একটি ধাপ।

এ ক্ষেত্রে তিনি [আনাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর মাতা] শুরু করেছিলেন 'আক্বীদাহ্ ও এক মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানের মাধ্যমে। ফলে ছোট শিশু বাচ্চার কানে মহান আল্লাহর পরিচিতি ও তাঁর তাওহীদের বাণী প্রথমেই কর্ণগোচর হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন তার মাতা তাকে দ্রুততার সাথে রাসূলের শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন।

সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে- আনাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মদীনায় গমন করেছিলেন, তখন তার মাতা রাসূলের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই শিশুটি হচ্ছে আনাস, সে আপনার খিদমত করবে। অথচ আনাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) তখন ছিলেন মাত্র দশ বছরের শিশু। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) রাসূলের খেদমত করেছেন রাসূলের মদীনায় আগমনের পর থেকে রাসূলের মৃত্যু পর্যন্ত। তার মাতা 'মা' হিসেবে কতই না যোগ্য একজন মাতা! যিনি সন্তানের জন্য সঙ্গী নির্বাচনে কতই না চমৎকার সঙ্গী নির্বাচন করে দিয়েছেন। তিনি তার সন্তানকে প্রতিপালন করেছেন অত্যন্ত সুন্দর ভাবে। ফলে আনাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) ছোট শিশু হয়েও বড়দের মজলিসে উপস্থিত থাকার সুযোগ লাভ করেছিলেন। তিনি সেখানে শিখেছেন আদব-শিষ্ঠাচার ও সহনশীলতা। এজন্য তার আকলের (চিন্তা/বুদ্ধির) বৃদ্ধি এবং নিজেকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তুলতে ও যথাযভাবে কথা বলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বড়দের সাথে কথা বলার আদব খুব অল্প বয়সেই রপ্ত করেছেন। তাই তিনি বড়দের মজলিসে বসার জন্য অভিবাদনও পেতেন।

উম্মু সুলায়ম এর সন্তান বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খাদেম আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) আমাদের নিকট তার মায়ের ব্যাপারে বর্ণনা করতেন, তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার নিকট আসলেন, তখন আমি ছোট বাচ্চাদের সাথে খেলা-ধুলা করছিলাম। তিনি আমাদেরকে সালাম দিলেন, অতঃপর তিনি আমাকে এক প্রয়োজনে পাঠালেন। এতে আমার মায়ের নিকট ফিরে যেতে বিলম্ব হলো। যখন ফিরে আসলাম তখন তিনি বললেন কি ব্যাপার তোমার কি হয়েছিলো? আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে একটি প্রয়োজনে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বললেন, সেটা কি প্রয়োজনে? আমি বললাম নিশ্চয় এটি একটি গোপন বিষয়। এরপর তিনি আমাকে বললেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গোপন বিষয়ের কথা কখনো কাউকে বলবে না।[১০৩]

এভাবেই তিনি [আনাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)] উত্তম চরিত্রে গড়ে উঠেন। তিনি একজন ছোট শিশু হয়েও কল্যাণকর কাজে ও উত্তম আচরণ শিক্ষায় অগ্রগামী ছিলেন। এমনকি এসবকে তিনি অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছিলেন।

সুতরাং শৈশবের ফিতরাত (আচরণ বা স্বভাব) বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হয়- স্বচ্ছস্বভাব ও দ্রুততার সাথে শিক্ষার্জন করার মাধ্যমে।

**দ্বিতীয় নারীর দৃষ্টান্ত :** যিনি মহিয়শী নারীদের অন্যতম। তার সন্তান ছিলেন পুরো একটি জাতির ইমাম। সেই মহিয়শী নারী হচ্ছেন- যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দীস ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর মাতা।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রাহিমাহুল্লা-হ) যখন ছোট্ট শিশু তখন তার পিতা মারা যান। ফলে তার মাতা তাকে লালন-পালন করেছেন, তাকে গড়ে তুলেছেন আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের প্রতি অগাধ ভালোবাসায়। ফলে তিনি সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করেছেন মাত্র দশ বছর বয়সে।

---

** অধ্যয়নরত মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বিভাগ, আরবী সাহিত্য।*

[১০২] *সহীহ মুসলিম- হা: ২৪৫৬।*

[১০৩] *সহীহুল বুখারী- হা: ৬২৮৯, মুসলিম- হা: ২৪৮২, সংক্ষিপ্ত।*

আহমাদ বিন হাম্বাল (রাহিমাহুল্লা-হ) বলতেন, তিনি (আমার মাতা) আমাকে ফজরের বেশ কিছু সময় পূর্বে জাগিয়ে দিতেন এবং আমার জন্য পানি গরম করে দিতেন। কেননা ঐ সময়ে বাগদাদে ছিলো প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। এরপর আমাকে পোষাক পরিয়ে দিতেন। আমি ও আমার মাতা দু'জনে যতটুকু সম্ভব একসাথে সলাত আদায় করতাম। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে মাসজিদে যেতেন। দূরের পথ ও অন্ধকার রাত্রি হওয়ায় তিনি নিজেকে কাপড়ে আবৃত্ত করে নিতেন। এরপর মাসজিদে যেতেন যাতে আমার সাথে সালাত আদায় করতে পারেন।

তিনি ছিলেন একজন মুসলিমা ও মু'মিনা নারী। তিনি সেখানে তার ছেলের সাথে দিনের অর্ধেক সময় পর্যন্ত অবস্থান করতেন যাতে তার সন্তান দীনের শিক্ষার্জন করতে পারে ও উত্তম শিষ্ঠাচারের সাথে গড়ে উঠে। তিনি তার প্রতিটি পদক্ষেপের প্রতিদান মহান আল্লাহর নিকট অবশ্যই পাবেন। তার কাজের জন্য একজন মুসলিম নারী হিসেবে আত্মসম্মান ও গর্ব করাই যথেষ্ট।

কেননা রাসূলুলাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নারীদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন, একজন নারী তার স্বামীর বাড়িতে দায়িত্বশীল, আর (ক্বিয়ামতের দিন) সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[১০৪]

ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে সেই সকল নারী যে তার দায়িত্ব পালন করেনি। সুতরাং হে নারী কল্যাণকর কাজ ও নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখো এবং সচেতন হও। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾

"তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং জাহেলী যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা সলাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুগত থাকবে।"[১০৫]

হাফিয ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লা-হ) এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, তোমরা বিনা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে বের হবে না। তবে প্রয়োজনটি যেন হয় শারঈ। যেমন- শর্তসাপেক্ষে নামাজের জন্য মাসজিদে যাওয়া ইত্যাদি।

এই আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরে কিরামগণ আমভাবে (সাধারণভাবে) এই অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, মহিলার যাবতীয় কাজকর্মগুলো বাড়ির ভিতরেই করা আবশ্যক আর বাড়িতে অবস্থান করাটিও তার জন্য জরুরী। একান্ত কোন প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বের হওয়া তার জন্য উচিৎ নয়। বাড়ির বাইরে কোন প্রয়োজনে বের হতে চাইলে অবশ্যই তার অভিভাবকের অনুমতি গ্রহণ করবে। এরপর শারঈ হিজাব পরিধান করবে, যাতে তার অঙ্গ-প্রতঙ্গ পূর্ণমাত্রায় আবৃত্ত হয়ে যায়। এটি তার জন্য আবশ্যক। এই পদ্ধতিতে প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে বের হওয়ায় কোন অসুবিধা নেই। যেমন সে বের হতে পারে শিক্ষা অর্জনের জন্য, অন্যকে শিক্ষা প্রদানের জন্য, আত্মীয়তা রক্ষার্থে কারো বাড়িতে গমন, কোন কিছু ক্রয় করা ও অন্যত্র ভ্রমণ করা ইত্যাদি।

এসকল ক্ষেত্রে তার বাইরে বের হওয়াটি দোষনীয় নয়। তবে তার স্বামী বা যার অধীনে (অভিভাবকত্তে) থাকবে তিনি তার প্রয়োজনের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিতে পারেন।

একজন নারী বাড়ির বাইরে বের হয়ে দুনিয়াবী কাজে ব্যস্ত বা রোজগার কিংবা অন্যান্য কাজে জড়িত হলে সে সাময়িক কিছু উপকারিতা পেতে পারে। সেটি হতে পারে তার আর্থিক কিংবা অন্য কিছু। কিন্তু সার্বিক ভাবে সে তার পরিবার ও সন্তানদেরকে সময় না দিতে পারায় উপকারের চেয়ে অপকারিতা বেশি বয়ে আনে। একজন নারী যখন ঘরের কাজ ছেড়ে বাইরের কাজে নিয়োজিত থাকে তখন স্বাভাবিকভাবে সে তার সন্তানদেরকে সময় দিতে পারে না, ফলে তার সন্তান বড় হয় মাতা-পিতার আদর-সোহাগ, স্নেহ-ভালোবাসা ছাড়া, বড় হয় নিজস্ব সামগ্রিক চারিত্রিক আদর্শহীন হয়ে। ফলে বর্তমান যুবসমাজের এতটা অধঃপতন। একজন নারী যদি বাড়ির কাজ ও সন্তানদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখে ও সঠিকভাবে যত্ন নেয়; তবে তার সন্তানটি হবে একজন আদর্শ সন্তান, তার সন্তানটি হবে দেশের একজন আদর্শ নাগরিক, তার সন্তানটি হবে দেশের গর্ব।

একজন নারীই পারে তার সন্তানকে সুশিক্ষায় প্রতিপালন করে সমাজকে সংস্কার করতে, সন্তানকে আদর্শ শিক্ষাদানের মাধ্যমে দেশকে সঠিক পথে পরিচালনার পথপ্রদর্শক বানাতে, সমাজের সকল অশালীনতা দূর করতে, দেশের অপকর্ম দূরীভূত করতে। কিন্তু যদি তার সন্তানকে সেই শিক্ষা না দিয়ে সাময়িক উপকারিতা লাভের আশায় বিভিন্ন কাজে নিজেকে নিয়েজিত করে তবে সে তার সন্তানকে সেই সঠিক শিক্ষা দেয়া থেকে বঞ্চিত করে, ফলে তার সন্তান সমাজে হয়ে উঠে একটি আদর্শহীন কীট। তার সেই অবহেলার জন্যই সেই সন্তান একদিন সমাজে সকল প্রকার অশালীনতা ও অপকর্ম সংঘটন করে বেড়ায় যা দেশের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই একজন নারীর উচিত হবে তার সাময়িক উপকার লাভের আশা পরিহার করে সন্তানকে আদর্শ শিক্ষা প্রদানের মাধ্যেমে সমাজ ও দেশকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে উন্নয়নের শিখরে পৌছাতে সাহায্য করা। তবেই সে নারী হবে একজন সফল 'মা'। ###

*[১০৪] আদাবুল মুফরাদ- হা: ২১৪।*
*[১০৫] সূরা আল আহযাব ৩৩ : ৩৩।*

## الأفكار الآفاق \ wbfZ fvebv

# আসুন আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হই

**–সৈয়দ এম. আর. জুলফিকার**

ঐ দিন দেখলাম ৪০/৫০ বৎসরের একজন শশ্রু এক ভদ্রলোক আমার সাথে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। বুকে হাত বাঁধা, রাফুল ইয়াদাইন করা সহ ধীরে স্থীরে সালাত আদায় করলেন। ভদ্রলোককে আহলে হাদীস ভাই বলায় তিনি উত্তরে বললেন, আহলে হাদীস আবার কি? একটা বই Gift করতে চাইলে বললেন– "কুরআন ছাড়া কোন বই পড়ি না"।

আলহামদুলিল্লাহ বর্তমানে মানুষের আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসু মানুসিকতার জন্য বিভিন্ন মিডিয়ার সুবাদে মু'মিন ভাই-বোনেরা সঠিক সুন্নার অনুশীলনে আগ্রহী ও মনোযোগী হচ্ছেন। ব্যাপকভাবে মানুষ ভ্রান্ত 'আক্বীদাহ্ পরিহার করে সহীহ 'আক্বীদাহ্ পোষণ করছেন। বিশেষ করে সৌদি আরব, মালোশিয়া, কুয়েত, কাতার ইত্যাদি দেশে গিয়ে সহীহ সুন্নার অনুশীলনে অনুপ্রাণীত হচ্ছেন। আরব বিশ্বের অধিকাংশ লোক আহলে হাদীসদের 'আক্বীদাহ্ পোষণ করেন, কারন তারা কুরআন হাদীস বুঝতে পারেন ও সহীহ হাদীস 'আমল করেন। তারা বিশেষভাবে আহলে হাদীস নামে আখ্যায়িত হবার প্রয়োজন বোধ করেন না, কারণ আরবী ভাষা-ভাষী মুসলিম অধিকাংশ ভাই-বোনই সহীহ হাদীসের 'আমল করেন।

আমাদের এই উপমহাদেশ, বিশেষ করে বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, পাকিস্তানের মুসলিমগণ আরবী ভাষা তেমন বুঝেন না। 'ইল্‌ম ও 'আমল নির্ভর করে অনেকাংশে 'আলেম-উলামাদের নির্দেশনার উপর। যুগ যুগ ধরে 'আলেম-উলামাগণ যে 'আক্বীদাহ্ পোষণ করেছেন, ধারাবাহিকভাবে তাদের অনুসরণ করে এ উপমহাদেশে 'আক্বীদাহ্ প্রসার লাভ করেছে। আল-হামদুলিল্লাহ বর্তমানে বহু 'আলেম উলামা আহলে হাদীস না হয়েও সহীহ হাদীসের 'আমল করছেন এবং সহীহ হাদীসের প্রচার ও প্রসারে বিশেষ অবদান রাখছেন। এতে করে দিন দিন মানুষ শির্‌ক ও বিদ'আতের পথ পরিহার করে সহীহ হাদীসের 'আমল করছেন। যারা সহীহ হাদীসের 'আমল করে সমাজ থেকে শির্‌ক ও বিদ'আত দূরীভূত করার প্রয়াস পাচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে এর উত্তম যাযা করুন এবং পরকালে করে জান্নাতুল ফিরদাঊস নসিব করুন।

আমাদের বাংলাদেশে একসময় মসজিদে জোরে আমীন বললে, রাফুল ইয়াদাইন করলে বিপত্তি হত। আল-হামদুলিল্লাহ সেই অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু সহীহ হাদীসের অনুসারীরা একত্রিত হয়ে কোথাও কোন মসজিদ নির্মাণ করতে গেলে, এখনো বিপত্তি আসে। দেখা যাচ্ছে– বিভিন্ন জেলায় সহীহ হাদীসের 'আমলকারীগণ একত্রিত হয়ে মসজিদ নির্মাণ করে বিভিন্নভাবে নাজেহাল হচ্ছেন, এমনকি মসজিদ ভেঙ্গে দেয়ার বা পুড়িয়ে দেবার হুমকি দেয়া হচ্ছে। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, সিলেট ও ভোলায় এমন বর্বরচিত্র লক্ষ করা গেছে মুসল্লি ও মসজিদের উপর। সভ্য মুসলিম দেশে অপর কোন মুসলিম মসজিদ পুঁড়িয়ে দিতে পারে তা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের হিদায়াত দান করুন।

এহেন পরিস্থিতির স্বীকার হলে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সকলেই "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের স্মরণাপন্ন হন। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেই অবস্থা সামাল দেন মহান আল্লাহর অনুগ্রহে। আজ এমন পরিস্থিতিতে প্রয়োজন সহীহ 'আক্বীদাহ্ সম্পন্ন সকল ঈমানদার মুসলিম ভই-বোনদের একই ব্যানারে একত্রিত হয়ে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস নামের দ্বীনী, অরাজনৈতিক, দা'ওয়াতি সংগঠনের ছায়াতলে সমবেত হওয়া এবং সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সীসাঢালা প্রচীরের ন্যায়ে শক্ত ভীত গড়ে তোলা। অন্যথায় ঐক্যবিহীন দল ছুট সহীহ 'আক্বীদাহ্ সম্পন্ন দ্বীনী ভাই-বোনদের পদে পদে সিলেট ও ভোলার মতো নাজেহাল হতে হবে। তাছাড়া কুরআন-হাদীসে সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই, এমন বিষয়ে মাসআলা-মাসায়েলে এক এক জন এক এক রকম ফতওয়া দিলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে, কিন্তু দলগতভাবে কেন্দ্রের মাধ্যমে সমাধান দিলে বিশৃঙ্খলার অবকাশ থাকবে না। আমরা কেউ বিভ্রান্তি বিশৃঙ্খলা চাই না, বিভেদও চাই না। বিভেদ বিশৃঙ্খলা কখনো কাম্য হতে পারে না। এই নেক্কারজনক ঘটনার অবসান হওয়া দরকার। প্রয়োজনে হাইকোর্টে এমন অনভিপ্রেত ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য রিট আবেদন করতে হবে।

যাতে কেউ মহান আল্লাহর ঘর মসজিদ পুড়িয়ে দেয়ার মতো উদ্ধত্ব দেখাতে না পারে।

সহীহ 'আক্বীদার সবাইকে আহলে হাদীস বলে নিজেকে পরিচয় দেয়ার মাধ্যমে গর্বিত হতে হবে। ইসলাম আহলে হাদীস মতবাদের নামান্তর মাত্র ছিল বলে অতীতে স্বতন্ত্রভাবে আহলে হাদীসরূপে অভিহিত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়নি। কিন্তু যখন খারেজী ও শী'আদের দল প্রতিষ্ঠিত হলো এবং সুন্নাহকে পরিত্যাগ করে রায় ও ক্বিয়াসের বিধান প্রবর্তন করতে লাগল এবং পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানকে কাফের বলে প্রচার করে কেবল নিজেদেরকে মুসলমান মনে করতে লাগল, তখন খারেজী, রাফেজী, জহমী, মু'তাযেলী, দলগুলো থেকে মুহাম্মদী পন্থীদের জন্য নিজেদের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক একটি নাম আপন দলের জন্য মনোনীত করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। তাই সকল দলের জন্যই মুসলিম নামের দাবী স্বীকার করে কুরআন ও সহীহ হদীসের আনুসারীগণ নিজেদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুখ নিঃসৃত এবং সাহাবীগণের পরিগৃহীত আহলে হাদীস নাম গ্রহণ করেন। ইমাম আবূ হানীফার 'আমলেও এই আহলে হাদীস দল সমভাবে বিদ্যমান ছিল।[১০৬]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন :

﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে, তারাই সফলকাম।"[১০৭]

আসুন না! আমরা যারা সহীহ 'আক্বীদাহ্ সম্পন্ন মুসলিমগণ মহান আল্লাহর নির্দেশিত সেই দল হিসাবে নিজেদের মনে করি। যদি সফলকাম হতে চাই অর্থাৎ- জান্নাত পেতে চাই তবে অর্থ, সম্পদ বা পদলোভ না করে এ দলের সদস্য আমাদের হতেই হবে। আমাদের জীবনে আয়ু সীমিত, দ্রুত চলে যাচ্ছে, আসুন! আজই আমরা বাংলাদেশের একজন মুসলিম হিসাবে "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" নামের সংগঠনে নিজেকে সম্পৃক্ত করে সক্রিয় ভূমিকা রেখে সফকাম হবার চেষ্টা করি।

কুরআনের আলোকে বিশ্বব্যাপী "আহলে হাদীস" নামের সংগঠন বিদ্যমান। এই সংগঠন কুরআনের নিম্নের আয়াতকে বুকে ধারণ করে দা'ওয়াতি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾

"আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একদল আছে যারা সঠিকভাবে পথ নির্দেশ দেয় আর তার মধ্যমে সুবিচার করে।"[১০৮]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানব জাতিকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করার জন্য নাবী-রাসূল প্রেরণ শেষ করেছেন বটে, কিন্তু উম্মাতে মুহাম্মাদীকে কিয়ামত পর্যন্ত নাবী-রাসূলদের সেই কাজ করার মাধ্যমে সফলতা লাভ করার সৌভাগ্য অর্জনের সুযোগ প্রদান করেছেন। সফলতা লাভ করে সৌভাগ্যবান হওয়ার সুযোগ লাভের জন্যই বাংলাদেশের আহলে হাদীসগণ কুরআন ও সহীহ সুন্নার আলোকে একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে শর্তহীনভাবে মেনে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস নামের সংগঠনের ছায়াতলে সমবেত হয়ে শিরক ও বিদ'আত মুক্ত থেকে সহীহ সুন্নাহর আলোকে জীবন গড়ার কর্ম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

"আহলে হাদীস হলো তারা যারা কুরআন-সুন্নাহকে সুন্দরভাবে ধারণ করে এবং এ দুই মূল উৎসকে অন্য সকল মত ও পথের উপরে প্রধান্য দানের ক্ষেত্রে সাহাবা ও তাবেঈনের আদর্শ অনুসরণ করে। সেটা 'আক্বীদাহ্, 'ইবাদত, আখলাক, রাজনীতি, সমাজনীতি যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন। দ্বীনের সকল ক্ষেত্রেই আহলে হাদীসগণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের প্রতি যা নাযিল করেছেন তার উপর অবিচল থাকে। সকল উদ্যম, সংকল্প, নিয়ে সততার সাথে এ পথেই তারা মানুষকে দা'ওয়াত দিয়ে থাকে। তারা নাবী করিম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে লব্ধ 'ইল্ম অন্যের নিকট পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করছে এবং এ বিষয়ে তারা চরম পন্থীদের অনভিপ্রেত কার্যক্রম, বাতিল পন্থিদের অন্যায় সংযোজন ও মুর্খদের অপব্যাখ্যা প্রতিহত করে।

[১০৬] *দেখুন : হিদায়ার টীকা এনায়া- ৫ম খণ্ড, ২৯২ পৃ: ।*
[১০৭] *সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ১০৪ ।*
[১০৮] *সূরা আল আ'রাফ ৭ : ১৮১ ।*

**ইসলামের পথ থেকে যারা বিচ্যুত হয়েছে :** যথা- জাহমিয়া, মুতাজিলা, খারেজী, রাফেজী, মুরজিয়া, কাদরিয়া এবং অন্য যারা আল্লাহ তা'আলা এবং তার রাসূল থেকে দূরে সরে পড়েছে প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে, তাদের সকলের সম্পর্কে আহলে হাদীসগণ সকল দেশে, সকল যুগে সদা জাগ্রত প্রহরীর ভূমিকা পালন করছে এবং মহান আল্লাহর পথে এ দায়িত্ব পালনে নিন্দুকের কোন নিন্দা তাদের স্পর্শ করে না।

আহলে হাদীসগণ সেই দল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যাদের প্রশংসা করেছেন এবং যাদের প্রত্যায়ন করে তিনি বলেছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে একদল সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কোন নিন্দুকের নিন্দা বা কোন বিরুদ্ধচারীর বিরোধিতা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তার সাহাবীদের পথে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত মুক্তিপ্রাপ্ত প্রকৃত দল আহলে হাদীসগণই। এদেরই বৈশিষ্টের বর্ণনাও পরিচয় রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দান করেছেন তাঁর বাণীতে এভাবে যে, "এই উম্মাত অচিরেই তিয়াত্তুর দলে বিভক্ত হবে। এদের মধ্যে একটি মাত্র দল ছাড়া সবগুলোই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! একটি দল কারা? তিনি বললেন, যারা আমি ও আমার সাহাবীগণ যে পথে আছি সে পথে থাকবে।"[১০৯] *[সংগৃহীত : আহলে হাদীস পরিচিতি থেকে।]*

আহলে হাদীস কোন মাযহাব বা ফির্কার নাম নয়। আহলে হাদীস শব্দ দু-টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আহল অর্থ ব্যক্তি আর হাদীস অর্থ রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা, কর্ম বা সম্মতিকে বুঝায়। হাদীস বলতে রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা কর্ম বা সম্মতির সাথে কুরআনুল করিমকেও বুঝায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনুল করিমের বিভিন্ন যায়গায় কুরআনকে হাদীস বলেছেন। যেমন-

﴿تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ﴾

**অর্থ :** "এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ। তবুও কি তোমরা এই হাদীসকে তুচ্ছ গণ্য করবে?"[১১০]

[১০৯] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা: ২৬৪২।*
[১১০] *সূরা আল ওয়া-ক্বি'আহ্ ৫৬ : ৮০-৮১।*

আরও দেখুন সূরা আয্ যুমার-এর ২৩ নাম্বার আয়াত, সূরা আল মুরসালা-ত-এর ৫০ নং আয়াত, সূরা আন্ নাজ্ম-এর ৫৯ নাম্বার আয়াত। তাহলে দেখা গেল, যে ব্যক্তি কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করে চলেন, সে ব্যক্তিই আহলে হাদীস এ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী কুরআন-হাদীস অনুসরণ করে চলেছেন সয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার পর খুলাফায়ে রাশেদীন, আশারায়ে মুবাশশরা, সকল সাহাবী, তাবেঈন ইজাম, তাবা তাবেঈনে কিরাম এবং তাদের অনুসারীগণ সকলেই আহলে হাদীস ছিলেন।

আহলে হাদীস কোন নতুন দল নয়। এ দলের প্রতিষ্ঠাতা সয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহামতি ইমামগণের বহু পূর্বেই এই আহলে হাদীসগণ বিদ্যমান ছিলেন। আহলে হাদীসগণের একমাত্র ইমাম ও নেতা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম), অপর কোন ব্যক্তি নহেন, হতে পারেন না।

তাই আসুন! বাংলাদেশে সহীহ 'আক্বীদাহ্ পোষণকারী, কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ 'আমলকারী সকলে ছোট-খাটো বিভেদ ভুলে গিয়ে নিজেদের 'আহলে হাদীস' নামে আখ্যায়িত করি এবং বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের ছায়াতলে সমবেত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হই এবং সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাতকে একসাথে মোকাবেলা করে মহান আল্লাহর দ্বীনের বার্তাকে সমুন্নত করি, তবেই আমরা মহান আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করতে পারব –ইন্শা-আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

"তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং পরস্পর বিবাদ করো না, তাহলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি চলে যাবে এবং তোমরা ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।"[১১১]

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তার বিধান মেনে চলার তাওফীক্ব দান করুন –আমিন। ###

[১১১] *সূরা আল আনফাল ৮ : ৪৬।*

شعر \ KweZv

## তাওবাহ্

**–মো: শফিকুল ইসলাম***

প্রভু হে! তুলিয়াছি দু'টি হাত
তোমারি পাক দরবার,
কত বড় পাপি আমি জান তুমি অন্তর্যামি
খুলে দাও ক্ষমার দুয়ার।
সৃজিলা শ্রেষ্ঠ করে ছেড়ে দিলা এই ধরে
গাই যেন তোমারি গান,
মাটির বক্ষ চিরে জন্মালা ধীরে ধীরে
হরেক শস্য তুমি তাই,
আমি অতি পাপী নাহি তোমায় জপি
শুধু খাই আর ঘুমাই।
আমি ভাবিনি কভু কত বড় তুমি প্রভু
কি করার আছে ধরে?
আমি ক্ষুদ্র অতি করি হাতজোড় মিনতি
ক্ষমা করো অভাগার তরে।
দোযখের সব দ্বার হারাম করো আমার
বেহেশ্তের দ্বার দাও খুলে,
তাওবাহ্ কবুল করে এই পাপীর তরে
ঈমানটা দান করো মূলে।
এই হাত পা মন ভাবে যেন সদাক্ষণ
তোমারি মহিমা অকুল,
অবশেষে পূনঃ বলি এই দু'টি হাত তুলি
তাওবাহ্ করো গো কবুল।

**আল্লাহ হাফেয ॥**

## মোহাম্মাদ সানি'র দু'টি কবিতা

### (১) একটি প্রশ্ন

যখন দেখি,
সিরিয় শিশুর রক্তে মানবরুপী হায়েনার
বিষাক্ত দাতের কামড়ের নমুনা,
রোহিঙ্গা নারীর আর্তচিৎকারে
বর্মিদের উদ্দাম নৃত্যের নেই তুলনা।
অজ্ঞতার কেন্দ্রে অজ্ঞদের অজ্ঞ রাখার নিমিত্তে
বিজ্ঞদের সেকি ঘেউ ঘেউ,
হিংস্র হায়েনাও স্যালুট দিয়ে বলে
এমন অসভ্য বিজ্ঞ আমরা দেখিনি কেউ।
মানবতা রক্ষায় সভ্যদের ভোজের টেবিলে
বিলাসিতার সেকি রসালাপ
কম্পিত পৃথিবীর বুকে মৃত্যুর সুসংবাদ জানায়
হাজারো করুন বিলাপ
ভাষার চাতুর্যে নব্য উপনিবেশিকতা
ফিরে এসেছে আজ।
ইতিহাসের হিংস্র শত খুনিদের মাথায়,
সেই বিজয়ীর তাজ।
আবেগের স্রোতে ভেসে বীরেরা আজ বিপন্ন,
বীরের রক্তে আজ শত ভীরুরা করে নবান্ন।
তখন এ হৃদয়ের ফুটন্ত গোলাপ
হয় হঠাৎ শুষ্ক মলিন।
একটা প্রশ্ন রাখছি– হে মুসলিম,
হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছ কি কোনদিন?

**আল্লাহ হাফেয ॥**

### (২) জাত পাতের অবসান চাই

জাত-পাত কেন করহে মানুষ, সৃষ্টির সেরা তুমি,
তোমাকে পেয়েছে, ধন্য হয়েছে, বসুধা বক্ষভূমি।
তুমি তো গড়বে শস্য, শ্যামল, তপ্ত মরুর বুকে,
কাঞ্চনগিরির উঁচু শির মেরে, জলধির বুকে ভাসবে সুখে,
পশু আচরণ তব মাঝে নেই, এইতো তোমার পরিচয়,
তাই যদি থাকে, পশুতে তোমাতে কিবা বিভাজন রয়।
ভাইকে মারছ অগ্নিতে পুড়ে, হায়েনার মতো অট্টহাসি,
লোভের বশে লৌহ শিকল, স্বার্থের লাগি দিচ্ছ ফাঁসি।
ভাবছ যা কিছু সামনে তোমার, সবটাই শুধু তব অধিকার।
উপরে বসে হাসছেন তিনি, ন্যায্যতা যার ন্যায়ালংকার।
যেদিন তিনি ধরবেন তোমায়, সেদিন তোমার কিবা হবে,
সুযোগটা তাই কাজে লাগাও, আখেরে তোমার ভালো হবে।
পাপ পথ থেকে সরে এসে তুমি, পুণ্যতে দাও মন,
আমরা মানুষ ভাই ভাই সবে, প্রীতিডোরে বাঁধো সর্বজন।

**আল্লাহ হাফেয ॥**

* *সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক, টাংগাইল জেলা ‍যুবসংঘ আহলে হাদীস।*

الاخبار عن الجمعية ॥ জমঈয়ত সংবাদ

## বাংলাদেশ আহলে হাদীস মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড-এর অধীনস্থ মাদরাসাসমূহ থেকে সৌদী আরবের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশীপপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বিবরণ

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস পরিচালিত **বাংলাদেশ আহলে হাদীস মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড**-এর অধীনস্থ ৪টি মাদরাসা থেকে প্রায় ৪৬ জন শিক্ষার্থী সৌদী আরবের মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, আল কাসিম বিশ্ববিদ্যালয় এবং কিং ‘আবদুল ‘আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য স্কলারশীপ পেয়েছেন। নিম্নে মাদরাসাসমূহ ও শিক্ষার্থীদের বিবরণ প্রদত্ত হলো–

**মাদরাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা (২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ ব্যাচের শিক্ষার্থী)**

**মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশীপপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণ** : ০১. হাফেয আব্দুল্লাহিল বাকী বিন হযরত আলী- ময়মনসিংহ; ০২. হাফেয আরিফুল ইসলাম বিন সেকেন্দার আলী- বগুড়া; ০৩. হাফেয শরীফ হুসাইন বিন মহিউদ্দীন- সাতক্ষীরা; ০৪. হাফেয ওজাইর রহমান বিন শিহাবুদ্দীন- গাইবান্ধা; ০৫. সাজেদুর রহমান বিন আবূ বকর সিদ্দীক- নিলফামারী; ০৬. শফীকুল ইসলাম বিন মুজীবুর রহমান- বগুড়া; ০৭. হাফেয হাবীবুল্লাহ বিন হারুনুর রশীদ- জামালপুর; ০৮. মুআয হাসান বিন জামালুদ্দীন- রংপুর; ০৯. হাফেয মুজাহিদুল ইসলাম বিন মোজাম্মেল হক- নওগাঁ; ১০. হাফেয কামারুজ্জামান বিন নাসিরুদ্দীন- নওগাঁ; ১১. মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম বিন নূর ইসলাম- নওগাঁ।

**আল কাসিম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশীপপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণ** : ১২. আব্দুল হাই বিন আশফাকুর রহমান- বগুড়া; ১৩. ফযলে ইলাহী বিন নাঈমুল হক- চাপাই নবাবগঞ্জ; ১৪. হাফেয আব্দুল লতিফ বিন মুফাযযল হুসাইন- গাইবান্ধা; ১৫. আব্দুস সবুর বিন ওয়াশেফ আলী মির্যা- সিরাজগঞ্জ; ১৬. হাফেয জহিরুল ইসলাম বিন আবুল হোসেন- ময়মনসিংহ; ১৭. নাসিরুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম- কুমিল্লা; ১৮. হাফেয আব্দুল ওয়াহিদ বিন আব্দুর রাযযাক- টাঙ্গাইল; ১৯. মিযানুর রহমান বিন মুখতার আলী- লালমনিরহাট; ২০. মো. নাঈম বিন শাহজাহান- নরসিংদী; ২১. আব্দুল মুকীত বিন ফজলুর রহমান- গাইবান্ধা; ২২. আব্দুল মান্নান- বিন আযিযুল হক- ময়মনসিংহ।

**কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশীপপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী** : ২৩. হাফেয ইসমাঈল হোসেন বিন মনজুর আলী- চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

**মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা (২০১৭ ব্যাচের শিক্ষার্থী)**

**মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও আল কাসিম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশীপপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণ** : ০১. আব্দুল বাকী বিন আব্দুল কারীম- নওগাঁ; ০২. শাহাদাত বিন আব্দুল জলীল- বগুড়া; ০৩. নাযীর বিন আব্দুল জলীল- বগুড়া; ০৪. তাওহীদুল ইসলাম বিন মোজাম্মেল হক- চাপাই নবাবগঞ্জ; ০৫. মুহাম্মদ আমানুল্লাহ- ভোলা।

**মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা (২০১৬ ও ২০১৭ ব্যাচের শিক্ষার্থী)**

**মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশীপপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণ** : ০১. হাফেয হাবিবুর রহমান বিন লুৎফর রহমান- নওগাঁ; ০২. হাফেয এনামুল হক বিন ইবরাহীম মুন্সী- দিনাজপুর; ০৩. মো. আব্দুল মোমিন বিন শহিদুল ইসলাম- বগুড়া; ০৪. হাফেয ওয়াহিদুজ্জামান বিন মূসা শেখ- দিনাজপুর; ০৫. এরশাদ হোসাইন- গাইবান্ধা; ০৬. নাজমুল ইসলাম বিন আবূ হানিফ- রাজশাহী; ০৭. হাফেয ফজলুল হক- নওগাঁ; ০৮. হাফেয ইউনুস বিন মো. নুরুন্নবী- ফেনী; ০৯. হাফেয হাবিবুল্লাহ বিন সাইফুল ইসলাম- ময়মনসিংহ; ১০ হাফেয আলমগীর হোসাইন বিন আতাহার আলী- চাঁপাইনবাবগঞ্জ; ১১. গোলাম কিবরিয়া বিন রমযান আলী- সিরাজগঞ্জ; ১২. মুহাম্মদ ইউসুফ বিন জয়নাল আবেদীন, সিরাজগঞ্জ।

**মাদরাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ, পাঁচরুখী, নারায়ণগঞ্জ (২০১৭ ব্যাচের শিক্ষার্থী)**

**মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশীপপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণ** : ০১. আযহারুল ইসলাম- ময়মনসিংহ; ০২. হাফেয মুস্তফা- ঠাকুরগাঁও; ০৩. হাফেয মুহাম্মদ মহিউদ্দীন- গাজীপুর; ০৪. হাফেয আরিফুল ইসলাম- ময়মনসিংহ; ০৫. মুহাম্মদ মারুফ মিয়া- বাগেরহাট; ০৬. হাফেয আব্দুর রহমান- নারায়ণগঞ্জ।

এ ছাড়াও **আলহাজ্জ ইউসুফ মেমোরিয়াল দারুল হাদীস মাদরাসা, সুরিটোলা, ঢাকা** থেকে মদীনা বিশ্বাবিদ্যালয়ের স্কলারশীপ পেয়েছেন হাফেয তারেক হাসান বিন ফারুক হুসাইন- টাঙ্গাইল।

## ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সভা ও জেলা শুব্বানের কাউন্সিল

বিগত ২৭ জুলাই শুক্রবার ঝিনাইদহ আহলে হাদীস জামে মাসজিদে জেলা জমঈয়ত সভাপতি মুহা. আব্দুল জলীল খানের সভাপতিত্বে জেলা জমঈয়তের নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের প্রথম সভা ও জেলা শুব্বানের কাউন্সিল অধিবেশন সম্পন্ন হয়। জেলা শুব্বানে আহলে হাদীসের সাবেক সভাপতি মো. কামরুল ইসলামের কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে বেলা ১১টায় সভার কার্যক্রম শুরু হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৌদী প্রবাসী জমঈয়তের উপদেষ্টা ও কিং খালিদ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম। এ সভায় দারসে হাদীস পেশ করেন জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি হাফেয অধ্যক্ষ মো. ইমরানুর রহমান।

জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি মো. ইসহাক আলী ও অধ্যাপক মিকাইল ইসলাম, সহকারী সেক্রেটারী মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী ও মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম (বকুল), সাংগঠনিক সম্পাদক মো. ইকরামুল হক, দাঈ/মুবাল্লিগ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুস সামাদ, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, শুব্বানে আহলে হাদীস-এর কেন্দ্রীয় সদস্য মুহাম্মদ মেহেদী হাসান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া- শাখা শুব্বানের সভাপতি মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, আল হাদীস যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ শাহরিয়ার আলম প্রমুখ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলার বিভিন্ন এলাকা হতে আগত কার্যকরী কমিটির সদস্য ও কর্মীবৃন্দ। স্বাগত ভাষণে জেলা সভাপতি উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বিগত ২০১৭-২০১৮ সেশনের সাংগঠনিক কার্যক্রমের একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

জুমু'আর খুতবায় প্রধান অতিথি অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম বলেন, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইসলামকে বিজয়ী দীন হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও দলাদলি ভুলে যাবতীয় অপসংস্কৃতি, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্য গড়ে তুলতে হবে এবং হৃদ্যতা ও সৌহার্দ স্থাপনের মাধ্যমে একটি শান্তি ও সমৃদ্ধ পৃথিবী গড়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। সালাতুল জুমু'আর পর জেলা সংগঠনকে গতিশীল করতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর জেলা শুব্বানের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। **কমিটির বিবরণ–**

সভাপতি- মাছুম বিল্লাহ, সহ-সভাপতি- তাওহীদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক- এহসানউল্লাহ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- মামুনুর রশীদ, কোষাধ্যক্ষ- আব্দুল্লাহ আল-মামুন, সাংগঠনিক সম্পাদক- হাসানুজ্জামান, প্রচার সম্পাদক- কাইয়ুম হোসেন, যুগ্ম প্রচার সম্পাদক- হেদায়েতউল্লাহ, সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক- ইমামুল ইসলাম, ছাত্র/সমাজ কল্যাণ সম্পাদক- সাদিক হোসেন, দফতর সম্পাদক- রবিউল ইসলাম, পাঠাগার সম্পাদক- শাকিল হাসান, যুগ্ম পাঠাগার সম্পাদক- রাকিবুল ইসলাম।

**উপদেষ্টা পরিষদ-** মুহাম্মদ আব্দুল জলিল, মুহাম্মদ আব্দুল কাদির, মুহাম্মদ ইকরামুল হক, মুহা. মিকাইল হোসেন, মুহা. ইমরানুর রহমান, মুহা. ইয়াকুব হোসেন, মুহা. আব্বাস আলী, মুহা. আসগর আলী মাস্টার, মুহা. জিয়াউল হক, মুহা. আব্দুস সামাদ।

## ঢাকা মহানগর জমঈয়তের তাবলীগী কার্যক্রম

ঢাকা মহানগর জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর উদ্যোগে গত ৩ আগস্ট শুক্রবার কেরাণীগঞ্জের ছাতিরচর আল ওয়ালেদাইন জামে মাসজিদে এক তাবলীগী সফর অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মুসল্লীদের সাথে কুশল বিনিময়ের পর জুমুআর খুতবা প্রদান করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সাংগঠনিক সেক্রেটারী শাইখ আব্দুন নূর বিন আব্দুল জব্বার আল মাদানী।

সালাতুল আসরের পর মাদরাসার ছাত্র মো. ওমর ফারুক-এর কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও আলহাজ্জ হেদায়েত উল্লাহর সভাপতিত্বে কুরআন সুন্নাহভিত্তিক আলোচনা পর্ব শুরু হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর জমঈয়তের সভাপতি আলহাজ্জ আলী হোসেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মহানগর জমঈয়তের সাংগঠনিক সেক্রেটারী আলহাজ্জ সুফিয়ান সোহেল। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মাদরাসাতুল হাদীস- নাজির বাজারের মুহাদ্দীস শাইখ শাহাদত বিন সিরাজ মাদানী, মহানগর জমঈয়তের মুবাল্লীগ শাইখ আনিসুর রহমান মাদানী, পেয়ালাওয়ালা শাখা জমঈয়তের সেক্রেটারী হাফেয মাওলানা জাহিদুল ইসলাম, মাদরাসা মুহাম্মদীয়া আরাবিয়া, ঢাকা-এর মুহাদ্দীস শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী, একই মাদরাসার শিক্ষক শাইখ আব্দুল হাই,

আইন্তা আহলে হাদীস জামে মাসজিদের খতীব হাফেয মাওলানা শফিউল ইসলাম।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে হেদায়াতী বক্তব্য প্রদান করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সাংগঠনিক সেক্রেটারী ও মহানগর জমঈয়তের সেক্রেটারী শাইখ আব্দুন নূর বিন আব্দুল জব্বার আল মাদানী।

এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বংশাল, নাজিরবাজার হতে সফরকারী নেতা-কর্মী ছাড়াও স্থানীয় মুসল্লীবৃন্দ ও উলামায়ে কিরাম। সালাতুল ইশা পর্যন্ত অনুষ্ঠান স্থায়ী হয়। অতঃপর মাজলিস ভঙ্গের দু'আ পাঠের মধ্য দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘটে।

## মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা জমঈয়তের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

সৌদী আরব প্রবাসী জমঈয়তের উদ্যোগে, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ব্যবস্থাপনায় দিনব্যাপী এক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী সভা গত ৩১ জুলাই মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার ঐতিহ্যবাহী মাদরাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়ার মাসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক শাইখ মুহাম্মদ মোবারক আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন ও সেক্রেটারী জেনারেল শাইখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী। এছাড়া কেন্দ্রীয় জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী মাদরাসাসমূহের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, এ বছর ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী জেলার মোট ৯টি মাদরাসা থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ শতাধিক প্রতিযোগী এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল- কুরআন তিলাওয়াত, হিফযুল কুরআন, হিফযুল হাদীস, উপস্থিত বক্তৃতা, আরবী ও ইংরেজি বক্তৃতা, ইসলামী সঙ্গিতসহ মোট ১৩টি বিষয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতি পর্বের প্রথম সাতজনকে নগদ অর্থসহ পুরস্কৃত করা হয়।

## মদীনা ইবি শাখা জমঈয়তের সাথে কেন্দ্রীয় শুব্বানের মত বিনিময়

গত ৩১ জুলাই মঙ্গলবার বাদ মাগরিব মাদরাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়ার গ্রন্থাগারকক্ষে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দের সাথে কেন্দ্রীয় শুব্বান কারার সদস্যদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাধারণ সম্পাদক মুহা. আব্দুল্লাহ আল ফারুক শুব্বানের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ মিযানুর রহমান, বিদেশ বিষয়ক সম্পাদক শাইখ আনিসুর রহমান মাদানী, মাজলিসে আম সদস্য শাইখ ইসহাক মাদানী প্রমুখ।

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় দায়িত্বশীলদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শাখা সভাপতি শাইখ মুহাম্মদ সুলাইমান, শাইখ আব্দুল্লাহ বিন কুতুবুদ্দীন, শাইখ আব্দুর রহমান, শাইখ আনোয়ারুল ইসলাম মাদানী, শাইখ হাফেয আব্দুল আযীয, শাইখ মাসউদুর রহমান প্রমুখ।

এ সভায় শুব্বান নেতৃবৃন্দ মদীনা শাখা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দকে শুব্বানের বর্তমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করেন।

## ইউসুফ মেমোরিয়াল মাদরাসায় পুনর্মিলনী সভা

গত ২৮ জুলাই শনিবার পুরাতন ঢাকার সুরিটোলায় অবস্থিত আলহাজ্জ মুহাম্মদ ইউসুফ মেমোরিয়াল দারুল হাদীস মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে এক পুনর্মিলনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাদরাসার প্রধান মুতাওয়াল্লী আলহাজ্জ আব্দুল জব্বার মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক শাইখ মুহাম্মদ মোবারক আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সেক্রেটারী জেনারেল শাইখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী ও কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাধারণ সম্পাদক মুহা. আব্দুল্লাহ ফারুক। আরো উপস্থিত ছিলেন মাদরাসার অধ্যক্ষ শাইখ ইসহাক মাদানী, মাদরাসার মুতাওয়াল্লী আলহাজ্জ আবুল হোসেন বাবুল, উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ, সুরিটোলা মহল্লা পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতি আলহাজ্জ ইয়ার মুহাম্মদ, ঢাকা যুব ফাউণ্ডেশনের সভাপতি শহীদ মাহমুদ শহীদুল্লাহ, ঢাকা মহানগর শুব্বানের সহ-সভাপতি হাফেয ওয়াসিম উদ্দীন সজিব প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন প্রাক্তন ছাত্র পরিষদের আহ্বায়ক শাইখ আনোয়ারুল ইসলাম মাদানী।

## মাদরাসাতুল হাদীসের স্কলারশীপ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

পুরাতন ঢাকার নাজির বাজারে অবস্থিত আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী (রাহিমাহুল্লা-হ) প্রতিষ্ঠিত

মাদারাসাতুল হাদীস থেকে যে সকল কৃতি শিক্ষার্থী সৌদী আরবের মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও আল কাসিম বিশ্ববিদ্যাল-এর স্কলারশীপ পেয়েছেন তাদেরকে মাদারাসাতুল হাদীস-এর পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। গত ৪ আগস্ট শনিবার বাদ 'ইশা এ লক্ষ্যে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। মাদরাসাতুল হাদীস-এর অধ্যক্ষ ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সেক্রেটারী জেনারেল শাইখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক শাইখ মুহাম্মদ মোবারক আলী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন মাদরাসা পরিচালনা পরিষদের সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মদ সালাউদ্দীন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সাংগঠনিক সেক্রেটারী শাইখ আব্দুন নূর বিন আব্দুল জব্বার মাদানী, ঢাকা মহানগর জমঈয়তের সভাপতি আলহাজ্জ আলী হোসেন ঢাকা দক্ষিণ এলাকা জমঈয়তের সভাপতি আলহাজ্জ হাফেয সেলিম এবং স্থানীয় জমঈয়তের নেতা-কর্মীবৃন্দ।

## নাটোর জেলা জমঈয়তের কার্যকরী পরিষদের সভা

গত ১০ আগস্ট শুক্রবার নাটোর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর কেন্দ্রীয় জামে মাসজিদ দক্ষিণ পটুয়াপাড়ায় নাটোর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভাপতির স্বাগত বক্তব্যে সংগঠনকে গতিশীল করার দিক নির্দেশনা ফুটে উঠে। এ সভায় সংগঠনকে সুসংগঠিত ও গতিশীল করার জন্য জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এর প্রচার ও প্রসার ঘটানোর বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। জেলা সেক্রেটারী মাওলানা মো. নাজির হোসেন সংগঠনের অগ্রগতি ও সংগঠন বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য এ্যড. আলহাজ্জ মো. সাইফুল ইসলাম (সাবেক এম.পি), সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ্জ মো. মোজাহার আলী মাস্টার, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ড. এস. এম শাজদার রহমান, আলহাজ্জ মো. কাওছার আলী, মাওলানা এ. কে. এম সাইদুল ইসলাম, আলহাজ্জ মো. ইয়াকুব আলী প্রমুখ।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি অধ্যাপক মো. আব্দুল ওহাব, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আলহাজ্জ মো. আব্দুর রশিদ (এম.কম), মোবাল্লীগ প্রভাষক মাওলানা মো. মঈন উদ্দিন, পাঠাগার সম্পাদক আলহাজ্জ মো. হাসান আলী, অফিস সম্পাদক মো. আনোয়ার হোসেন, সদস্য আলহাজ্জ মো. আয়েন উদ্দিন, মো. আকবর আলী, প্রভাষক মো. আব্দুল মান্নান, অধ্যাপক মো. আবুল কালাম আজাদ, আলহাজ্জ কামরুল হুদা, মাওলানা মো. আফজাল হোসেন, মো. জাহাঙ্গীর হোসেন, মো. জহুরুল ইসলাম, মো. আব্দুল মান্নান সরদার, মো. মাজেদুল ইসলাম, মো. আবুল কাসেম, মো. আরাফাত জামান রিয়াদ, মো. মোজাম্মেল হক, মো. মাজহার উল হক, মো. হোসেন আলী মাস্টার, মো. আব্দুল কায়েম, মো. আব্দুল মান্নান প্রাং প্রমুখ। সভার শেষ পর্যায়ে সভাপতি মহোদয় সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।

## মৃত্যু সংবাদ

নরসিংদী জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মুবাল্লিগ মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া বিভিন্ন রোগভোগের পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ৬ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী-সন্তান এবং অনেক গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

তার নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক শাইখ মুহাম্মদ মোবারক আলী। জানাযায় অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সমাজসেবা ও জনকল্যাণ বিষয়ক সেক্রেটারী শাইখ মাসউদুল আমল আল উমরী, নরসিংদী জেলা জমঈয়তের সভাপতি হাফেয শাইখ হাফিযুর রহমান, সেক্রেটারী শাইখ আতাউর রহমান মাউড়ী, মাদরাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যার শিক্ষক ও স্থানীয় মুসল্লীবৃন্দ। জানাযা শেষে মাইয়্যিতকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

নরসিংদী জেলা জমঈয়তের পক্ষ থেকে তার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

## التوجيه \ civgk

# মশা তাড়ানোর কার্যকরী কিছু উপায়

এসে গেছে মশার মৌসুম। রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে চলছে মশা মারতে কামান দাগানোর মহড়া। যন্ত্রণাদায়ক এই পতঙ্গ রাতের আধারে কানের কাছে কখনো গান গেয়ে আর কখনো নিরবে যন্ত্রণা দিতে থাকে। পাশাপাশি তারা রোগজীবাণু সংক্রামণ করে। স্প্রে, কয়েল, অ্যারোসল কোন কিছুতেই মশা তাড়ানো সহজ নয়। আবার এসব দিয়ে মশা তাড়ালেও আমাদের স্বাস্থ্য এতে চরম ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই প্রাকৃতিক উপায়ে মশা তাড়ানোর ব্যবস্থা করা জরুরি।

তাহলে জেনে নেয়া যাক মশা তাড়ানোর কার্যকরী কিছু টিপস-

১. ফ্যান চালু রাখুন: মশারা খুবই হালকা। অন্যদিকে একটি ফ্যানের স্পিড ঘণ্টায় প্রায় দুই মাইল। মশাদের উড়বার গতিবেগের চাইতে ফ্যানের ঘুরবার গতি অনেক বেশি হওয়াতে সহজেই মশাদের ব্লেডের কাছে টেনে নেয়। আপনার বসার স্থান কিংবা ডেক বা যেসব স্থান থেকে মশারা খুব সহজে আপনার গৃহে প্রবেশ করতে পারে, এমনসব স্থানে মশাদের আগমন সময়ে আপনার টেবিল ফ্যান বা পেডাল ফ্যানটি চালু রাখুন। মশাদের হাত থেকেও যেমন নিস্তার পাবেন তেমনি গরমেও পাবেন আরাম।

২. লেবু ও লবঙ্গের ব্যবহার: লেবু খণ্ড খণ্ড করে কেটে ভেতরের অংশে অনেকগুলো লবঙ্গ গেঁথে দিন। লেবুর মধ্যে লবঙ্গের পুরোটা ঢুকাবেন শুধুমাত্র লবঙ্গের মাথার দিকের অংশ বাইরে থাকবে। এরপর লেবুর টুকরাগুলো একটি প্লেটে করে ঘরের কোণায় রেখে দিন। ব্যস, এতে বেশ কয়েকদিন মশার উপদ্রব থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন। এই পদ্ধতিতে ঘরের মশা একেবারেই দূর হয়ে যাবে। আপনি চাইলে লেবুতে লবঙ্গ গেঁথে জানালার গ্রিলেও রাখতে পারেন। এতে করে মশা ঘরেই ঢুকবে না।

৩. নিমের তেলের ব্যবহার: নিমের মশা তাড়ানোর বিশেষ একটি গুণ রয়েছে। নিমের তেল ত্বকের জন্যও বেশ ভালো। তাই একসঙ্গে দুটি উপকার পেতে ব্যবহার করতে পারেন নিমের তেল। সমপরিমাণ নিমের তেল ও নারকেল তেল মিশিয়ে ত্বকে লাগিয়ে নিন। দেখবেন মশা আপনার ধারে কাছে ভিড়বে না এবং সেই সঙ্গে ত্বকের অ্যালার্জি, ইনফেকশন জনিত নানা সমস্যাও দূর হবে।

৪. পুদিনার ব্যবহার: ছোট গ্লাসে একটু পানি নিয়ে তাতে ৫ থেকে ৬ গাছি পুদিনা রেখে দিন খাবার টেবিলে। ৩ দিন অন্তর পানি বদলে দেবেন। জার্নাল অফ বায়োরিসোর্স টেকনোলোজির গবেষণা মতে তুলসির মতো পুদিনা পাতারও রয়েছে মশা দূরে রাখার ক্ষমতা। শুধু মশাই নয় পুদিনার গন্ধ অনেক ধরনের পোকামাকড়কে ঘর থেকে দূরে রাখে। পুদিনা পাতা ছেঁচে নিয়ে পানিতে ফুটিয়ে নিন। এই পানির ভাপ পুরো ঘরে ছড়িয়ে দিন। দেখবেন ঘরের সব মশা পালিয়েছে। চাইলে পুদিনার তেলও গায়ে মাখতে পারেন।

৫. টবে লেমন গ্রাস লাগান: থাই লেমন গ্রাসে আছে ‘সাইট্রোনেলা অয়েল’ যা থেকে বের হয় একধরনের শক্তিশালী সুগন্ধ। এই সুগন্ধ কিন্তু মশাদের যম। মশারা এর কাছেও ঘেঁষে না। ফলে আপনার আশেপাশে লেমন গ্রাসের ঝাঁড় থাকলে মশারা আপনাকে খুঁজে পাবে না। আর লেমন গ্রাস দেখতেও কিন্তু মন্দ নয়। এমনসব স্থানে এসব গাছের টব রাখুন যেখানে সকাল বিকাল কিংবা রাতে পরিবারের অন্যদের নিয়ে কিংবা বন্ধু বান্ধব নিয়ে আড্ডা বা সময় কাটান। এভাবে থাকুন মশা মুক্ত।

৬. নারিকেলের আঁশ পোড়ান: নারিকেলের গায়ে থাকা আঁশের সাহায্যে দূর করতে পারেন মশা। নারিকেলের আঁশ শুকিয়ে টুকরা করুন। একটি কাঠের পাত্রে রেখে জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি ধরুন। ৫-৬ মিনিটের মধ্যেই মশা দূর হবে।

৭. হলুদ বৈদ্যুতিক আলো: ঘরের মধ্যে মশার উৎপাত কমাতে চাইলে, ঘরের বৈদ্যুতিক আলোটি হলুদ সেলোফেনে জড়িয়ে দিন। ফলে হলুদ আলো হবে। দেখবেন মশা কমে গেছে, কারণ মশা হলুদ আলো থেকে দূরে থাকতে চায়। এছাড়া ঘরে এবং ঘরের বাইরে লাইট বাল্বগুলো পরিবর্তন করুন। মশারা সাধারণত সব লাইটের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। এলইডি লাইট, হলুদ ‘বাগ লাইট’, বা সোডিয়াম লাইট এক্ষেত্রে উপকারী। এগুলো জ্বালালে সন্ধ্যাবেলা ঘরে বাইরে মশাদের আক্রমণ অনেকটাই কমে যাবে।

৮. চা-পাতা পোড়ান: ব্যবহৃত চা-পাতা ফেলে না দিয়ে ভাল করে রোদে শুকিয়ে নিন। এইভাবে ওই চা পাতা ধুনোর বদলে ব্যবহার করুন। শুকনো চা পাতা পোড়ানো ধোঁয়ায় ঘরের সমস্ত মশা, মাছি পালিয়ে যাবে।

৯. নিমপাতা পোড়ান: কয়লা বা কাঠ-কয়লার আগুনে নিমপাতা পোড়ালে যে ধোঁয়া হবে তা মশা তাড়ানোর জন্য খুবই কার্যকর।

১০. রসুনের স্প্রে করুন: রসুনের স্প্রে মশা তাড়াতে খুবই কার্যকারী প্রাকৃতিক উপায়। ৫ ভাগ পানিতে ১ ভাগ রসুনের রস মেশান। মিশ্রণটি একটি বোতলে ভরে শরীরের যেসব স্থানে মশারা কামড়াতে পারে সেসব স্থানে স্প্রে করুন। এতে করে যে কোন ধরনের রক্ত চোষারা আপনার ধারে কাছেও আসবে না।

১১. বারান্দায় চামচিকার বাক্স রাখুন: ভয় পাওয়ার কিছু নেই। চামচিকারারা এক ঘণ্টায় কয়েকশত পোকা-মাকড় খায়। তাই মশা তাড়াতে ব্যাট হাউস বানাতে পারেন। বারান্দায় কিংবা ভেন্টিলেটরের কাছে রাখুন আর চামচিকাদের কাজ করতে দিন।

১২. কালো, নীল ও লাল কাপড় এড়িয়ে চলুন: মশাদের পছন্দের রঙের পোষাক এড়িয়ে চলুন। কি অবাক হচ্ছেন! হ্যাঁ কিছু কিছু প্রজাতির মশারা কয়েকটি গাঢ় রঙের প্রতি আকৃষ্ট হয় যেমন কালো, নীল আর লাল। আর তারা গরমের প্রতিও সংবেদনশীল। তাই ঠাণ্ডা রাখুন ঘর আর পোষাক পরুন হালকা রঙের।

১৩. জমানো জল থেকে দূরে থাকুন: খেয়াল রাখুন যেন কোথাও জল জমে না থাকে। ঘরের আনাচে-কানাচে কিংবা উঠোনে জল জমে থাকলে সেখানে মশারা বংশবিস্তার করতে পারে। তাই যেখানেই জল জমুক না কেন, তা সরিয়ে ফেলুন। মশার বংশবিস্তার রোধ করুন।

১৪. কর্পূরের ব্যবহার: মশা কর্পূরের গন্ধ একেবারেই সহ্য করতে পারে না। আপনি যে কোনো ফার্মেসিতে গিয়ে কর্পূরের ট্যাবলেট কিনে নিতে পারেন। একটি ৫০ গ্রামের কর্পূরের ট্যাবলেট একটি ছোট বাটিতে রেখে বাটিটি পানি দিয়ে পূর্ণ করুন। এরপর এটি ঘরের কোণে রেখে দিন। তাৎক্ষণিকভাবেই মশা গায়েব হয়ে যাবে। দুই দিন পর পানি পরিবর্তন করে নিন। আগের পানিটুকু ফেলে দিবেন না। এই পানি ঘর মোছার কাজে ব্যবহার করলে ঘরে পিঁপড়ের যন্ত্রণা থেকেও মুক্তি পাবেন।

১৫. সুগন্ধি ব্যবহার করুন: মশারা সুগন্ধি থেকে দূরে থাকে। সুতরাং রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে শরীরে আতর, সুগন্ধি, কিংবা লোসন মেখে শুতে পারেন। নিশ্চিত করে বলা যায় এতে মশা সাধারণ থেকে অনেক কম দেখা যাবে। OURISLAM24.COM

# মণিরখনি

আবূ মালিক আল আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে এমন বালাখানা আছে (স্বচ্ছতার কারণে) যার ভেতরের অংশ বাইরে থেকে এবং বাইরের অংশ ভেতর থেকে দৃশ্যমান।[১১২]

আবূ মূসা আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, দু'টি জান্নাত রৌপ্যের (শ্রেণিভেদে) এবং তার পানপাত্র ও আসবাবপত্রও রৌপ্যের। আর দু'টো জান্নাত স্বর্ণের এবং পানপাত্র ও আসবাবপত্রও স্বর্ণের। জান্নাতুল আদ্ন্-এ তাদের ও মহান আল্লাহর মাঝে মহান আল্লাহর অহংকারের চাদর অন্তরাল সৃষ্টি করেছে।[১১৩]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, মহান আল্লাহর পথে এক সকাল বা এক সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও তার সকল সম্পদ হতে উত্তম। জান্নাতে তোমাদের কারো ধনুক পরিমাণ পা রাখার জায়গা দুনিয়া ও তার মাঝের সকল কিছু হতে উত্তম। যদি জান্নাতবাসিনী কোন নারী (হূর) পৃথিবীর দিকে উঁকি দেয় তবে সমগ্র জগত (তার রূপের ছটায়) আলোকিত হয়ে যাবে এবং আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানসমূহ সুগন্ধিতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। তাদের (হূরদের) মাথার ওড়নাও গোটা দুনিয়া এবং তার মধ্যকার সবকিছু হতে উত্তম'।[১১৪]

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারীদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল, আর দ্বিতীয় দলের চেহারা হবে আকাশের ধ্রুব নক্ষত্রসদৃশ। তাদের প্রত্যেকের জন্য থাকবে দু'জন স্ত্রী, প্রত্যেক স্ত্রীর আবরণে থাকবে সত্তর জোড়া কাপড়, তথাপি (তাদের উজ্জ্বলতার কারণে কাপড় ভেদ করে) পায়ের নলির ভিতরের মগজ দৃশ্যমান হবে।[১১৫]

---

[১১২] *মুসনাদে আহমাদ- ২/১৭৩, মা: শা:, হা: ৬৬১৫, ২২,৯০৫।*
[১১৩] *সহীহুল বুখারী- মা: শা:, হা: ৪৮৭৮; সহীহ মুসলিম- হা: ১৮০।*
[১১৪] *সহীহুল বুখারী- হা: ২৭৯৬।*
[১১৫] *জামি' আত্ তিরমিযী- মা: শা:, হা: ২৫৩৫, সহীহ।*

عجائب العلوم \ weÁvb-we¯q

# সূর্যের রহস্য ভেদে রওনা হলো নাসার নভোযান পার্কার সোলার প্রোব

সূর্যের রহস্য ভেদের এক মিশন নিয়ে পার্কার সোলার প্রোব নামে একটি উপগ্রহ সফলভাবে উৎক্ষেপণ করেছে মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসা। নির্ধারিত সময়ের একদিন পর ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল নাসার নভোযানটি উৎক্ষেপণ করা হলো। এটি সূর্যের ৬০ লক্ষ কিলোমিটারের মধ্যে গিয়ে পৌঁছাবে। সূর্যের এত কাছাকাছি এর আগে কোন যানই যেতে পারেনি।

সূর্যের যে উজ্জ্বল আলোকছটার অংশটি সূর্যগ্রহণের সময় দেখা যায়, যাকে বলে 'করোনা', এই যানটি তার ভেতর দিয়ে উড়ে যাবে।

বলা হচ্ছে- ১০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও বেশি তাপ সহ্য করার ক্ষমতা রয়েছে প্রোবের।

চারটি ডেল্টা-ফোর রকেট দিয়ে উপগ্রহটি মহাকাশে পাঠানো হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের কেপ ক্যানাভেরাল থেকে 'প্রোব'কে উৎক্ষেপণের কথা ছিল। তবে শেষ মুহূর্তে বাড়তি কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তা ১৪ ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়।

**অবিশ্বাস্য গতির নভোযান :** সাত বছর ধরে সূর্যের চারদিকে ২৪ বার প্রদক্ষিণ করবে এই স্যাটেলাইট। সে সময় এটির গতি হবে ঘণ্টায় কমপক্ষে ৬৭০,০০০ কিলোমিটার। ৬০ লাখ কিলোমিটার দূর থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকবে।

এই প্রকল্পের অন্যতম বিজ্ঞানী ড. নিকি ফক্স বলেছেন, "আমি বুঝতে পারছি ৬০ লাখ কিমি দূরত্বকে কখনই নিকট দূরত্ব বলে মনে হবে না, কিন্তু যদি ধরে নেয়া হয় ভূপৃষ্ঠ এবং সূর্যের দূরত্ব এক মিটার, তাহলে প্রোব সূর্য থেকে মাত্র ৪ সেমি দূরে থাকবে।"

প্রোব যে গতিতে চলবে তা নজিরবিহীন। ড. ফক্স বলছেন, "এত দ্রুতগতির কোনো কিছু আগে তৈরি হয়নি। সূর্যের চারদিকে এটি প্রতি ঘণ্টায় ৬৯০,০০০ কিমি পর্যন্ত গতিতে ঘুরবে। অর্থাৎ- এই গতিতে নিউইয়র্ক থেকে টোকিও যেতে লাগবে এক মিনিটেরও কম সময়।"

বলা হচ্ছে- মনুষ্য-বিহীন এই নভোযান, যেটি একটি স্যাটেলাইটের মতো কাজ করবে, তা সূর্যের যতটা কাছে যাবে এর আগে মানুষের তৈরি কোন যান এত কাছে যায়নি।

সূর্যের চারদিকে উজ্জ্বল আভাযুক্ত যে এলাকা, যেটি 'করোনা' নামে পরিচিত, সরাসরি সেখানে গিয়ে ঢুকবে এই স্যাটেলাইট। তারপর সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করতে করতে বুঝার চেষ্টা করবে এই নক্ষত্রের আচরণ।

তাপ থেকে রক্ষায় পুরু কম্পোজিট কার্বনে মোড়া থাকবে পার্কারের যন্ত্রপাতি।

**কেন এই অভিযান গুরুত্বপূর্ণ?**

সূর্য কীভাবে কাজ করে, তা বুঝতে সাহায্য করবে পার্কার নামের এই স্যাটেলাইট। সূর্য তার বৈদ্যুতিক বিভিন্ন কণা এবং চৌম্বক শক্তি দিয়ে পৃথিবীকে সবসময় প্রভাবিত করছে। এই 'সোলার উইন্ড' বা সূর্য থেকে নিঃসরিত বাতাসের প্রভাবে উত্তর মেরুর আকাশে তৈরি হয় অদ্ভুত সুন্দর রংচঙে আলোর খেলা।

কিন্তু সূর্যের কিছু প্রবাহ পৃথিবীর চৌম্বক শক্তির ভারসাম্য বিঘ্নিত করে ফেলতে পারে। সে ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হতে পারে, মহাকাশে স্যাটেলাইটগুলো কক্ষচ্যুত হতে পারে, এমনকি বৈদ্যুতিক গ্রিড বিকল হয়ে যেতে পারে।

বিজ্ঞানীরা সেই সব বিপদ আগে থেকে বুঝার চেষ্টা করছেন। পার্কার আগাম তথ্য দিয়ে এ কাজে দারুণভাবে সাহায্য করতে পারে।

**কেন সূর্যের এত কাছাকাছি যাওয়া দরকার?**

'করোনা' বা সূর্যের চারদিকের উজ্জ্বল আভাযুক্ত যে এলাকা সেটির অদ্ভুত আচরণ বিজ্ঞানীদের কাছে বড় রহস্য। সূর্যপৃষ্ঠের চেয়ে করোনার তাপমাত্রা বেশী। সূর্যপৃষ্ঠের তাপমাত্রা যেখানে ৬,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো, করোনা অঞ্চলের তাপমাত্রা কয়েক মিলিয়ন ডিগ্রি হতে পারে।

এছাড়া সূর্য থেকে নিঃসরিত বাতাস যখন করোনায় প্রবেশ করে, তখন তার গতি হঠাৎ তীব্রভাবে বেড়ে যায়। এই গরম বাতাস তখন প্রতি সেকেন্ডে ৫০০ কিমি বেগে সোলার সিস্টেমের ভেতর দিয়ে ধেয়ে চলে। পার্কার করেনার বৈদ্যুতিক এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের বিভিন্ন তথ্য পাঠাতে সক্ষম হবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা।

**কীভাবে টিকে থাকবে পার্কার?**

এখন থেকে ৬০ বছর আগে প্রথম সূর্যের কাছাকাছি নভোযান পাঠানোর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু সূর্যের কাছে পাঠানোর জন্য যে ধরনের নভোযান তৈরির প্রয়োজন সেই প্রযুক্তি এতদিন পরে বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। সোলার চালিত এই নভোযানের যন্ত্রপাতি থাকবে ৪.৫ ইঞ্চি পুরু কম্পোজিট কার্বনের আবরণে দিয়ে মোড়া। ফলে ভেতরের তাপমাত্রা সবসময় ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ভেতরে থাকবে। রক্ষা পাবে ভেতরের যন্ত্রপাতি এবং কম্প্যুটার।

*[সূত্র : দি বাংলাদেশ টুডে]*

## ! b" #ei \ أخبار أخرى

# চীনা বন্দিশিবিরে আটক ১০ লাখ উইঘুর মুসলিম

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক একটি কমিটি দাবি করেছে, চীন সরকার দেশটির ১০ লাখ উইঘুর মুসলিমকে ‘উগ্রবাদ-বিরোধী শিবিরে’ আটকে রেখেছে বলে তারা জানতে পেরেছেন।

জাতিসংঘের ‘এলিমিনেশন অব র‌্যাসিয়াল ডিসক্রিমিনেশন’ কমিটির সদস্য গে ম্যাকডোগাল শুক্রবার জেনেভায় এই বিশ্ব সংস্থার চীন বিষয়ক দু’দিনব্যাপী বৈঠকের প্রথমদিনে এ দাবি করেছেন। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, চীন সরকার উইঘুর স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলকে ‘একটি বিশাল বন্দিশিবিরে’ পরিণত করেছে বলে তারা জানতে পেরেছেন। চীনের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। বেইজিং অবশ্য অতীতে এ ধরনের বন্দিশিবিরের অস্তিত্ব থাকার কথা অস্বীকার করেছে।

**গে ম্যাকডোগাল :** চীনের জাতিগত উইঘুর মুসলমানদের বেশিরভাগ সে দেশের শিনজিয়াং প্রদেশে বসবাস করেন। প্রদেশের শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ জনগোষ্ঠী উইঘুর সম্প্রদায়ের। গত কয়েক মাস ধরে এ খবর ছড়িয়ে পড়েছিল যে, শিনজিয়াংয়ের মুসলিম সংখ্যালঘুদের ব্যাপক হারে আটক করা হচ্ছে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো জাতিসংঘের এই কমিটির কাছে নানা তথ্যচিত্র তুলে ধরে দাবি করেছে, চীনা মুসলিমদেরকে বন্দিশিবিরে আটকে রেখে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

উইঘুর মুসলিমদের আন্তর্জাতিক সংগঠন ‘ওয়ার্ল্ড উইঘুর কংগ্রেস’ বলেছে, বন্দিদেরকে কোনো অভিযোগ গঠন ছাড়াই আটকে রাখা হচ্ছে এবং সেখানে তাদেরকে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির শ্লোগান দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। বন্দিদেরকে ঠিকমতো খেতে দেয়া হয় না এবং ব্যাপকভাবে নির্যাতন করা হয়।

গত এপ্রিলে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র কর্মকর্তা লরা স্টোন দাবি করেছিলেন, চীন সরকার সেদেশের উইঘুর সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষকে আটকে রেখেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র হুয়া চুনিং বলেন, যে কেউ শিনজিয়াং প্রদেশ সফরে এসে দেখতে পারেন, এখানকার জনগণ শান্তিতে বসবাস করছে এবং সন্তুষ্টচিত্তে কর্মজীবন উপভোগ করছে। তারা উন্নত জীবন-যাপন করছে বলেও তিনি দাবি করেন।

# সিরিয়ায় ২০ মাসেই নিহত হয়েছে ১ লাখ

সিরিয়ায় চলমান গৃহযুদ্ধের শিকার হয়ে ২০ মাসে নিহত হয়েছে অন্তত ১লাখ মানুষ। এর মধ্যে শুধু ২০১৭ সালেই নিহত হয়েছে ৬৮ হাজার। যদিও তাদের মৃত্যুর ধরণ বা প্রকৃতি নিয়ে কোন নির্দিষ্ট তথ্য দিতে পারেনি সরকারি জরীপ সংস্থা। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন পক্ষের হামলায় এ বছর আরো অন্তত ৩২ হাজার মানুষ মারা গেছে বলে জানিয়েছে দেশটির সরকারি গণমাধ্যম ‘আল-ওয়াতান’।

আল-ওয়াতান সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে জানায়, নিহতরা আসলে কোন পক্ষের তার ব্যাপারে জরীপ সংস্থার পক্ষ থেকে তেমন কোন তথ্য দেয়া হয়নি। আদৌ তারা কোন পক্ষে যুদ্ধ করে মারা গেছে না হামলার শিকার হয়ে নিহত হয়েছে তারও কোন সঠিক তথ্য নেই বলে জরীপ সংস্থার প্রধান আহমদ রাহালের বরাতে দাবি করেছে ‘ডেইলি মেইল’। *[১০ আগস্ট, আরব নিউজ]*

# রাজস্থানে ৮ গ্রামের মুসলিম নাম বদলে হিন্দু নাম

**১০ আগস্ট, হিন্দুস্তান টাইমস :** ভারতের রাজস্থানে ৮টি গ্রামের মুসলিম নাম বদলে রাতারাতি হিন্দু নাম দেয়া হয়েছে। রাজ্যের বড়মে জেলার ‘মিয়া কা বড়া’ নামের একটি গ্রামের নাম বদল করে করা হয়েছে ‘মহেশপুর’। অন্যদিকে রাজ্যের অপর একটি গ্রাম ‘ইসমাঈলপুর’-এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে ‘পিচানবা খুর্দ’। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এমন আরও ৬টি গ্রামের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে রাজস্থানে। যেগুলোর অধিকাংশ ছিল মুসলিম নাম। কয়েকমাস আগে রাজ্যের বেশ কিছু গ্রামের নাম বদলের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব দিয়েছিল রাজস্থান সরকার। গত ১ জুন সেই গ্রামগুলোর মধ্যে ৮টি গ্রামের নাম পরিবর্তন আবেদন মঞ্জুর করে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। ‘মিয়া কা বড়া’ গ্রামের বাসিন্দা ও পঞ্চায়েত প্রধান হানওয়ান্ত সিং দাবি করেন, তাদের গ্রামের নাম আগে ছিল ‘মহেশ রো বড়া’। পরে সেটিই বিকৃত হয়ে ‘মিয়া কা বড়া’ হয়ে যায়। তিনি বলেন, ‘ছোটবেলায় জানতাম আমাদের গ্রামের নাম মহেশ রো বড়া। কয়েক দশকের মধ্যে নামটা পালটে যায়। ২০১০ সালে আমি

পঞ্চায়েত প্রধান হওয়ার পর থেকে নাম বদলের বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছিলাম। পুরনো নথি দিয়ে নাম বদলের জন্য প্রশাসনিক দফতরে আবেদন করেছিলাম। গত জুন মাসে সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে কেন্দ্র সরকার। গ্রামের নতুন নাম হয়েছে মহেশনগর।' এই নাম পরিবর্তনের পেছনে রাজস্থান রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অন্য অভিসন্ধি রয়েছে বলে অভিযোগ করেছে অনেকে। গ্রামগুলোর মধ্যেও ধর্মান্তর প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে দুই জায়গাতেই সরকার পরিচালনাকারী দল বিজেপির বিরুদ্ধে। রাজস্থান রাজ্য সরকার অবশ্য বলছে, নামে মুসলিম হলেও গ্রামগুলো আসলে হিন্দু অধ্যুষিত। তাই নাম পরিবর্তনের এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

## বরিসের বহিষ্কার দাবিতে মুসলিম নারীর চিঠি

বোরকা নিয়ে মুসলিম নারীদের কটুক্তি করা যুক্তরাজ্যের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী বরিস জনসনকে কনজারভেটিভ পার্টি থেকে বহিষ্কার করার দাবি জানিয়েছেন মুসলিম নারীরা। বহিষ্কারের দাবি জানিয়ে পার্টির সভাপতি ব্র্যানডন লুইসের কাছে চিঠি লিখেছেন নেকাব বা বোরকা পরা ১০০ নারী। অন্যদিকে সম্প্রতি বরিসের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের জন্য দলীয়ভাবে তদন্ত শুরু করেছে কনজারভেটিভ পার্টি। দেশটির শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যম স্কাই নিউজে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে একথা জানানো হয়েছে। চিঠিটিও প্রকাশ করেছে এই গণমাধ্যম।

চিঠিতে বলা হয়েছে– জনসন শুধু ক্ষমা প্রকাশ করলে তা যথেষ্ট হবে না। কারণ তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করেছেন। নিজেদের পক্ষে কথা বলার এবং পোশাক বাছাইয়ের সক্ষমতা নারীদের আছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে চিঠিতে।

জনসনের সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি সূত্রের বরাত দিয়ে স্কাই নিউজ জানিয়েছে, ইতোমধ্যে তার বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে কনজারভেটিভ পার্টি।

গত ৬ আগস্ট ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফে প্রকাশিত এক নিবন্ধে বরিস জনসন লিখেছিলেন, নিকাবকে নিষিদ্ধ করা উচিত হবে না, কিন্তু এটা দেখতে 'হাস্যকর' লাগে। আর মুসলিম নারীরা বোরকা পরলে তাদের 'চিঠির বাক্স' এবং 'ব্যাংক ডাকাত'দের মতো দেখায়। এরপর ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন জনসন। কনজারভেটিভ মুসলিম ফোরামের প্রতিষ্ঠাতাদের মতে, জনসনের এই মন্তব্য কমিউনিটির মধ্যকার সম্পর্ককে হুমকির মুখে ফেলবে।

## চীনে মসজিদ ভাঙার বিরুদ্ধে সোচ্চার মুসলিমরা

চীনের পশ্চিমাঞ্চলে একটি মসজিদ ভেঙে দেয়া থেকে রক্ষা করতে শতশত মুসলিম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। কর্মকর্তারা বলছেন, নিংজিয়া এলাকায় নবনির্মিত ওয়েইজু গ্র্যান্ড মসজিদ তৈরির সময় যথাযথ অনুমোদন নেয়া হয়নি। কিন্তু কর্তৃপক্ষের এ ধরনের বক্তব্যে মুসলিমরা পিছু হটতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। একজন মুসলিম বলেন, তারা সরকারকে এ মসজিদ স্পর্শ করতে দেবেন না।

চীনে দুই কোটি ৩০ লাখ মুসলিমের বসবাস এবং পশ্চিমাঞ্চলের নিংজিয়া প্রদেশে গত কয়েকশ বছর ধরে মুসলিমরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বসবাস করছে।

কিন্তু মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন, চীনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সরকারের বিদ্বেষক্রমেই বাড়ছে। যে মসজিদটি সরকার গুড়িয়ে দেবার উদ্যোগ নিয়েছে সেটি মধ্যপ্রাচ্যের মসজিদগুলোর আদলে মিনার এবং গম্বুজ দিয়ে তৈরি।

কীভাবে বিক্ষোভ শুরু হলো? আগস্ট মাসের তিন তারিখে সরকার একটি নোটিশ জারি করে। সেখানে বলা হয়েছে যে এ মসজিদ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা এবং নির্মাণের অনুমোদন দেয়া হয়নি। সেজন্য এ মসজিদ ভেঙে দেয়া হবে বলে জানানো হয় সে নোটিশে। সরকারের সে নোটিশটি মুসলিমরা নিজেদের মধ্যে অনলাইনে শেয়ার করে।

হংকং ভিত্তিক সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট পত্রিকা বলেছে– অনেকে প্রশ্ন তোলেন, দুই বছর ধরে মসজিদটি তৈরি করার সময় কর্তৃপক্ষ কেন প্রশ্ন তোলেনি? সম্প্রতি মসজিদের বাইরে মুসলিমরা বিক্ষোভ করেছে।

একজন বাসিন্দা জানিয়েছেন হুই মুসলিম এবং সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যকার আলোচনা কোন সমাধান ছাড়াই শেষ হয়েছে।

সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট পত্রিকায় দেয়া সাক্ষাৎকারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন বলেছেন : আমরা এখন অচলাবস্থার মধ্যে আছি। সরকারকে এ মসজিদ স্পর্শ করতে দেবে না মানুষজন। কিন্তু সরকারও পিছু হটছে না। তবে স্থানীয় ইসলামিক এসোসিয়েশনের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন পুরো মসজিদ ভেঙে দেয়া হবে না। তিনি রয়টার্সকে বলেছেন, মসজিদের আকার কমিয়ে আনার জন্য এক কাঠামো সংস্কার করতে চেয়েছে সরকার।

চীনে স্বাধীনভাবে ধর্ম চর্চা করা যায়? চীনের সংবিধান অনুযায়ী সেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে ধর্মীয় কর্মকাণ্ড সরকার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

صحتك ॥ আপনার স্বাস্থ্য

## অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারে মারাত্মক যে ক্ষতি

প্রয়োজনে অথবা অপ্রয়োজনে মোবাইল নামক যন্ত্রটিকে আমরা ব্যবহার করে চলেছি প্রতিনিয়ত। এখনকার দিনে মোবাইল ছাড়া এক মুহূর্ত ভাবা যায় না। অফিসের কাজ হোক বা ব্যক্তিগত কাজ অথবা নিজের বিনোদন সব ক্ষেত্রেই মোবাইল অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এটিকে আমাদের ব্যবহার করতেই হয়। মোবাইল থেকে বেরনো ক্ষতিকর বিকিরণে আমাদের শরীর মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এমনকি হতে পারে ক্যানসারের মতো আরোও জটিল অনেক রোগ।

সম্প্রতি এক জরিপে দেখা যায়, ২৫-৩৫ বছর বয়সীদের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশই রাতে শুতে যাওয়ার সময় বালিশের পাশে মোবাইল ফোন রাখেন। আর ঘুম যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ চোখকে রাখেন মোবাইলের নীল পর্দায়। চলুন জেনে নেই মোবাইল ফোনের পর্দায় চোখ রাখলে যেসব ক্ষতি হতে পারে।

১. মোবাইল ফোনের নীল আলো শরীরে মেলাটনিন হরমোনের ক্ষরণ কমিয়ে দেয়। ফলে সহজে ঘুম আসতে চায়। কারণ আমাদের ঘুম কতটা ভাল হবে, তা অনেকাংশেই নির্ভর করে মেলাটনিন হরমোনের ক্ষরণের উপর। আর ঠিক মতো ঘুম না হলে ধীরে ধীরে মস্তিষ্কের কাজ করার ক্ষমতা কমতে শুরু করে। ফলে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। এছাড়াও মস্তিষ্ক সম্পর্কিত নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা মারাত্মকভাবে বেড়ে যায়।

২. অন্ধকারে অনেক সময় ধরে মোবাইল টিপলে তার নীল আলো সরাসরি চোখের উপর পড়তে থাকে। যে কারণে চোখে যন্ত্রণা হতে পারে। আর দীর্ঘদিন ধরে এরকম হলে কমে যাবে আপনার মূল্যবান দৃষ্টিশক্তি।

৩. মোবাইল ফোনের নীল আলো রেটিনার কর্মক্ষমতা কমাতে শুরু করে। যেটা থেকে স্থায়ীভাবে অন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে।

৪. মোবাইলের নীল আলোর কারণে মেলাটনিন হরমোনসহ আরও অনেক হরমোন ক্ষরণে ও বাঁধা দেয়। ফলে, শরীরে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের ঘাটতি দেখা দিতে শুরু করে, যা থেকে ক্যানসার বিশেষত ব্রেস্ট এবং প্রস্টেট ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বাড়ায়।

তাই মোবাইল ফোন ব্যবহারের সময় ও কিছু নির্দেশনা।

ক. সাধারণত ৬-৭ ইঞ্চি চোখ থেকে দূরে রেখে মোবাইল ব্যবহার করা হয়, চোখে বিরাট ক্ষতি হয়। চেষ্টা করুন নিজের চোখ থেকে ১২-১৫ ইঞ্চি দুরে রেখে ফোন ব্যবহার করতে।

খ. ফোনের আলো খুব কম বা বেশি দুটোতেই ক্ষতি। যেমন আলোর মধ্যে আপনি রয়েছেন সেই অনুযায়ী ফোনের ব্রাইটনেস সেট করুন। দিনের আলোতে থাকলে ব্রাইটনেস একটু বেশি ও অন্ধকারে ব্রাইটনেস কম চোখের জন্য ভাল।

গ. খুব বেশি দাগ ধরা স্ক্রিনে বেশিক্ষণ চেয়ে থাকলে চোখের ক্ষতি হয়।

## স্মার্টফোন বাড়াচ্ছে ত্বকের বয়স

একাধিক ত্বকের সমস্যার পিছনেও স্মার্টফোনের প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকতে পারে। ত্বকে দ্রুত বয়সের ছাপ পড়ে যাওয়া, বলিরেখা বাড়তে থাকা, ব্রন-ফুসকুড়ি সমস্যার মতো সমস্যা হয়। অন্তত এমনটাই জানাচ্ছেন বিশ্বের অসংখ্য চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ।

২০১৩ সালের একটি গবেষণায় দাবি করা হয়েছে, স্মার্টফোন, ট্যাব বা ল্যাপটপ থেকে আসা নীল আলোর প্রভাবে শুধু ত্বকের ক্ষতি নয়, ত্বকে দ্রুত বয়সের ছাপ পড়ে যায়। এই নীল আলো আমাদের ত্বকের ক্ষেত্রে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির মতোই ক্ষতিকর। তবে এই আলোতে বড় ধরনের ক্ষতি (যেমন- ক্যান্সার) হয় এমন কোনও প্রমাণ নেই।

স্মার্টফোন ব্যবহারের নানা সমস্যা জানার পরও উপায় কী? এ যুগে স্মার্টফোন ছাড়া এক মুহূর্ত চলার কথা কি ভাবা যায়? সে ক্ষেত্রে উপায়! উপায় আছে।

যেমন- নিউ ইয়র্কের মাউন্ট সিনাই হসপিটালের চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ (ডার্মাটোলজিস্ট) ডঃ জশুয়া জিকনার জানান, কান ও গালের সঙ্গে ফোন না লাগিয়ে ব্লুটুথ ইয়ারপিসের সঙ্গে কথা বলাটা চর্মরোগ বা ত্বকের সমস্যা কমানোর ক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে।

নিউ ইয়র্কের চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ (ডার্মাটোলজিস্ট) ডঃ এস্টে উইলিয়ামসের মতে, ফোনের সঙ্গে লেগে থাকা জীবাণু অতটা ক্ষতি না করলেও, তার সঙ্গে ঘাম, তেল, মেকআপ এবং ধুলোবালি মিলে রোমকূপ বন্ধ করে দিতে পারে। এর ফলে ব্রণের প্রকোপ বাড়ে। তাই ফোন পরিষ্কার রাখা জরুরি।

এ বার প্রশ্ন হলো, কী ভাবে স্মার্টফোন পরিষ্কার ও জীবানুমুক্ত রাখবেন?

রাবিং অ্যালকোহল (Rubbing alcohol) দিয়ে ফোন পরিষ্কার করলে তা থেকে জীবাণু, তেল, ময়লা সবই চলে যায়। এর পাশাপাশি 'ফোনসোপ' (PhoneSoap) নামের এক ধরনের যন্ত্র রয়েছে যা অতিবেগুনি রশ্মির সাহায্যে ফোন জীবাণুমুক্ত করে।

## নাকডাকা বন্ধে কার্যকরী উপায়

অনেকেই জানেন না ঘুমের মধ্যে নাক ডাকা স্বাস্থের জন্যে কতটা ঝুঁকিপূর্ণ। ঘুমের মধ্যে অনেকেই নাক ডাকেন। তবে এটাকে তেমন গুরুত্ব দেন না অনেকেই।

কিন্তু মধ্যবয়সীদের মধ্যে ৪০ শতাংশ পুরুষ ও ২০ শতাংশ মহিলা ঘুমের মধ্যে নাক ডাকেন।

অনেকেই হয়তো জানেন না শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা, শরীরের মাত্রাতিরিক্ত ওজন ও অন্য বেশ কিছু কারণে মানুষের নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। সাম্প্রতিক বেশ কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে, গড়ে প্রতি দুজন ব্যক্তির মধ্যে একজন নাক ডাকেন। চলুন তাহলে দেখা যাক, মানুষ কেন নাক ডাকে আর এর সমাধান কি।

**নাক ডাকার সমস্যা কেন হয়?**

১. ঘুমের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিপথ কোনোভাবে বাধাপ্রাপ্ত হলে শ্বাসনালীতে প্রবেশ করা বাতাস শ্বাসযন্ত্রে কাঁপুনির সৃষ্টি করে। ফলে নাক ডাকার শব্দ হয়।

২. চিত হয়ে ঘুমালে জিব পেছনে চলে গিয়ে অনেক সময় শ্বাসনালি বন্ধ করে দেয়। ফলে নাক ডাকার শব্দ হয়।

৩. শরীরের ওজন মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে গেলে গলা, পেট ও বুকের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে নাক ডাকার সমস্যা শুরু হয়।

৪. থাইরয়েডের সমস্যা কিংবা গ্রোথ হরমোনের আধিক্যজনিত সমস্যা নাক ডাকার বাড়িয়ে দিতে পারে।

৫. অতিরিক্ত ধূমপান, মদ্যপান এবং ঘুমের ওষুধ খেলে নাক ডাকার সমস্যা বাড়তে পারে।

**নাক ডাকার সমস্যা কমাবেন কী করে?**

১. মাখন গরম করে গলিয়ে নিয়ে নাকের দুই ছিদ্রে এক ফোঁটা করে দিয়ে দিন।

২. প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আর রাতে শুতে যাওয়ার সময় এক গ্লাস উষ্ণ পানিতে আধা চামচ এলাচের গুঁড়ো মিশিয়ে খেয়ে নিন।

৩. রাত ৮টার পর ভারি খাবার খাওয়াকে না বলুন। কারণ সন্ধ্যার পর পাচনযন্ত্রের গতি মন্থর হয়ে যায়। এই সময় অতিরিক্ত খাবার খেলে পাচনযন্ত্রকে অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হয়। তখন হজমে সমস্যা হতে পারে। ফলে শ্বাস নিতে সমস্যা হয়।

৪. খাওয়ার ঠিক পরেই শুয়ে পড়বেন না। একটু সময় নিন, সম্ভব হলে একটু হাঁটাচলা করে তবেই ঘুমোতে যান। এতে হজমের সমস্যা দূর হবে। ফলে শ্বাসকষ্টের ঝুঁকিও কমবে।

৫. চিত হয়ে শোয়ার পরিবর্তে একপাশে ঘুরে শোয়ার অভ্যাস করুন। এতে নাক ডাকা অনেকটাই কমে যাবে।

তবে নাক ডাকার শব্দ অস্বাভাবিক হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

## হেঁচকির সমাধান

বিজ্ঞানীদের কাছে এখনো হেঁচকি কেন হয় তা খুব স্পষ্ট নয়। তবে ধারণা করা হয়, আমাদের বুক আর পেটের মাঝখানে মাংসপেশি দিয়ে তৈরি একটি পার্টিশন আছে যা একটি নির্দিষ্ট ছন্দে সংকোচিত ও প্রসারিত হয়, একে ডায়াফ্রাম বলে। যখন কোনো কারণে এই স্বাভাবিক ছন্দ হরিয়ে ডায়াফ্রাম হঠাৎ বেশি সংকোচিত-প্রসারিত হয়, তখনই হেঁচকি উঠে। দ্রুত খেতে চেষ্টা করলে, অনেক গরম ও মসলাদার খাবার খেলে, গরম খাবারের সঙ্গে খুব ঠাণ্ডা পানি বা পানীয় পান করতে শুরু করলে, অনেকক্ষণ ধরে হাসলে বা কাঁদলে হেঁচকি হতে পারে।

বড়দের অবিরত হেঁচকি হওয়ার পেছনে কিছু কারণ থাকতে পারে। যেমন- উদ্বেগ, কিডনির রোগ, শরীরে লবণের ভারসাম্যহীনতা, অতিরিক্ত অ্যালকোহল পান, ফুসফুসের সংক্রমণ বা নিউমোনিয়ায় হেঁচকি হতে পারে। আবার মস্তিষ্কের কিছু রোগ যেমন-টিউমার বা ফোড়া, পেটের কিছু রোগ যেমন- অগ্ন্যাশয়ে প্রদাহ, হেপাটাইটিস ইত্যাদিও হেঁচকির কারণ হতে পারে।

সাধারণ কারণে হেঁচকি হলে তা একটু পর এমনিতেই বন্ধ হয়ে যায়। তবে শারীরিক সমস্যা ও রোগে অনেক সময় বারবার বা অতিরিক্ত হেঁচকি উঠতে পারে। পর্যাপ্ত পানি খেলেই হেঁচকি কমে যায়। যদি পানি সাথে না থাকে তবে কিছুক্ষণ শ্বাস বন্ধ রাখতে হবে। এছাড়া ঠাণ্ডা পানি বা বরফ কুচি গিললে অথবা শুকনো খাবার চিবলে কার্বন ডাই অক্সাইডের চাপ বেড়ে গিয়ে ডায়াফ্রামকে থামিয়ে দেয়। তবে হেঁচকি অসহনীয় ও অনবরত হতে থাকলে ওষুধ বা ইনজেকশনের প্রয়োজন হতে পারে।


**শিক্ষক আবশ্যক**

**বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস**-এর ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান **মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া যাত্রাবাড়ী**, ঢাকা-এর জন্য সানুবিয়া স্তর পর্যন্ত পাঠদানে সক্ষম একজন (আরবী) অভিজ্ঞ শিক্ষক প্রয়োজন।

**যোগাযোগ : ০১৭৭৮-১৬৪৭৭৩**
**অথবা, ০১৭২০-১১৩১৮০**

الفتاوى و المسائل \ $vZv%qv % gvmvwq j

# জিজ্ঞাসা ও জবাব

**–ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস**

***প্রশ্ন (০১) ইসমে আযমের দু'আ কোনটি এবং ফযীলত কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।***

*ফারহানা আক্তার*
*উত্তরা, ঢাকা।*

***উত্তর :*** ইসমে আযম অর্থাৎ- "অধিক মহান নাম"-এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে দু'আ করা। আল্লাহ তা'আলার সকল নামই সুন্দর ও মহান, তবে কোন্‌টি অধিক মহান এ বিষয়ে একাধিক বক্তব্য রয়েছে যা নিম্নরূপ :[১১৬]

**(ক)** অধিকাংশ বিদ্বান মনে করেন "الله" নামটি ইসমে আযম। অতএব "الله" নাম দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করা।

**(খ)** ইসমে আযম হচ্ছে– "الرمن الرحيم"।

**(গ)** ইসমে আযম হচ্ছে– "الحي القيوم"।

**(ঘ)** ইসমে আযম হচ্ছে– "الأحد الصَّمَدُ"।

এ মর্মে কিছু বর্ণনা রয়েছে। যেমন- আসমা বিনতু ইয়াযীদ নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : ইসমে আযম ﴿وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ﴾ এবং সূরা আ-লি 'ইমরান-এর শুরু ﴿الم اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ এ দু'টি আয়াতে রয়েছে।[১১৭]

সাহাবী আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : ইসমে আযম, যার মাধ্যমে দু'আ করলে দু'আ কবুল হয়। সে ইসমে আযম তিনটি সূরায় রয়েছে। তাবেঈয়ী আল কাসিম বলেন : আমি সূরাগুলোতে খুঁজে পেলাম। সূরা আল বাক্বারাহ্, ২৫৫ নং আয়াত– ﴿اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾। সূরা আ-লি 'ইমরান, ২ নং আয়াত– ﴿الم اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾। সূরা ত্ব-হা-, ১১১ নং আয়াত– ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾। অর্থাৎ- ইসমে আযম "الحي القيوم"।[১১৮]

বুরাইদাহ্ আসলামী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) বলেন : নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত বাক্য দ্বারা দু'আ করতে শুনেছেন:

«اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ».

অতঃপর বলেন:আল্লাহর কসম করে বলছি! সে আল্লাহর কাছে তাঁর ইসমে আযম অধিক মহান নামের মাধ্যমে প্রার্থনা করেছে। এটা এমন নাম যার মাধ্যমে দু'আ করলে কবুল হয় এবং কিছু চাইলে পাওয়া যায়।[১১৯]

উপরোক্ত হাদীসসমূহের আলোকে বুঝা যায় "ইসমে আযম" একাধিক হতে পারে। –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

***প্রশ্ন (০২) কোন কোন 'আলেম খুতবাহ্ বা বক্তব্যের মাঝে চিৎকার করে বলেন, "বলুন : ঠিক, না বেঠিক" –এরূপ বলা শরীয়তসম্মত কি? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি এরূপ বলতেন।***

*মুবারক সুমন*
*ডেমরা, ঢাকা।*

***উত্তর :*** জুমু'আর খুতবাহ্ সাধারণ বক্তব্য বা ওয়াজ মাহফিলের মতো নয়। বরং এর আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য ও বিধি-নিষেধ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খুতবাহ্ প্রদানের সময় একটা আলাদা ভাব-ইমেজ থাকত। এতে শ্রোতারা ইচ্ছামত কথা বলা বা কোন কাজ করার সুযোগ রাখে না।[১২০]

---

[১১৬] *আসমাউল্লাহিল হুসনা ফিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ- ১/১৯৭-২০৫ পৃ:।*
[১১৭] *সুনান আবূ দাঊদ- হা: ১৪৯৬, আত্ তিরমিযী- হা: ৩৪৭৮, সুনান ইবনু মাজাহ্- হা: ৩৮৫৫, সহীহ।*
[১১৮] *সুনান আবূ দাঊদ- হা: ১৩২৭, সুনান ইবনু মাজাহ্- হা: ৩৮৪৬, সহীহাহ্- হা: ৭৪৬।*
[১১৯] *সুনান আবূ দাঊদ- হা: ১৩৪১, মা: শা:, হা: ১৪৯৩, সহীহ; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা: ৩৮৫৭।*
[১২০] *সহীহুল বুখারী- হা: ৮৮৩, সহীহ মুসলিম- হা: ৮৫৭।*

যদিও খুতবাহ্ চলাকালীন সময়ে প্রয়োজনে খত্বীব সাহেব কাউকে কোন জিজ্ঞাসা বা কারো প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ মাহফিলের মতো পরিস্থিতি বানাতে পারেন না। অবশ্যই খুতবার বৈশিষ্ট্য ও ভাব বজায় রাখতে হবে।

অতএব প্রশ্নে বর্ণিত নিয়মে খত্বীব সাহেবের প্রশ্ন করা এবং এর জবাবে মুসল্লিদের ঠিক ঠিক বলে উত্তর দেওয়া অনুচিত।

**প্রশ্ন (০৩)** ***জানাযার সালাতে দু'আ পাঠ করা হয়- "ওয়া যাওজান খাইরাম মিন যাওজিহী" এবং তাকে স্ত্রীর পরিবর্তে উত্তম স্ত্রী দান করুন। আমার প্রশ্ন হলো- মাইয়্যিত মহিলা হলে দু'আ কীভাবে পাঠ করতে হবে?***

*আব্দুল বারী*
*ঝিকরগাছা, যশোর।*

***উত্তর :*** আরবী ভাষায় (زوج) যাউজ শব্দটি জোড়া বা যুগল অর্থে ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং মাইয়্যেত মহিলা হলে যাউজ দ্বারা পুরুষ উদ্দেশ্য, আর মাইয়্যেত পুরুষ হলে যাউজ দ্বারা মহিলা উদ্দেশ্য হয়। অতএব স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ক্ষেত্রে একই দু'আ পড়তে হবে।

**প্রশ্ন (০৪)** ***আমি মাঝে মাঝেই ভয়ঙ্কর কিছু স্বপ্ন দেখি। এ জন্য আমি ঘুমানোর দু'আ পাঠ করে নিদ্রা যাই। এখন আমার করণীয় কি?***

*আহসানুত্তাকবীম*
*ময়মনসিংহ সদর।*

***উত্তর :*** রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : স্বপ্ন সাধারণত তিন প্রকার। আল্লাহর পক্ষ হতে সুসংবাদ, মনের চিন্তা-ভাবনা অথবা শয়ত্বানের পক্ষ হতে ভয় দেখানো। অতএব কেউ যদি ভাল স্বপ্ন দেখে সে ইচ্ছা করলে কাউকে বলতে পারে। আর যদি খারাপ কিছু দেখে তাহলে কাউকে বলবে না এবং ঘুম থেকে উঠে সালাত আদায় করবে।[১২১]

অন্য হাদীসে এসেছে- খারাপ স্বপ্ন দেখলে খারাপ-ই হতে এবং শয়ত্বান হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে এবং তিনবার থু থু ফেলবে আর এ স্বপ্ন কারো কাছে বলবে না, তার কোন ক্ষতি হবে না।[১২২]

সহীহ মুসলিম-এর বর্ণনায় এসেছে- বাম পাশে তিনবার থু থু ফেলবে। শয়ত্বান হতে তিনবার আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে (আউযুবিল্লাহ বলবে) এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে শুইবে।[১২৩]

অতএব আপনি প্রথমতঃ দু'আ পড়ে শুইবেন, অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসে বর্ণিত 'আমল করবেন।

**প্রশ্ন (০৫)** ***যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশকের ফযীলত বেশি না-কি রামাযানের শেষ দশকের, বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।***

*জয়নুল আবেদীন*
*গোদগাড়ী, রাজশাহী।*

***উত্তর :*** রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

«مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ».

"এ দশ দিনের চেয়ে এমন কোন দিন নেই যার 'আমলে সলেহ আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়.....।"[১২৪]

অর্থাৎ- যুলহিজ্জার দশ দিনের 'আমল আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী থেকে স্পষ্ট যে এ দশ দিনের 'আমল রামাযানের শেষ দশ দিনের চেয়েও অধিক প্রিয়। উল্লেখ্য যে, রামাযানের শেষ দশকের গুরুত্ব মূলতঃ ক্বদ্‌রের রাতের কারণে। কাজেই এ মহিমান্বিত রাত বিবেচনায় রামাযানের শেষ দশক উত্তম। আর দিবারাতের সার্বিক বিবেচনায় যুলহিজ্জার প্রথম দশক উত্তম।

**প্রশ্ন (০৬)** ***হাদীসে ৫টি প্রাণি মারার কথা বলা হয়েছে- সাপ, বিচ্ছু, টিকটিকি, কালো কুকুর ও ইঁদুর। আমার প্রশ্ন হলো- এ সকল প্রাণি ছাড়াও আমরা তেলাপোকা, মশা, পিঁপড়া ইত্যাদি প্রাণি মেরে ফেলি। আমি জানতে চাই যে, উল্লেখিত ৫টি প্রাণি ছাড়া অন্য প্রাণি মারলে গুনাহ হবে কি?***

*মুশফিক রানা*
*ধানমণ্ডি, ঢাকা।*

***উত্তর :*** হিংস্র, বিষাক্ত ও ক্ষতিকারক হওয়ার কারণে মারাতে কোন অপরাধ হবে না।

**প্রশ্ন (০৭)** ***একদা আমার 'আসরের সালাত ছাড়া পড়ে, এমতাবস্থায় মাগরিবের সময়ে উপনীত হই। এক্ষণে আমার প্রশ্ন হলো- আমি আগে মাগরিবের জামা'আতে***

---

[১২১] *সহীহ আল জামি'- হা: ৩৫৩৩।*
[১২২] *সহীহুল বুখারী- হা: ৭০৪৪।*
[১২৩] *সহীহুল বুখারী- হা: ২২৬২।*
[১২৪] *আবূ দাঊদ- হা: ২৪৪০, মা: শা:, হা: ২৪৩৮, সহীহ।*

*শরীক হব, না-কি 'আসর পড়ার পর মাগরিব পড়ব– জানিয়ে কৃতার্থ করবেন।* *পারভিন আক্তার*
*হালিশহর, চট্টগ্রাম।*

**উত্তর :** সালাতের ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা উচিত। সুতরাং আপনি মাগরিবের জামা'আতে 'আসরের নিয়তে দাঁড়াবেন এবং 'আসর শেষ করে মাগরিব সালাত আদায় করবেন। ইমাম ও মুক্তাদির সালাতে ভিন্নতা থাকলে কোন অসুবিধা হবে না। তবে উঠা-বসা, রুকূ'-সাজদাহ্ ইত্যাদিতে অবশ্যই ইমামের অনুসরণ করতে হবে।[১২৫]

**প্রশ্ন (০৮)** ***বিত্‌র সালাতে দু'আ কুনুত পাঠের সময় হাত উত্তোলনের পদ্ধতি এবং তা দ্বারা মুখমণ্ডল মাসেহ করার শরঈ বিধান সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।***
*নূরুল ইসলাম*
*চাটমোহল, পাবনা।*

**উত্তর :** বিত্‌র সালাতে দু'আ কুনুত পাঠের সময় হাত তুললে সাধারণতঃ মুনাজাতের পদ্ধতিতে হাত তুলবে। দু'আ কুনুত শেষে হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মাসেহ করার বিষয় দ্বারা কোন সহীহ হাদীসটি প্রমাণিত হয়নি। এ মর্মে ইমাম বাইহাক্বী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন : দু'আ কুনুত শেষে দু'হাত চেহারায় মাসেহ করা সম্পর্কে সালাফদের হতে আমি কোন প্রমাণ পাইনি।[১২৬]

**প্রশ্ন (০৯)** ***সালাতের সময় পাগড়ি পরিধান করার বাড়তি কোন ফযীলত আছে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।***
*হাফেয মুহা. ইদ্রিস*
*নোয়াপাড়া, যশোর।*

**উত্তর :** আল্লাহ তা'আলা সালাতে উত্তম পোষাক পরিধানের নির্দেশ দিয়েছেন (সূরা আল আ'রাফ ৭ : ৩১) সে হিসেবে টুপি-পাগড়ী পরিধানে বেশি সওয়াবের আশা করা যায়। তবে পাগড়ি পরিধানে ৭০ গুন সওয়াব বেশি হবে মর্মে বর্ণিত হাদীসটি জাল।[১২৭]

**প্রশ্ন (১০)** ***জামা'আতে সালাত আদায়কালে মাঝে মাঝে ভুলবশতঃ রুকূ'তে "সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা" পাঠ করে ফেলি? এক্ষণে আমার করণীয় কী?***
*দিদারুল হাসান*
*স্টেশন রোড, দিনাজপুর।*

**উত্তর :** রুকূ'তে "সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম" পাঠ করার নিয়ম, কিন্তু ভুলবশতঃ সাজদার তাসবীহ পাঠ করে ফেললে সালাত হয়ে যাবে। ইন্‌শা-আল্লাহ– কোন অসুবিধা হবে না।

**প্রশ্ন (১১)** ***আমাদের গ্রামের ঈদগাহের পশ্চিম পার্শ্বে কবরস্থান, যার সামনে কোন দেয়াল নেই; এছাড়া এমন একাধিক মাসজিদ রয়েছে যার পশ্চিম পার্শ্বে মেহরাব সংলগ্ন কবর– এমন ঈদগাহ বা মাসজিদে সালাত আদায় বৈধ হবে কী?***
*মো. ফখরুল ইসলাম*
*গৌরনদী, বরিশাল।*

**উত্তর :** রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

«لَا تَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ، وَلَا تُصَلُّوْا إِلَيْهَا».

"তোমরা কবরের উপর বসো না এবং কবরের প্রতি সালাত আদায় করো না।"[১২৮]

অতএব প্রশ্নে বর্ণিত ঈদগাহে সালাত আদায় বৈধ হবে না, অনুরূপ মাসজিদও শংকামুক্ত নয়। তবে ঈদগাহ বা মাসজিদ এবং কবরস্থানের মাঝে যদি রাস্তা অথবা ভিন্ন ওয়াল দিয়ে আড়াল করা থাকে, তাহলে অসুবিধা হবে না –ইন্‌শা-আল্লাহ।

**প্রশ্ন (১২)** ***"মায়ের পায়ের নিচে বেহেশ্‌ত" –এ কথা কি সঠিক?***
*মো. হাসান জামিল*
*চণ্ডিপুর, ঝিনাইদহ।*

**উত্তর :** আরবী ভাষায় বলা হয়–

«الجنة تحت أقدام الأمهات».

"মায়ের পদতলে জান্নাত –এরূপ শব্দে এটি জাল হাদীস।"[১২৯]

তবে আন্ নাসায়ী ও সুনান ইবনু মাজাহ্'য় সহীহভাবে প্রমাণিত যে, সাহাবী জাহিমা (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) যুদ্ধে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে পরামর্শ চাইলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার কি মা আছে? সাহাবী বললেন : হ্যাঁ, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন :

«فَالْزَمْهَا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا».

তুমি তার (মায়ের) সেবায় নিয়োজিত থাকো। কেননা তার দুই পদতলে জান্নাত।[১৩০] ###

---

[১২৫] *সহীহ ইবনু হিব্বান- হা: ২৪০১।*
[১২৬] *সুনান বাইহাক্বী- ২/২১২, সহীহ ফিকহুস্ সুন্নাহ- ১/৩৯৩।*
[১২৭] *হাদীসের নামে জালিয়াতী- ৬৩৪ পৃ:, যাইফাহ- ৩/২৪।*
[১২৮] *সহীহ আল জামি'- হা: ৭২২৯।*
[১২৯] *সিলসিলা য'ঈফাহ- হা: ৫৯৩।*

**المقالة الرئيسية \ C&'` Cwiw(wZ**

# প্রকৃতিক আবহে নির্মিত মাসজিদ

**–এম. জি. রহমান**

প্রাকৃতিক আবহে নির্মিত তুরস্কের হামীদ কেমি মাসজিদ অনিন্দসুন্দর এক ইসলামী স্থাপত্য। মহান আল্লাহর ঘর মাসজিদকে দৃষ্টিনন্দন করতে স্থাপত্যশিল্পীদের প্রচেষ্টা আজও অবিরত। এতদিন স্থাপত্য শিল্পীদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল মাসজিদের বাহিরের অংশের সৌন্দর্য বর্ধনে। এবার বহিরাংশের সৌন্দর্যের পাশাপাশি মাসজিদের ভেতরের অংশ দৃষ্টিনন্দন ও আকর্ষণীয় করতে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক আবয়বে চিত্রিত হয়েছে হামীদ কেমি মাসজিদ। এ মাসজিদটি তুর্কীর কেরিশির শহরে।

এ মাসজিদটিকে নির্মাণে স্থানীয় লোকেরা তাঁর ভেতরের ছাদকে আকাশের অবয়বে অংকন করেছেন। মাসজিদের ফ্লোর বা মেঝেতে স্থাপন করেছেন দেখতে ঘাসের মতো কার্পেট।

মাসজিদের ভেতরে রয়েছে সুবিশাল ঝুলন্ত ঝাড়বাতি; যা মাসজিদের সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। মাসজিদের মধ্যে সুবিশাল মিম্বারটি তৈরি হয়েছে বাঁশ ও কাঠ দিয়ে, আর ঘাসের ডিজাইনকৃত কার্পেটে আচ্ছাদিত হয়েছে মিম্বারের প্রতিটি ধাপ। মিম্বরে প্রবেশের জন্য তাওহীদের কালিমা খচিত একটি গেটও রয়েছে। যা তারা কুরআনুল কারীমের একটি আয়াতকে অনুপ্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

এ মাসজিদটি ১৯১০ সালে তুরস্কের কেরিশির শহরের ইয়েনসি এলাকায় অটোমান খিলাফতের অধীনে নির্মিত হয়েছিল। মাসজিদটি প্রথমে অটোমান খিলাফতের আমীর সুলতান আবদুল হামিদের নামে নামকরণ করা হয়। উইকিপিডিয়ার তথ্য মতে মাসজিদটি ২১ জুলাই ১৯০৫ সালে নির্মিত হয়।

মাসজিদটি দীর্ঘদিন অবহেলা ও অযত্নে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। পরবর্তীতে একই জায়গায় মাসজিদটি সংস্কার করে তার নামকরণ করা হয় ‘হামিদি ক্যামি মাসজিদ’।

বর্তমানে মাসজিদটির ভেতরের শৈল্পিক নকশাগুলো আজারবাইজানের একজন স্থপতির দ্বারা অংকন করা হয়। যা ২০১৬ সালে সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এ মাসজিদে স্থানীয় অধিবাসীরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন। শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ মাসজিদটির সৌন্দর্য দেখতে এবং সালাত আদায় করতে এখানে উপস্থিত হন।

একজন দর্শনার্থীর বক্তব্য হলো– ‘সালাত আদায় করার সময় মনে করছিলাম যে, আমি জান্নাতের বাগানে সালাত আদায় করছি।’

মাসজিদের ইমাম সেফ ইকিনচি বলেন, ‘আমি যখন এ মাসজিদের ইমাম হিসেবে নিযুক্ত হলাম, তখন থেকেই আমি মাসজিদটির ইতিহাস সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করি এবং বর্তমান প্রকল্পের যে কারুকার্য, সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ শুরু করি।’

তিনি বলেন, ‘যারা মাসজিদের ভেতরের পরিবেশকে প্রাকৃতিক আকৃতিতে অংকন করেছেন তারা আমাকে বলেছেন যে, তারা সূরা আল বাক্বারাহ্’র ২২নং আয়াত দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আর তা হলো–

﴿الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

“আল্লাহ তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে তার দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেছেন। সুতরাং তোমরা জেনে শুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করো না।”

ইমাম আরো বলেন, ‘মাসজিদের ভিত্তি তৈরি করেছি। অতঃপর অংকন শুরু করেছি। চিত্রাংকনে আমরা মাসজিদের ছাদের ভেতরের অংশে আকাশ থেকে পানি বর্ষণের চিত্র অংকন করেছি। মেহরাবের ওপর একটি জলপ্রপাত স্থাপন করেছি।

দেয়ালের প্রতিটি জানালার মাঝখানে গাছগুলো আঁকা হয়েছে। আমরা প্রকৃতপক্ষে কুরআনের আয়াত থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে মাসজিদের ভেতরের দৃশ্যগুলো অংকন করেছি।’

স্থানীয় বাসিন্দা ও মাসজিদের সাবেক ইমাম জানান, অটোমান সাম্রাজ্যের খলিফা “সুলতান হামীদ মাসজিদ” এ স্থানেই নির্মিত ছিল; যা দীর্ঘ অবহেলা ও অযত্নে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় ছিল, আমরা একই জায়গায় মাসজিদটির সম্পত্তিতেই তা পুনঃনির্মাণ করেছি।

তিনি আরো বলেন, যখনই মাসজিদটিতে সালাতের জন্য প্রবেশ করি তখন আমাদের দেহ ও মন অন্যরকম অনুভূতি ও প্রশান্তি লাভ করে। আত্মিক প্রশান্তিতে আমরা সালাত আদায় করি।’ *[সূত্র : BANGLANEWS24.com, Jagonews24.com]*

[১৩০] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা: ৩১০৪, ইবনু মাজাহ্- হা: ২৭৮১।*